

৮,৭০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে ২২টি সড়ক প্রকল্পের
শিলান্যাস ও জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত

শিলান্যাস

রামনগর বাইপাস-সহ চাউলখোলা থেকে অলংকারপুর পর্যন্ত NH-116B -এর প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ
(প্রকল্প মূল্য - ৮১২.৫০ কোটি টাকা)

ঠাকুরনগর থেকে নাচিন্দা পর্যন্ত NH-116B -এর প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ
(প্রকল্প মূল্য - ৪৬৯.৩৫ কোটি টাকা)

নামখানা থেকে বকখালি পর্যন্ত NH-12-এর প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ
(প্রকল্প মূল্য - ২৩৭.০৭ কোটি টাকা)

ভীমগড় থেকে মল্লারপুর পর্যন্ত NH-14-এর মজবুতিকরণ
(প্রকল্প মূল্য - ২৫৭.০৫ কোটি টাকা)

মল্লারপুর থেকে নলহাটি পর্যন্ত NH-14 -এর মজবুতিকরণ
(প্রকল্প মূল্য - ১০০.২৯ কোটি টাকা)

সুরুল থেকে মল্লারপুর পর্যন্ত NH-114 -এর মজবুতিকরণ এবং পুরন্দরপুর থেকে রঙাইপুর পর্যন্ত সড়ককে দুই লেনে উন্নীতকরণ
(প্রকল্প মূল্য - ১৫১.৩২ কোটি টাকা)

NH-116B-এর নরঘাটে বৃহৎ সেতু নির্মাণ
(প্রকল্প মূল্য - ২৩১.৭১ কোটি টাকা)

মন্তেশ্বর–দাঁইহাট সড়কের (মন্তেশ্বর থেকে দাঁইহাট মোড় পর্যন্ত) প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ
(প্রকল্প মূল্য - ১৫১.৯৯ কোটি টাকা)

বর্ধমান–কাটোয়া সড়কের প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ
(প্রকল্প মূল্য - ১৭২.২৯ কোটি টাকা)

রঘুনাথপুর–চন্দনকিয়ারি–চাস সড়কের (গোয়াই নদী চেকপোস্ট পর্যন্ত) প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ,
(প্রকল্প মূল্য - ২৩৫.২৬ কোটি টাকা)

মগরা–সুলতানগাছা–খানপুর –দশঘরা সড়কের প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ
(প্রকল্প মূল্য - ১৮৭.৩৩ কোটি টাকা)

বিষ্ণুপুর–বেলিয়াঘাটা সড়কের (লাঙলপোতা থেকে কাঁচকল পর্যন্ত) সেতু-সহ প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ
(প্রকল্প মূল্য - ১৫৪.৮০ কোটি টাকা)

এসটিকেকে (STKK) সড়কের (বান্দেবাজ, গুপ্তিপাড়া থেকে কাটোয়া পর্যন্ত) প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ
(প্রকল্প মূল্য - ২৯১.৬৪ কোটি টাকা)

জুবিলি মোড় থেকে রুনাকুড়াঘাট পর্যন্ত সড়কের প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ
(প্রকল্প মূল্য - ২০৫.২০ কোটি টাকা)

রঘুনাথপুর–চেলিয়ামা সড়কের (ট্রাফিক মোড় থেকে পাকুড়ি মোড় পর্যন্ত) প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ
(প্রকল্প মূল্য - ১৮২.৭১ কোটি টাকা)

আরামবাগে দ্বারকেশ্বর নদীর উপর কালিপুর থেকে দৌলতপুর সংযোগকারী নতুন সেতু নির্মাণ
(প্রকল্প মূল্য - ৩৭৫.৭৮ কোটি টাকা)

সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্পে NH-12 -এর বারাসত–কৃষ্ণনগর–বহরমপুর অংশে ২০টি ভেহিকুলার আন্ডারপাস (VUP)/লাইট ভেহিকুলার আন্ডারপাস (LVUP) নির্মাণ
(প্রকল্প মূল্য - ৭৬৭ কোটি টাকা)

সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্পে NH-12 -এর বহরমপুর–ফারাক্কা–রায়গঞ্জ–ডালখোলা অংশে ২৫টি ভেহিকুলার আন্ডারপাস (VUP)/লাইট ভেহিকুলার আন্ডারপাস (LVUP) নির্মাণ
(প্রকল্প মূল্য - ৬৯০ কোটি টাকা)

সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্পে NH-19 -এর বরওয়াড্ডা–পানাগড় অংশে ১২টি ভেহিকুলার আন্ডারপাস (VUP)/লাইট ভেহিকুলার আন্ডারপাস (LVUP) নির্মাণ
(প্রকল্প মূল্য - ২৭৭ কোটি টাকা)

সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্পে NH-১২-এর বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের মজবুতিকরণ
(প্রকল্প মূল্য - ৭৮ কোটি টাকা)

জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত



১৯ নং জাতীয় সড়কের পালসিট থেকে ডানকুনি অংশের ৬-লেন প্রশস্তিকরণ
(প্রকল্প মূল্য - ২১৯৩ কোটি টাকা)

ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর ওপর নির্মিত ৪-লেন বিশিষ্ট সেতু
(প্রকল্প মূল্য - ৫২১ কোটি টাকা)



উদ্বোধন করবেন

নিতিন গডকরী
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রক

এবং

শুভেন্দু অধিকারী
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ
সভাপতিত্বে

বৃহস্পতিবার, ২৬ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.৩০ টা, কোলাঘাট, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ

প্রকল্পগুলির প্রধান সুবিধাসমূহ

- নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন স্থানীয় যাতায়াত নিশ্চিত করতে NH-12 ও NH-19 এর উপর ৫৭টি ভেহিকুলার আন্ডারপাস (VUP)/লাইট ভেহিকুলার আন্ডারপাস (LVUP) নির্মাণ
- NH-116B-এর উপর রামনগর বাইপাস নির্মাণে শহরের যানজট হ্রাস ও যান চলাচল সুগম
- দ্রুত ও সর্ব ঋতুতে নির্বিঘ্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে নরঘাট ও দ্বারকেশ্বর নদীর উপর ২টি বৃহৎ সেতু নির্মাণ
- দুই লেনের সড়ক উন্নয়ন ও বাইপাস নির্মাণের মাধ্যমে যাত্রার সময়ে আধ ঘণ্টা সাশ্রয়
- NH-12, NH-19 এবং রাজ্য সড়কের দুর্ঘটনাপ্রবণ অংশগুলিতে নিরাপদ যাত্রা
- দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুর ও বকখালিতে পর্যটন ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসার
- ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী গোয়াই নদী চেকপোস্ট পর্যন্ত আন্তঃরাজ্য পণ্য পরিবহণে সময়ের সাশ্রয়





গৌরবময় উপস্থিতি

অজয় টামটা
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রক

শান্তনু ঠাকুর
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, বন্দর, জাহাজ এবং জলপথ মন্ত্রক

সুকান্ত মজুমদার
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক

হর্ষ মালহোত্রা
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রক

মাননীয় সাংসদ

শমীক ভট্টাচার্য
ডা. শর্মিলা সরকার
খগেন মুর্মু
জগন্নাথ সরকার
কীর্তি আজাদ ঝা
সামিরুল ইসলাম

অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়
জ্যোতির্ময় সিং মাহতো
ইশা খান চৌধুরী
মহুয়া মৈত্র
কার্তিক চন্দ্র পাল
বিশ্বজিৎ সিনহা (রাহুল সিনহা)

সৌমেন্দু অধিকারী
অরূপ চক্রবর্তী
খলিলুর রহমান
সৌগত রায়
পার্থ ভৌমিক
রুক্মিণী মল্লিক

জুন মালিয়া
বাপী হালদার
রচনা ব্যানার্জী
ইউসুফ পাঠান
মহম্মদ নাদিমুল হক
সুখেন্দুশেখর রায়

অসিত কুমার মাল
শত্রুঘ্ন প্রসাদ সিন্‌হা
সৌমিত্র খাঁ
বাবুল সুপ্রিয় বরাল
ডেরেক ও'ব্রায়ান
রাজীব কুমার

শতাব্দী রায়
মিতালি বাগ
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়
মমতাবালা ঠাকুর
দোলা সেন
সাগরিকা ঘোষ

CBC 37107/13/0027/2627

FOR LIVE STREAMING : www.facebook.com/nitingadkary https://twitter.com/nitin_gadkari www.youtube.com/c/NitinGadkariOfficial

শুধু সড়কই নয়, জাতি গঠনে রত

দিল্লির বাতাসে দূষণের দাপট

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর রাজধানী দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় বায়ুদূষণের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। শীত বা।ার পাশাপাশি শহরের বাতাসের গুণমানও ' খারাপ পর্যায়ে রয়েছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ-এর তথ্য অনুযায়ী,বুধবার আনঃদ বিহার ও অক্ষরধাম মঃিদর সংলগ্ন এলাকায় বায়ুর গুণমান সূচক (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বা AQI) ৩২৭। দুই এলাকাতেই বাতাসের মান 'অতি খারাপ' পর্যায়ে রয়েছে। অন্যদিকে, ইন্ডিয়া গেট ও কর্তব্যপথ সংলগ্ন এলাকায় এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স রেকর্ড হয়েছে ১৬১। সিপিসিবি-র শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী, এই এলাকার বাতাসের মান ' মাঝারি পর্যায়ে রয়েছে।রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বায়ুদূষণের মাত্রায় এই পার্থক্য দিল্লির দূষণ পরিস্থিতির আঞ্চলিক বৈষম্যকেই সামনে এনেছে।

বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে চিঠি লিখলেন আদিত্য ঠাকরে



মুম্বই, ২৫ নভেম্বর ঃ বুধবার মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফানবিশকে চিঠি লিখে পুনের চাকন এমআইডিসি এবং হিঞ্জওয়াড়ি আইটি পার্কের সমস্যাগুলির সমাধানের দাবি জানিয়েছেন শিবসেনা (উদ্ধব বালাসাহেব ঠাকরে) বিধায়ক আদিত্য ঠাকরে ।চাকন এমআইডিসি এবং হিঞ্জওয়াড়ি আইটি পার্ক এলাকায় যানজট, বেহাল রাস্তা, অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ, জলের অভাব এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো সমস্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সাধারণ নাগরিক, ও কর্মচারীরা ।এই সমস্যাগুলির সমাধানে সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিক, স্থানীয় প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অবিলম্বে একটি বৈঠক ডাকার অনুরোধ জানিয়েছেন বিধায়ক আদিত্য ঠাকরে ।এদিন আদিত্য ঠাকরে তাঁর সমাজ মাধ্যম এক্স - এ শেয়ার করেন। চিঠিতে তিনি বলেন, এই সমস্যাগুলি নিয়ে এর আগেও বহুবার আঃদোলন হয়েছে কিন্তু আশ্বাস সত্ত্বেও সমস্যাগুলির কোনও সমাধান হয়নি। তাই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে পুনরায় সমস্যার কথা মনে তুলে ধরা হয়েছে।

বলনি দ্বীপপুঞ্জ সংলগ্ন এলাকায় ৫.৯ মাত্রার ভূমিকম্প



বলনি দ্বীপপুঞ্জ, ২৫ নভেম্বর ঃদক্ষিণ মহাসাগরের বলনি দ্বীপপুঞ্জ সংলগ্ন অঞ্চলে ভূমিকম্পে কাঁপলো বুধবার। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা সংস্থা (ইউএসজিএস)-এর প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৯। ভূমিকম্পটির উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে।ইউএসজিএস জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক সময় অনুযায়ী ২৫ নভেম্বর রাত ১টা ৩৮ মিনিট ৪৪ সেকেন্ডে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। সংস্থার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এর কেন্দ্রস্থল ছিল দক্ষিণ অক্ষাংশ ৬৩.২৩৩ ডিগ্রি এবং পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ১৭১.০৫৪ ডিগ্রিতে। ভূমিকম্পের কেন্দ্র বলনি দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চলে অবস্থিত বলে চিহ্নিত করেছে সংস্থাটি।ভূমিকম্পটির উৎসস্থল তুলনামূলকভাবে অগভীর হওয়ায় ঘটনাটি নজরে এসেছে। তবে এই কম্পনের জেরে কোনও প্রাণহানি, সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি কিংবা অন্য কোনও প্রভাব পড়েছে কি না, সে বিষয়ে এখনও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

সবুজ সংকেতে খুলল ঘরোয়া শেয়ার বাজার, ১৪৪৭ পয়েন্ট লাফাল সেনসেক্স

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর ঃ সপ্তাহের তৃতীয় কাজের দিন বুধবার বড়সড় উত্থানের মধ্য দিয়ে লেনদেন শুরু করল ঘরোয়া শেয়ার বাজার। এদিন বাজার খোলার পরই সেনসেক্স ১,৪৪৭ পয়েন্ট লাফিয়ে ৮৩,৮৫০-এর স্তরে পৌঁছে যায়। পাশাপাশি নিফটিও ৪০০ পয়েন্টের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ২৫,৭৭৫-এর স্তরে উঠে এসেছে।বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ (বিএসই)-এর সূচক সেনসেক্স প্রারম্ভিক লেনদেনে ১,৪৪৭.৫২ পয়েন্ট অর্থাৎ ১.৭৬ শতাংশ বেড়ে ৮৩,৮৮৩.৫১ পয়েন্টের স্তরে লেনদেন করছে। অন্যদিকে, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ



(এনএসই)-এর সূচক নিফটিও ৪২৭.১৫ পয়েন্ট অর্থাৎ ১.৬৯ শতাংশ বৃদ্ধির সঙ্গে ২৫,৭৭৬.৮০-এর স্তরে লেনদেন চালাচ্ছে।৩০টি শেয়ারের ওপর ভিত্তি করে তৈরি বিএসই সেনসেক্সের অন্তর্ভুক্ত সংস্থাগুলির মধ্যে এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক ৩.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধির সঙ্গে লেনদেন করছে। এছাড়া ইনফোসিস ৩.৪৩ শতাংশ, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক ৩.১৯ শতাংশ, বাজাজ ফাইন্যান্স ২.৬৫ শতাংশ, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক ২.১৩ শতাংশ এবং বাজাজ ফিনসার্ভ ২.০৯ শতাংশ দর বৃদ্ধির সাথে ঊর্ধ্বমুখী ধারায় রয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২৪ নভেম্বর গুরু নানক জয়ন্তীর ছুটির কারণে শেয়ার বাজার বন্ধ ছিল। এর আগে ২৩ নভেম্বর বড়সড় পতনের মধ্য দিয়ে বাজার বন্ধ হয়েছিল সেদিন সেনসেক্স ১,৪৮৩ পয়েন্ট পড়ে গিয়ে ৮২,৪৩৫-এর স্তরে এবং নিফটি ৪৫০ পয়েন্ট কমে ২৫,৩৪৯-এর স্তরে বন্ধ হয়েছিল।

বৃহস্পতিবার দেশব্যাপী হবে কংগ্রেসের সংবিধান রক্ষা পদযাত্রা

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বরঃ বৃহস্পতিবার সংবিধান দিবসে দেশজুড়ে সংবিধান রক্ষা পদযাত্রা-র ঘোষণা করেছে কংগ্রেস। এক বিবৃতিতে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল এই বিষয়ে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সব প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি নিজের রাজ্যে এই মিছিলের আযোজন করবে। তিনি এও জানান, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে লখনউয়ের পদযাত্রায় অংশ নেবেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ছাত্র, যুব সম্প্রদায়, কৃষক, শ্রমিক, মহিলা, দলিত, জনজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি), সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং নাগরিক সমাজের সবাইকে এই কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।বেণুগোপাল বলেন, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী দেশের সামনে ভোট চুরির প্রামাণ্য তথ্য তুলে ধরেছেন। তিনি অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ তদন্ত করার পরিবর্তে এই তথ্যগুলি খারিজ করে দিয়েছে। উল্টে বিরোধী দলনেতার কাছ থেকে হলফনামা চাওয়া হয়েছে। বেণুগোপাল এও বলেন, বিহার বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে কমিশন ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) শুরু করেছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই প্রক্রিয়া ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এবং তৃতীয় পর্যায়ে ১৬টি রাজ্য ও তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে প্রসারিত হয়েছে এই প্রক্রিয়া। বেণুগোপাল দাবি করেন, শুধুমাত্র বিহারের খসড়া ভোটার তালিকা থেকেই ৬৫ লক্ষেরও বেশি নাম বাদ দেওয়া হয়েছে এবং তিনটি পর্যায় মিলিয়ে বাদ পড়া নামের সংখ্যা ১৩ কোটিরও বেশি হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।বেণুগোপাল জানান, বৃহস্পতিবার সংবিধান রক্ষা পদযাত্রা-র সূচনা হবে ড. ভীমরাও আম্বেদকর অথবা মহাত্মা গান্ধীর মূর্তির পাদদেশ থেকে। সেখানে মনীষীদের শ্রদ্ধা নিবেদনের পর কংগ্রেস কর্মী এবং সাধারণ মানুষ সমবেতভাবে সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করবেন। এরপর সংবিধান রক্ষার শপথ নেওয়া হবে। এই মিছিলের মাধ্যমে ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধের সাংবিধানিক মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হবে।

২০২৭-এ বিজেপিই জিতবে, ফের উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হবেন যোগী আদিত্যনাথঃমনোজ তিওয়ারি

জৌনপুর, ২৫ নভেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের জৌনপুরে দেব দীপাবলি উপলক্ষে মঙ্গলবার গভীর রাতে পৌঁছন দিল্লির বিজেপি সাংসদ তথা ভোজপুরি গায়ক ও অভিনেতা মনোজ তিওয়ারি। সেখানে শ্রী শীতলা চৌকিয়া ধামে মা শীতলার দর্শন ও পুজো করেন তিনি। পাশাপাশি, প্রদীপ প্রজ্বলন করে সকলের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করেন।এদিন মনোজ তিওয়ারি বলেন, গত কয়েক বছর ধরেই চৌকিয়া মাইয়ার দরবারে দেব দীপাবলি উদযাপন করা হচ্ছে। এখানকার পুকুরটি অত্যন্ত সুন্দর।



তিনি জানান, জৌনপুরে আসার আগে কাশীতেও গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গা আরতিতে অংশ নেন। বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থীর সমাগম হওয়ায় সেখানে বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল। মনোজ তিওয়ারি আরও বলেন, শীতলা চৌকিয়া মাইয়ার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর বর্ষিত হয়। তিনি প্রতি বছরই মায়ের দরবারে আসেন এবং আগামী দিনেও আসা অব্যাহত রাখবেন।২০২৭ সালের উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি দাবি করেন, আগামী নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) জয়লাভ করবে এবং যোগী আদিত্যনাথ ফের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হবেন। অন্যদিকে, আজমগড়ের অত্রৌলিয়া বিধানসভা কেন্দ্রকে ঘিরে চলা রাজনৈতিক আলোচনা প্রসঙ্গে মনোজ তিওয়ারি বলেন, পরিবারে ছোটখাটো মতপার্থক্য থাকতেই পারে। আলোচনার মাধ্যমে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

হিজাব ছাড়া গান পরিবেশনে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সরব তসলিমা

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর ঃ হিজাব ছাড়া গান পরিবেশনের ভিডিওকে কেন্দ্র করে ইরানে উদ্ভুত ঘটনার কড়া সমালোচনা করলেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন।তাঁর মতে, এটি ধর্মের নামে রাষ্ট্রীয় নির্যাতন। একজন নারীর শরীর, কণ্ঠস্বর ও শিল্পচর্চার ওপর ধর্মতান্ত্রিক শাসকদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার নিষ্ঠুর ঘটনা।শিল্পী পারাস্ত আহমাদি ও তাঁর দলের আরও চারজনকে সোমবার ৭৪ ঘা চাবুক মারা হয়েছে। তাঁদের ওপর ২ বছরের শিল্পচর্চা ও বিদেশভ্রমণের নিষেধাজ্ঞাও জারি করা হয়েছে। আদালতের অভিযোগ ছিল অনলাইনে ' অশ্লীল ও অনৈতিক বিষয়বস্তু' প্রকাশ করে জনশালীনতা লঙ্ঘন। ঘটনাটি পারাস্ত আহমাদির হিজাব ছা।া গান পরিবেশনের ভিডিওকে কেন্দ্র করে।তসলিমা লিখেছেন, একজন নারী গান গেয়েছেন। নিজের চুল ঢাকেননি। নিজের পছন্দের পোশাক পরেছেন। এই স্বাভাবিক কাজগুলোর জন্য তাঁর শরীরে চুয়াত্তরবার চাবুক চালানো হয়েছে। যে শাসনব্যবস্থা গানকে অশ্লীল বলে, অথচ মানুষের শরীরে চাবুক চালানোকে অনুমোদন দেয়, তার নৈতিকতার দাবিকেই প্রশ্ন করতে হবে। আদালতের সিলমোহর নির্যাতনকে ন্যায়বিচারে পরিণত করে না।ইরানের বাধ্যতামূলক হিজাবের সঙ্গে নারীর স্বাধীন পছন্দের সম্পর্ক কোথায়? কোনও পোশাক প্রত্যাখ্যান করলে যদি রাষ্ট্র শাস্তি দেয়, তবে সেই পোশাকের বিধান সরাসরি আনুগত্য আদায়ের ব্যবস্থা। এখানে ধর্মীয় বিধানকে ব্যবহার করা হচ্ছে নারী কী পরবেন, কী করবেন, কোথায় তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যাবে- সব নির্ধারণ করার জন্য।নারীর নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারটিই কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।তাঁর সঙ্গে কাজ করা শিল্পীদের শাস্তি দেওয়ার মধ্যেও আমি বিচ্ছিরিরকম ভয় দেখানোর চেষ্টা দেখি। একজন নারী নিষেধ অমান্য করলে তাঁর সঙ্গে কাজ করাও বিপজ্জনক করে তোলা হচ্ছে। এভাবে তাঁকে একা করে দেওয়া সহজ হয় অন্য শিল্পীরাও কাজ করার আগে শাস্তির কথা ভাবতে বাধ্য হন।এই ঘটনায় শুধু দুঃখ প্রকাশ যথেষ্ট বলে মনে করি না। পারাস্ত ও তাঁর সহকর্মীদের বিরুদ্ধে রায় বাতিল, তাঁদের শিল্পচর্চা ও চলাচলের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, ক্ষতিপূরণ এবং নির্যাতনের জন্য দায়ীদের জবাবদিহি দাবি করা দরকার। একই সঙ্গে বাধ্যতামূলক হিজাব এবং চাবুক মারার শাস্তি বিলোপের দাবি জোর গলায় তুলতে হবে। ধর্মীয় বিধানকে মানুষের অধিকার ও মর্যাদার মানদণ্ডে বিচার করতে হবে।নারীর শরীরের মালিক নারী। তাঁর কণ্ঠস্বরের মালিকও তিনি। ধর্মগুরু, বিচারক কিংবা রাষ্ট্রের হাতে এই মালিকানা তুলে দেওয়া যায় না।

বাংলা ছবি বাঁচাতে সরকারি সিদ্ধান্ত কতটা সহায়ক, প্রশ্ন তা নিয়ে

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর ঃ প্রতিটি সিনেমা হলে প্রাইম টাইমে অন্তত একটি বাংলা ছবি রাখা বাধ্যতামূলকের সিদ্ধান্তে কি হাল ফিরবে বাংলা ছবির? এই প্রশ্নে মানুষ দু'ভাগ।নেটনাগরিক দয়াময় চ্যাটার্জির মতে, জেলায় জেলায় বিশেষত শহর অঞ্চল বাদে এবং শহর অঞ্চল সহ সিনেমা হলগুলিই তো বন্ধ সেইগুলোকে আগে পুনরায় চালু করার ব্যবস্থা নেযা.হোক। তবেই এই সিদ্ধান্ত সঠিক বলে বিবেচিত হবে। সিদ্ধান্ত অবশ্যই সাধুবাদযোগ্য। অনেকে এ ব্যাপারে সরকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক অত্যন্ত ইতিবাচক বললেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। তাঁর কথায়, ' প্রাইম টাইমের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তবে এ বার সেটিকে আরও কার্যকর ভাবে বাস্তবায়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।' এ দিন বৈঠকে গঠন হয় একটি কমিটি। ২৭ নভেম্বর রাজ্য সরকারের সঙ্গে হবে পরবর্তী বৈঠক।প্রসঙ্গত, মুক্তির দিন থেকেই বক্স অফিসে সারা ফেলেছে ' বামাক্ষ্যাপা'। হঠাই বাধ সাধেন হল মালিকেরা। শুক্রবার, ২৭ নভেম্বর রিলিজ করছে রাজশ্রী প্রোডাকশনের ছবি ' প্রেম মোল লিয়া'। ফলে হল মালিকদের একাংশ সিদ্ধান্ত নেন, তাঁদের হল থেকে ' বামাক্ষ্যাপা'র শো তুলে নেওয়া হবে।কলাকুশলী থেকে শুরু করে অনেকে প্রশ্ন তোলেন, এত ভালো ব্যবসা



দেওয়ার পরেও কেন এমন সিদ্ধান্ত? ভেবেই মাথায় হাত ছবির।এ নিয়ে উষ্মাপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে সমস্যা সমাধানের পথ বাতলান মুখ্যমন্ত্রী। জানান নযা সিদ্ধান্ত। বৈঠকে হল মালিকদের উদ্দেশে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, রাজ্যের প্রতিটি সিনেমা হলে প্রাইম টাইমে অন্তত একটি বাংলা ছবি রাখা বাধ্যতামূলক। অর্থা, সব প্রেক্ষাগৃহে দুপুর ৩টে থেকে রাত ৯টার মধ্যে বাংলা ছবির একটা করে শো চালাতেই হবে। অন্য ভাষার ছবি প্রদর্শনে কোনও বাধা নেই, তবে বাংলা ছবির জন্য নির্দিষ্ট প্রাইম টাইম শো নিশ্চিত করতেই হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।বৈঠক প্রসঙ্গে অভিনেতা-বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ বলেন, ' সংস্কৃতি বাঁচাতে এই সরকার চিন্তাভাবনা করছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রাইম টাইমেই শো চলবে। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, বামাক্ষ্যাপার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতেই হবে। আপাতত ৫১টি সিনেমা হল রাজ্য সরকার তৈরি করবে। সংস্কারও হবে বেশ কিছু হলের। পরে সিনেমা হলের সংখ্যা আরও বাড়বে।'

মুখ্যমন্ত্রীর ভৎর্সনার পরই তৎপর ইবি, শিয়ালদহের কোলে মার্কেটে আচমকা অভিযান চালিয়ে খতিয়ে দেখা হলো বাজারদর

কলকাতা, ২৫ নভেম্বরঃবাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর তীব্র অসন্তোষ ও ভর্সনার পরই নড়েচড়ে বসল এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ (ইবি)। বুধবার সকালে ইবি-র একটি বিশেষ দল শিয়ালদহের কোলে মার্কেটে আচমকা অভিযান চালায় এবং বাজারের সার্বিক পরিস্থিতি ও পণ্যের দামের ওপর কড়া নজরদারি চালায়।বুধবার সকালে ইবি আধিকারিকরা প্রথমেই পাইকারি বিক্রেতাদের কাছে পৌঁছান। তাঁরা পেঁয়াজ ও রসুন-সহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর পাইকারি গুদামগুলি পরিদর্শন করেন এবং বিক্রয় মূল্যের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন। এই সময় আধিকারিকরা বিক্রেতাদের পাশাপাশি বাজারে আসা ক্রেতা ও সাধারণ মানুষের সঙ্গেও কথা বলেন। এরপর ইবি-র দলটি খুচরো বাজারও পরিদর্শন করে এবং পাইকারি ও খুচরো দামের মধ্যে ঠিক কতটা ফারাক রয়েছে, তা খতিয়ে দেখে।পরিদর্শন চলাকালীন প্রায় সমস্ত বিক্রেতাই স্বীকার করে নেন যে, গত ১০ দিনে জিনিসপত্রের দাম অনেকটাই বে।ছে। তবে এই মূল্যবৃদ্ধির নেপথ্যে সঠিক কারণ কী, তা কেউ স্পষ্টভাবে জানাতে পারেননি। ব্যবসায়ীদের একাংশের দাবি, কেবল বাজার পরিদর্শন করলে সমস্যার সমাধান হবে না যতক্ষণ না মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ চিহ্নিত করা যাচ্ছে, ততক্ষণ দামে লাগাম টানা সম্ভব নয়। অন্যদিকে, এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, বাজারে কৃত্রিম অভাব তৈরি করতে বেআইনিভাবে পণ্য মজুত (কালোবাজারি) করা হচ্ছে কি না, সে বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।উল্লেখ্য, মঙ্গলবার রাজ্য সচিবালয় ' আয়োজিত এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি ইবি আধিকারিকদের ভর্সনা করে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যেকোনো মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগে পর্যন্ত পাইকারি বাজারে যে চিনি ৫০ থেকে ৫৫ টাকা প্রতি কেজি দরে বিক্রি হচ্ছিল, তা হঠাই বেড়ে ৬৫ টাকায় পৌঁছে গিয়েছে। ভোজ্য তেলের পরিস্থিতিও যথেষ্ট উদ্বেগজনক ১৫০ টাকা প্রতি লিটার দরে বিক্রি হওয়া সরষের তেল খোলা বাজারে ২১০ থেকে ২৩০ টাকা প্রতি লিটার পর্যন্ত দামে বিক্রি হচ্ছে। এর পাশাপাশি আলু এবং সবুজ শাকসবজির দামও অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। নিত্যপণ্যের দামে এই অপ্রত্যাশিত উল্লম্ফনের বিষয়টি নজরে আসার পরই মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

পুয়ের্তো রিকোর জেনিফার ব্যারেটোর মাথায় উঠল মিস ইউনিভার্স ২০২৬-এর মুকুট



সান জুয়ান (পুয়ের্তো রিকো), ২৫ নভেম্বর ঃ মিস ইউনিভার্স ২০২৬-এর খেতাব জিতলেন পুয়ের্তো রিকোর ২৭ বছর বয়সি জেনিফার ব্যারেটো। সান জুয়ানে আয়োজিত প্রতিযোগিতার ৭৫তম আসরে ১১৬টি দেশের প্রতিযোগীরা অংশ নিলেও, জেনিফার তাঁর প্রতিভা ও দক্ষতার মাধ্যমে সবাইকে পেছনে ফেলে দেন। তাঁকে মুকুট পরিয়ে দেন ২০২৫ সালের মিস ইউনিভার্স বিজয়ী মেক্সিকোর ফাতিমা বশ । পুয়ের্তো রিকোর সান জুয়ানের হোসে মিগুয়েল অ্যাগ্রেলট কলেজিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবারের প্রতিযোগিতা।তবে এবছর ৭৫তম বর্ষ উপলক্ষে একটি বিশেষ মুকুটও উন্মোচন করা হয়। 'দ্য রেডিয়েন্স অফ অ্যান ইটারনাল লিগ্যাসি' নামের এই মুকুটটি জুয়েলারি ডিজাইনার জর্জ ভিটালস প্যারিসের জুয়েলারি হাউস 'মেসন ডি'অর'-এর সঙ্গে যৌথভাবে তৈরি করা হয়েছে । ১৮ ক্যারেট হোয়াইট গোল্ড দিয়ে তৈরি এই মুকুটে ৩,১৫০টি হিরে বসানো হয়েছে। তবে এবারের প্রতিযোগিতা কেবল তার জাঁকজমকের জন্যই নয়, বরং নানা বিতর্কের কারণেও আলোচনায় ছিল। ভিসা সংক্রান্ত জটিলতা এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি বিরোধের জেরে কয়েকটি দেশের প্রতিযোগীকে প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়াতে হয়। পাশাপাশি, ইজরায়েলের প্রতিযোগীর ন্যাশনাল কস্টিউম বা জাতীয় পোশাক ঘিরেও সমাজ মাধ্যমে তৈরি হয় জল্পনা ।এবছর ভারতের কেরলমের ১৯ বছর বয়সি কাজিয়া লিজ মেজো প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। তিনি সেরা ৩০-এ (টপ-৩০) জায়গা করে নিয়ে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন, তবে সুইমস্যুট রাউন্ডের পর শেষ হয় তাঁর যাত্রা । মডেল হওয়ার পাশাপাশি আইনের ছাত্রী কাজিয়া চলতি বছরেই মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়ার খেতাব জিতেছিলেন। এই কৃতিত্ব অর্জনকারী কেরলমের প্রথম নারী ছিলেন তিনি। এর আগে ২০২৪ সালে তিনি মিস টিন ডিভা খেতাব জিতেছিলেন এবং ২০২৫ সালে মিস টিন ইন্টারন্যাশনাল প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে ফার্স্ট রানার-আপ হয়েছিলেন তিনি ।

কংগ্রেস নেতা মিলন প্রধানের অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ বাড়ালো না কলকাতা হাইকোর্ট, শুক্রবারের মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর ঃ নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের মামলায় কড়া অসন্তোষ প্রকাশ করে তাঁর অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ বাড়াতে অস্বীকার করল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চ তাঁকে আগামী শুক্রবার (২৭ নভেম্বর) পর্যন্ত আত্মসমর্পণের কা। নির্দেশ দিয়েছে।শুনানির সময় আদালত এই বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে যে, অন্তর্বর্তী জামিনের বর্ধিত মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মিলন প্রধান আত্মসমর্পণ না করে ফের জামিনের আবেদন জানিয়েছেন। বিচারপতি ঘোষ নির্দেশ দেন যে, তাঁকে ২৭ নভেম্বরের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতেই হবে, যার পর তিনি রেগুলার বেঞ্চের কাছে জামিনের জন্য আবেদন করতে পারেন।উল্লেখ্য, উপনির্বাচনের ঠিক আগে ছ'টি পুরনো মামলায় মিলন প্রধানকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। গত ২৯ সেপ্টেম্বর বিচারপতি ঘোষ এই সব মামলায় তাঁকে তিন সপ্তাহের অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছিলেন এবং প্রথমে ২১ অক্টোবরের মধ্যে হলদিয়া আদালতে আত্মসমর্পণ করতে বলেছিলেন। হাইকোর্টের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল, কিন্তু শীর্ষ আদালত তাঁর অন্তর্বর্তী জামিন বহাল রাখে। এরপর ২০ অক্টোবর হাইকোর্ট শর্তসাপেক্ষে তাঁর জামিনের মেয়াদ ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়। বুধবার এই মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় আদালত তা আর বাড়াতে অস্বীকার করে।পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুর থেকে ১৯ বছর পুরনো মামলায় মিলন প্রধানকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ২০০৭ সালের জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনের সময় তাঁর বিরুদ্ধে নন্দীগ্রাম থানায় খুন, খুনের চেষ্টা, বেআইনি জমায়েত এবং লুটতরাজ-সহ তিনটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এ ছাড়া খেজুরি থানায়ও তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে। যদিও বিরোধী দলগুলির অভিযোগ ছিল, নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ভবানীপুরের পাশাপাশি নন্দীগ্রাম আসনেও জয়লাভ করেছিলেন, যার পর তিনি নন্দীগ্রাম আসনটি ছো। দেন। সেখানে ৬ অক্টোবর উপনির্বাচন হয় এবং ৯ অক্টোবর ভোটগণনার পর বিজেপি প্রার্থী তথা শুভেন্দু অধিকারীর প্রয়াত ব্যক্তিগত সহকারী চন্দ্রনাথ রথের মা হাসিরানি রথ জয়ী হন। উপনির্বাচন মিটে যাওয়ার পরও কংগ্রেস প্রার্থী আত্মসমর্পণ না করায় এবার হাইকোর্ট কড়া অবস্থান নিয়ে শুক্রবার পর্যন্ত শেষ সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে।

গোহত্যা ও গরু পাচার রুখতে কড়া বার্তার আবহে ঘাটালে উদ্ধার ৮টি গরু, গ্রেফতার ৩

ঘাটাল, ২৫ নভেম্বর ঃ গরু পাচারের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেল পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে একটি গাড়ি থেকে আটটি গরু উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় গাড়িচালক, গাড়ির মালিক-সহ মোট তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে ঘাটালের দেওয়ানচক গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিচক এলাকায় গাড়িতে করে গরু পাচারের খবর আসে পুলিশের কাছে। খবর পাওয়ার পরই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ঘাটাল থানার পুলিশ। অভিযানে নেতৃত্ব দেন থানার ওসি তিমির লেট।পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে গাড়িচালক, গাড়ির মালিক এবং আরও এক ব্যক্তিকে আটক করে। পরে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়

পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

৩ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 351 Thursday, 26 November, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৩৫১ সংখ্যা ✱ ৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার, ২৬ নভেম্বর ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

ঋতব্রত তৃণমূলের মাথায় মুখ্যমন্ত্রীর হাত রয়েছে', দাবি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর



নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ নভেম্বর ঃ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে ধরাশায়ী হয়েছে তৃণমূল। নির্বাচনের পর থেকেই একদা শাসকদলের অন্দরে ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে ভাঙনের ছবি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঋতব্রত শিবিরের সংঘাত ঘিরে উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। এরই মধ্যে ঋতব্রত শিবিরকে নিশানা করে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, ঋতব্রতদের মাথায় রয়েছে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর হাত। মন্ত্রীর এই বক্তব্যের ভিডিও ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল। যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। এমনকী, এই মন্তব্য অস্বস্তিতে ফেলেছে তাঁর নিজের দলকেও, এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ।সম্প্রতি ফেসবুকে ওই ভিডিওটি পোস্ট করেন সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ। বিধাননগরে দলীয় কর্মীদের নিয়ে বৈঠকে শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যের একটি অংশ তুলে ধরে তিনি ক্যাপশনে লেখেন, বিধাননগরে দলীয় কর্মীদের নিয়ে বৈঠকে শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যের কিছুটা অংশ। আমার শুনে বেশ ভালো লাগল। আপনাদের কেমন লাগল জানাবেন। ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসতেই তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয় আলোচনা।ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে শারদ্বতকে বলতে শোনা যায়, একটা মৃত তৃণমূল। আরেকটা ঋত তৃণমূল। মৃত তৃণমূল মমতা বঃ দ্যাপাধ্যায়ের। যা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। আর ঋতব্রত তৃণমূলের মাথায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত আছে বলে চলছে। যেদিন হাত সরিয়ে নেবে, সেদিন ও শেষ হয়ে যাবে। এখানেই থেমে থাকেননি স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তাঁর আরও দাবি, মুখ্যমন্ত্রী এমনিই বলেননি যে, চাইলে ২৮০ জনের সমর্থন পাবেন।উল্লেখ্য, ঋতব্রত শিবির নিজেদের বিরোধী শিবির হিসেবে তুলে ধরলেও তাদের পিছনে বিজেপির সমর্থন রয়েছে বলে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ করে আসছে কালীঘাট তৃণমূল। তাদের দাবি, সেই কারণেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোনীত বিরোধী দলনেতা শোভন চট্টোপাধ্যায়ের নাম খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল। পরিবর্তে বিরোধী দলনেতার পদে বসানো হয় ঋতব্রতকে। এবার স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে কালীঘাট তৃণমূলের সেই অভিযোগই যেন নতুন করে গুরুত্ব পেল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য ঘিরে কিছুটা অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপিও। বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, আমি যেটুকু বুঝেছি সেটা হল, আমাদের বিরোধীরা এই মুহূর্তে অস্তিত্বহীন সেইটাই বলার চেষ্টা করছেন। বাকি উনি ঠিক কী বলতে চেয়েছেন সেটা ওঁর কাছ থেকেই শুনুন। অর্থাৎ, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের ব্যাখ্যা তাঁর কাছ থেকেই শুনতে চেয়েছেন সুকান্ত।অন্যদিকে, শারদ্বতের মন্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ঋতব্রত শিবির। পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিধায়ক আখরুজ্জামান। তাঁর কথায়, শারদ্বত মুখোপাধ্যায় এবার দেখবেন বিরোধিতা কাকে বলে। অন্যদিকে, কালীঘাট তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষের দাবি, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের মধ্য দিয়েই ঋতব্রতদের মুখোশ খুলে গিয়েছে। সব মিলিয়ে, নির্বাচনের পর তৃণমূলের অন্দরে চলতে থাকা দ্বন্দ্বে নতুন মাত্রা যোগ করল শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য। ঋতব্রত শিবিরের রাজনৈতিক অবস্থান, তাদের পিছনে কার সমর্থন রয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক-সবকিছু নিয়েই ফের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ভাইরাল ভিডিও ঘিরে শাসক ও বিরোধী-দুই শিবিরেই যে অস্বস্তি বেড়েছে, তা স্পষ্ট।

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাননি? বঞ্চিত মহিলাদের জন্য বড় উদ্যোগ বিজেপি বিধায়কের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ নভেম্বর ঃ অন্নপূর্ণা যোজনায় আবেদন করেও এখনও অ্যাকাউন্টে ঢোকেনি টাকা? পঞ্চায়েত থেকে বিডিও অফিস, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে ফর্ম জমা দিয়েও মেলেনি প্রকল্পের আর্থিক সুবিধা। এমনই অভিযোগ দুর্গাপুরের পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা এলাকার বহু মহিলার। তাঁদের দাবি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অফলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়া হলেও সেই ফর্ম অনলাইনে



আপলোড করা হয়নি। ফলে আবেদন করেও সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকতে হচ্ছে তাঁদের। নতুন করে আবেদনের পোর্টালও বন্ধ থাকায় তৈরি হয়েছে আরও সমস্যা। এই পরিস্থিতিতে বঞ্চিত মহিলাদের পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নিলেন বিজেপি বিধায়ক জিতেঃদ্র তিওয়ারি। জমে থাকা আবেদনপত্রগুলি সংগ্রহ করে কলকাতায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। তবে তার জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট সময়সীমা। চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীদের ফর্ম জমা দিতে হবে। কোথায় এবং কখন জমা দিতে হবে, সেই বিষয়েও বিস্তারিত জানিয়ে দিয়েছেন বিধায়ক।বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারির ঘোষণা অনুযায়ী, পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা এলাকার যেসব মহিলা অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য আগে অফলাইনে আবেদন করেছিলেন, অথচ এখনও তাঁদের আবেদনপত্র অনলাইনে আপলোড হয়নি, তাঁরাই এই উদ্যোগের সুবিধা নিতে পারবেন। তাঁর দাবি, বহু মহিলা পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ এবং বিডিও অফিসে গিয়ে আবেদনপত্র জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেই ফর্মগুলি সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর থেকে অনলাইনে আপলোড করা হয়নি। ফলে আবেদনকারীদের নাম প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং তাঁরা আর্থিক সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হয়েছেন।বিধায়কের বক্তব্য, কারও আবেদনপত্র এখনও সরকারি দপ্তরে পড়ে রয়েছে, আবার অনেকের জমা দেওয়া ফর্মের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকী, কিছু আবেদনকারীর ফর্ম বাড়িতেই রয়ে গিয়েছে। এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যেই এবার বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগে অফলাইনে জমা দেওয়া আবেদনপত্রগুলি নতুন করে সংগ্রহ করে একত্রিত করা হবে। এরপর সেগুলি কলকাতায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন তিনি। এর ফলে আবেদনকারীদের সমস্যার বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন বিজেপি বিধায়ক। কোথায় জমা দিতে হবে আবেদনপত্র? বিধায়ক জানিয়েছেন, পাণ্ডবেশ্বরের হরিপুর বিধায়ক সেবা কেন্দ্র এবং দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের সরপি সেবা কেন্দ্রে আবেদনপত্র জমা নেওয়া হবে। বুধবার থেকে আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত মোট ছয় দিন এই আবেদনপত্র সংগ্রহের কাজ চলবে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত নির্দিষ্ট দুই কেন্দ্রে গিয়ে ফর্ম জমা দিতে পারবেন সংশ্লিষ্ট মহিলারা।তবে এই উদ্যোগের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি। যাঁরা আগে অফলাইনে ফর্ম জমা দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের আবেদন অনলাইনে আপলোড হয়নি, শুধুমাত্র তাঁরাই পুরনো আবেদনপত্র নিয়ে এই দুই কেন্দ্রে যোগাযোগ করবেন। অন্যদিকে, যাঁরা ইতিমধ্যেই অনলাইনে অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য আবেদন করেছেন, তাঁদের নতুন করে কোনও ফর্ম জমা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ, অনলাইনে আবেদন করা থাকলে ফের আবেদন করার দরকার নেই বলে জানিয়েছেন বিধায়ক। সব মিলিয়ে, অন্নপূর্ণা যোজনায় আবেদন করেও আর্থিক সুবিধা না পাওয়া মহিলাদের জন্য নতুন করে আশার আলো দেখাচ্ছে এই উদ্যোগ। বিশেষ করে যাঁদের আবেদনপত্র সরকারি দপ্তরে জমা পড়ে থাকলেও অনলাইনে নথিভুক্ত হয়নি, তাঁদের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যেই এই পদক্ষেপ। তবে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আবেদনপত্র জমা দেওয়া জরুরি। তাই পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা এলাকার যেসব মহিলা আগে অফলাইনে আবেদন করেছিলেন অথচ এখনও প্রকল্পের সুবিধা পাননি, তাঁদের আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে হরিপুর অথবা সরপি সেবা কেন্দ্রে যোগাযোগ করার কথা জানানো হয়েছে। এবার এই আবেদনপত্রগুলি কলকাতায় পাঠানোর পর বঞ্চিত মহিলাদের সমস্যার কতটা সমাধান হয়, সেদিকেই নজর থাকবে।তারিখটি স্পষ্ট করে লিখুনআবেদনের যোগ্যতা আলাদা করুন

কড়া হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর!

'অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের যে পথে ঢুকেছে, সেই পথেই ফেরত পাঠাতে হবে'

নিজস্ব সংবদাতা, কোচবিহার, ২৫ নভেম্বর ঃ বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে এবার কড়া অবস্থানের কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে যে পথ দিয়ে তাঁরা ভারতে প্রবেশ করেছেন, সেই পথেই তাঁদের ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দিলেন তিনি। বুধবার কোচবিহারের এমজেএন স্টেডিয়ামে রাসমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে এই বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু বক্তব্য রাখাই নয়, এ বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার মণীশ যোশীকেও একাধিক নির্দেশ দেন তিনি। একই সঙ্গে শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করে দেন শুভেন্দু। এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই জেলায় বাংলাদেশ থেকে অবৈধ মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে। যে রাস্তা দিয়ে এসেছে, ওই রাস্তা দিয়ে বের করে দিতে হবে। তাড়াতে হবে। যাঁরা ধর্ম বাঁচাতে এসেছেন, প্রাণ বাঁচাতে এসেছেন তাঁরা অনুপ্রবেশকারী নন। শরণার্থী। তাঁদের বাঁচাতে হবে। আশ্রয় দিতে হবে। অর্থাৎ, তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হলেও ধর্মীয় বা প্রাণের নিরাপত্তার কারণে আসা শরণার্থীদের আশ্রয় ও সুরক্ষা দিতে হবে। পুলিশ প্রশাসনকে সীমান্ত নিরাপত্তার বিষয়ে আরও সতর্ক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিএসএফের সঙ্গে সমন্বয় ও সম্পর্ক দৃঢ় করার উপরেও জোর দেন তিনি। বিএসএফের হাতে জমি হস্তান্তরের প্রসঙ্গ তুলে শুভেন্দু জানান, সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও মজবুত করতে হবে। তাঁর মতে, সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে অনুপ্রবেশের পাশাপাশি বিভিন্ন বেআইনি কাজকর্মের বিরুদ্ধেও প্রশাসনকে সক্রিয় হতে হবে। সীমান্ত এলাকার পরিস্থিতি নিয়েও এদিন

একাধিক নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, বর্ডার এলাকায় অবৈধ মাদ্রাসা, গাঁজা, নকল নোট, মাদক পাচার বন্ধ করতে হবে। সীমান্তবর্তী এলাকায় বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধ করতে পুলিশ ও প্রশাসনকে কড়া নজরদারি চালানোর বার্তা দেন তিনি। বিশেষ করে মাদক পাচার, জাল নোটের কারবার এবং অন্যান্য বেআইনি কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিএসএফের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার নির্দেশও দেন তিনি।এদিনের বক্তব্যে অতীতের একটি ঘটনাও তুলে ধরেন শুভেন্দু। বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন খাগড়াবাড়িতে তাঁর গাড়ির উপর হামলার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কড়া হুঁশিয়ারি দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, আমি অনেক সহ্য করেছি। খাগড়াবাড়িতে আমার গাড়ির উপর হামলা হয়েছিল। ছবিগুলো আমার কাছে সব আছে। এবার উন্নয়নও হবে। জবাবও হবে। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরেও রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। অতীতের হামলার প্রসঙ্গ তুলে তিনি যে এবার কোনওভাবেই বিষয়টি হালকাভাবে নিতে রাজি নন, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। রাসমেলার উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়েও বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে দুর্গাবাহিনী'কে সম্মান জানান তিনি। পাশাপাশি মহিলাদের অসম্মান বা তাঁদের উপর আক্রমণের চেষ্টা হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন। শুভেন্দু বলেন, যদি আমার একটি দিদি, বোন, কন্যার উপর আঙুল তোলে, তার আঙুলটা ভেঙে দিতে হবে। তাঁর এই বক্তব্যে মহিলাদের নিরাপত্তার প্রশ্নটি সামনে আসে। মহিলাদের উপর কোনও ধরনের আক্রমণ বা হেনস্তা বরদাস্ত করা হবে না বলেই স্পষ্ট বার্তা দেন তিনি।এদিন কোচবিহারের সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়েও নিজের পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলার গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর জোর দিয়ে গ্রামকে নগর' এবং নগরকে মহানগর' করে তোলার লক্ষ্যের কথা জানান তিনি। অর্থাৎ, গ্রামাঞ্চলে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর পাশাপাশি শহরগুলিকেও আরও উন্নত করে তোলার পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন শুভেন্দু। সব মিলিয়ে, রাসমেলার উদ্বোধনী মঞ্চকে কেন্দ্র করে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। একদিকে সীমান্তে অনুপ্রবেশ ও বেআইনি কার্যকলাপ রুখতে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ, অন্যদিকে শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার বার্তা-দুইয়ের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য তুলে ধরলেন তিনি। পাশাপাশি মহিলাদের নিরাপত্তা, অতীতের হামলার প্রসঙ্গ এবং কোচবিহারের উন্নয়ন নিয়েও নিজের অবস্থান জানালেন। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে আগামী দিনে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয় কি না, এখন সেটাই দেখার। সাম্প্রদায়িক ভাষা আরও নিরপেক্ষ করুনশিরোনামে দাবির উৎস স্পষ্ট করুন

কলকাতা পুরভোট নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা রাজ্যের!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ নভেম্বর ঃ কলকাতা পুরভোট নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা রাজ্যের! ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস মামলায় বহাল স্থগিতাদেশ, হাই কোর্টে ফেরানোর প্রস্তাবকলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত মামলায় আপাতত স্বস্তি পেল না রাজ্য সরকার। পুরভোট নিয়ে জট কাটার বদলে আরও কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে বলেই ইঙ্গিত দিল সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার এই মামলার শুনানিতে কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটি ফেরত পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। শুধু তাই নয়, ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কলকাতা পুরসভার নির্বাচন করা যাবে না বলেও জানানো হয়েছে। ফলে আপাতত কলকাতা পুরভোটের পথে বাধা থেকেই গেল। এদিন সুপ্রিম কোর্ট কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেয়নি। আগামী সোমবার ফের এই মামলার শুনানি হবে। সেদিন রাজ্য সরকারের বক্তব্য শোনার পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিতে পারে আদালত।বুধবার সকালেই সুপ্রিম কোর্টে ওঠে কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত মামলা। শুনানিতে বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ এবং প্রস্তাব ঘিরে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। সুপ্রিম কোর্টের তরফে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, মামলাটি কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে পাঠানো হোক। পাশাপাশি, হাই কোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চে যে মূল মামলাটি বিচারাধীন রয়েছে, সেটিও ডিভিশন বেঞ্চে স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ডিভিশন বেঞ্চ সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে নতুন করে সিদ্ধান্ত নিক, এমনটাই চাইছে সর্বোচ্চ আদালত। তবে এই প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়েছেন রাজ্যের আইনজীবী তথা সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য আগামী সোমবার ফের শুনানির দিন ধার্য হয়েছে।প্রসঙ্গত, রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার নির্বাচন নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল। রাজ্য সরকার ডিসেম্বরের মধ্যেই দুই পুরসভায় ভোট করাতে আগ্রহী ছিল বলে জানা যায়। সেই লক্ষ্যেই কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করা হয়। কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা ১৪৪ থেকে বাড়িয়ে ২০৯ করা হয়। অন্যদিকে, হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ডের ● এরপর ৬ পাতায়...

আমরা ভিখারি নই, নিজেদের ভাগ চাই', অখিলেশের ২৬ আসনের প্রস্তাবে ক্ষুব্ধ কংগ্রেস!

নয়াদিল্লি, ননম্বের ঃ উত্তরপ্রদেশে বিরোধী জোটের অন্দরে ফের প্রকাশ্যে এল কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টির সংঘাত। আসন সমঝোতা নিয়ে দুই শিবিরের মধ্যে তৈরি হয়েছে তীব্র অসন্তোষ। প্রথমে



কংগ্রেসকে মাত্র ২৬টি আসনে লড়ার প্রস্তাব। তার পরেও জোট আলোচনার নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই একতরফাভাবে পাঁচটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। আর তাতেই রীতিমতো ক্ষোভে ফুঁসছে হাত শিবির। কংগ্রেসের সাফ বক্তব্য, তারা কারও কাছে আসন ভিক্ষা চাইছে না, বরং জোটের মধ্যে নিজেদের ন্যায্য ভাগ চায়। উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস নেতা তথা সাহারানপুরের সাংসদ ইমরান মাসুদের মন্তব্য, আমরা ভিখারি নই।' পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হচ্ছে বুঝে এবার আসরে নেমেছেন স্বয়ং অখিলেশ। তাঁর দাবি, ২৬টি আসনের প্রস্তাব চূড়ান্ত নয়, বরং এটি আসন সমঝোতার প্রথম পর্যায়ের আলোচনা মাত্র। আগামী দিনে কংগ্রেসকে আরও আসন ছাড়ার বিষয়ে আলোচনা হবে।বস্তুত, কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টি দু'পক্ষই বিজেপির বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়াই করার কথা বলছে। প্রকাশ্যে দুই দলের নেতারাই জোটের প্রতি নিজেদের আন্তরিকতার কথা জানাচ্ছেন। কিন্তু আসন সমঝোতার প্রশ্নে ছবিটা একেবারেই আলাদা। আলোচনার টেবিলে বসতেই দুই শিবিরের মধ্যে মতপার্থক্য সামনে আসতে শুরু করেছে। সূত্রের খবর, উত্তরপ্রদেশে প্রথমে ১৮১টি আসনে লড়ার প্রস্তাব দিয়েছিল কংগ্রেস। পরে সেই দাবি কমিয়ে ১৩০টি আসনে লড়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট হয়নি সমাজবাদী পার্টি। উলটে কংগ্রেসকে মাত্র ২৬টি আসনে লড়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। অভিযোগ, সেই আসনগুলির অধিকাংশই এমন কেন্দ্র, যেখানে কংগ্রেসের জয়ের সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কম।সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক শক্তির জায়গা বলে পরিচিত রায়বরেলি ও আমেঠির মতো কেন্দ্রেও হাত শিবিরকে কোনও আসন ছাড়েনি সমাজবাদী পার্টি। স্বাভাবিকভাবেই এই ● এরপর ৬ পাতায়...

এজেসি বোস রোডের বহুতলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ নভেম্বর ঃ কলকাতায় বহুতলে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। বুধবার সকালে এজেসি বোস রোডের একটি বহুতলে আগুন লাগার ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়াল এলাকায়। বহুতলের দ্বিতীয় তলায় থাকা একটি কাপড়ের গুদাম থেকেই আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে বাড়ির অন্যান্য অংশেও। ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে ওঠে যে আতঙ্কিত হয়ে বহুতল থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা শুরু করেন বাসিঃদারা। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন। যুদ্ধকালীন তপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালাচ্ছেন দমকলকর্মীরা। তবে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কোনও হতাহত কিংবা ক্ষয়ক্ষতির নির্দিষ্ট খবর পাওয়া যায়নি।স্থানীয় সূত্রে খবর, এজেসি বোস রোডের ওই বহুতলের দ্বিতীয় তলায় একটি কাপড়ের গুদাম রয়েছে। বুধবার সকালে আচমকাই সেখান থেকে কালো ধোঁয়া বের হতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রথমে বিষয়টি বুঝতে না পারলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুনের ভয়াবহতা বাড়তে শুরু করে। দ্রুত খবর দেওয়া হয় দমকল বিভাগে। খবর পেয়েই প্রথমে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একটি ইঞ্জিন। কিন্তু দমকলকর্মীরা পৌঁছনোর আগেই আগুন বেশ খানিকটা ছড়িয়ে পড়েছিল। পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝে পরবর্তীতে আরও ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। বর্তমানে মোট পাঁচটি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজে নিযুক্ত রয়েছে। তবে আগুন নেভাতে গিয়ে বেশ কিছু সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে দমকলকর্মীদের। কারণ, যে বহুতলে আগুন লেগেছে, সেটি একটি সরু গলির মধ্যে অবস্থিত। ফলে বড় দমকলের গাড়ি নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছনো এবং আগুনের উসের কাছে পৌঁছনো বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিকল্প পদ্ধতিতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছেন দমকলকর্মীরা। বাইরে থেকে বিশাল পাইপের মাধ্যমে জল ছুড়ে আগুন নেভানোর কাজ চলছে। আগুন যাতে বহুতলের অন্য অংশে কিংবা আশপাশের বাড়িগুলিতে ছড়িয়ে না পড়ে, সেদিকেও বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে।অন্যদিকে, আগুনের কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়তেই বহুতলের বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক তৈরি হয়। অনেকেই প্রাণভয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুলিশ ও দমকলের আধিকারিকরা। এরপর যৌথ উদ্যোগে বহুতলের সমস্ত বাসিন্দাকে নিরাপদে বাইরে বের করে আনা হয়। ফলে এখনও পর্যন্ত বড়সড় প্রাণহানির ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। গোটা এলাকা ঘিরে রেখেছে পুলিশ। সাধারণ মানুষের ভিড় নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি উদ্ধার ও অগ্নিনির্বাপণের কাজে যাতে কোনও বাধা না আসে, তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।প্রাথমিকভাবে দমকলের অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে। যদিও আগুন লাগার প্রকৃত কারণ এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসার পরই গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন দমকল আধিকারিকরা। বিশেষ করে বহুতলের দ্বিতীয় তলায় থাকা কাপড়ের গুদামে কীভাবে আগুন লাগল, তা তদন্ত করে দেখা হবে। পাশাপাশি ওই গুদাম এবং বহুতলে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল কি না, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখবেন তদন্তকারীরা।দমকল আধিকারিকদের বক্তব্য, আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর ঘটনাস্থল পরীক্ষা করে আগুন লাগার সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করা হবে। বহুতলে অগ্নিনির্বাপণের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ছিল কি না, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা যথাযথভাবে কাজ করছিল কি না, সেসব বিষয়ও তদন্তের আওতায় থাকবে। তদন্তে কোনও গাফিলতি বা নিয়মভঙ্গের প্রমাণ মিললে সেই অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করা হতে পারে।উল্লেখ্য, গত সপ্তাহেই কলকাতা শহরে পরপর দুটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের শহরের বুকে বহুতলে আগুন লাগার ঘটনায় নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে বহুতল এবং ঘিঞ্জি এলাকায় অগ্নিনির্বাপণের পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সরু গলি, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা এবং গুদামে দাহ্য সামগ্রী মজুত থাকার মতো বিষয়গুলি আগুন নেভানোর ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

আয় বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগে বড় স্বস্তি রাহুল গান্ধীর

ইডি-সিবিআই তদন্তের নির্দেশ খারিজ সুপ্রিম কোর্টে, নতুন করে শুনানি হাই কোর্টে

নয়াদিলিলল, ২৫ নম্ আয় বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগে আরও এক মামলায় সুপ্রিম কোর্টে বড়সড় স্বস্তি পেলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর বিরুদ্ধে এখনই তদন্তে নামতে পারবে না কেঃদ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এবং এনফোর্সমেঃট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এই সংক্রান্ত মামলায় এলাহাবাদ হাই কো

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩৫১ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার , ৯ অগ্রাহয়ণ, ১৪৩৩

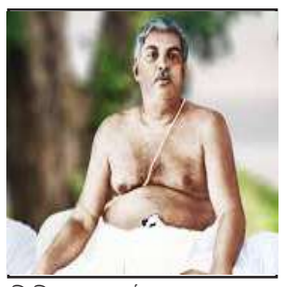
বাংলার সুবাদার

ভাবতে আশ্চর্য লাগে! বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খাঁর সময়ে ইংরেজরা যে কাজটায় সফল হয়নি, সেই কাজটাই তারা সুচারুভাবে করতে সক্ষম হয় প্রায় সাত দশক পরে, ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে। কোম্পানির একজন সামরিক অফিসার রবার্ট ক্লাইভ মাত্র কয়েক জন ইংরেজের প্রাণহানির বিনিময়ে বাংলা ও বিহার দখল করে ভারতে ব্রিটিশ রাজের ভিত্তি স্থাপন করেছিল যা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছে। ১৬৮৮ সালে ভারতের পশ্চিম উপকূলে আরব সাগরে মোগল ঘাঁটি অবরোধ করার জন্য ইংরেজরা ইংল্যান্ড থেকে নৌবহর নিয়ে এসেছিল। মক্কা অভিমুখী মুসলিম তীর্থযাত্রীদের জাহাজগুলো আটক করে সমস্যা তৈরি করে। মোগল সেনাবাহিনী যুদ্ধে নামে। সমগ্র উপমহাদেশে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যেখানে যা সম্পত্তি আছে, সব দখল নিতে এবং বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন আওরঙ্গজেব। ১৬১২ সালে তারা সুরাটে কুঠি তৈরি করে, আর বাংলার হুগলিতে কুঠি তৈরি ১৬৫১ সালে। শায়েস্তা খাঁ বাংলার সুবাদার ছিলেন দুই দফায় ১৬৬৪,১৬৭৮ এবং ১৬৮০,১৬৮৮ সাল পর্যন্ত। ইংরেজরা সুবিধা করতে পারেনি। ১৬৬০ সালে মারাঠা রাজ ছত্রপতি শিবাজির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠানো হয়েছিল শায়েস্তা খাঁকে। তিনি সেখানে পরাজিত হয়েছিলেন। কোনওরকমে প্রাণে বেঁচে ফিরেছিলেন কিন্তু পুত্র আবুল ফাতাহ খান পিতাকে রক্ষা করতে গিয়ে মারাঠা সৈন্যদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। শায়েস্তা খাঁর স্ত্রী সহ পরিচারিকারা প্রাণ হারিয়েছিল। শায়েস্তা খাঁ-র একাধিক স্ত্রী এবং মৃত্যুর পূর্বে নথিভুক্ত উইল (ওয়াসিয়তনামা) অনুযায়ী সাতজন পুত্র ও পাঁচজন কন্যা ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ও যোগ্য পুত্র উমেদ খান। ১৬৬৬ সালে আরাকানদের হাত থেকে চট্টগ্রাম বিজয়ের অভিযানে মোগল বাহিনীর প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পরবর্তীতে বিহার ও এলাহাবাদের সুবেদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। আকিদাত খান, জাফর খান, আবু নসর খান, ইরাদাত খান ও খোদা বান্দা খান বাকি পাঁচ পুত্র। এঁদের মধ্যে আবু নসর খান এবং ইরাদাত খান পরবর্তীকালে মোগল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে ফৌজদার ও প্রশাসনিক উচ্চপদে দায়িত্ব পালন করেন। অসিয়তনামা অনুযায়ী শায়েস্তা খাঁর পাঁচটি কন্যা ছিল, যাদের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে পরিচিত তিনজন হলেন, ইরান দুখত বেগম (বিবি পরী বা পরী বিবি নামে পরিচিত)। তুরান দুখত বেগম (বিবি বিবান বা বিবি মরিয়ম নামে পরিচিত) এবং শামসাদ বানু বেগম। ইরান দুখত রহমত বানু (পরী বিবি) সবচেয়ে প্রিয় কন্যা। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র শাহজাদা মুহাম্মদ আজমের সাথে ১৬৬৮ সালের ৩ মে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দেনমোহরে তাঁর বাগদান সম্পন্ন হয়। অনেক ঐতিহাসিকের মতে বাগদানের পর তাঁদের বিয়ে হয়েছিল, আবার কারও কারও মতে (যেমন ঐতিহাসিক কানিংহ্যাম) বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। কন্যার শোকে শায়েস্তা খাঁ ঢাকার লালবাগ কেল্লার অভ্যন্তরে কষ্টিপাথর ও মার্বেল দিয়ে পরী বিবির মাজার নির্মাণ করে দুর্গের নির্মাণকাজ অসমাপ্ত রেখেছিলেন। অপরূপ রূপবতী এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমতী হওয়ার কারণে তিনি 'পরী বিবি' নামে পরিচিত ছিলেন। সুবেদার পিতার পরিবারে তথা বাংলার রাজনীতি ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। হুগলি নদীকে ব্রিটিশরা কব্জা করতে চেয়েছিল। যাতে আরাকান সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে একছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায়।

নীলিমা সেন

ক্ষোভ কিসের? নাম, খ্যাতি, জনপ্রিয়তা? এ নিয়েও ক্ষোভ, অতৃপ্তি কিছুই নেই। কেন তিনি সুচিত্রা মিত্র কিংবা কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় হতে পারলেন না, কিংবা কোনও কোনও জুনিয়র শিল্পী তাঁর চেয়ে কেন বেশি জনপ্রিয় হল এই ক্ষুন্ন হওয়াকে তিনি অন্তরের সব চেয়ে দৈন্য বলে মনে করেন। প্রতিভা সবার সমান হয় না। কিন্তু যা পেয়েছেন জীবনে তিনি তৃপ্ত হা- হুতাশ করে সেটুকু অপচয় করার অধিকার তাঁর নেই। রবীন্দ্রসংগীত প্রথিতযশা শিল্পী কিন্তু নির্মোহ উদার দৃষ্টিভঙ্গি তার সরল অকপট প্রকাশ। বড় মাপের মানুষেরা বোধহয় অনেকেই নীলিমা সেনের মত হন!অমিয় সেনের সঙ্গে তাঁর বিবাহের প্রকৃত সূত্র রবীন্দ্রসংগীত। চমৎকার একটি কথা বলেছেন তিনি যখন প্রথম গাইতে শুরু করেন তখন শ্রোতাদের একটু চটকদার সুর ও ছন্দের গানের দিকে ঝোঁক। ওদিকে শিল্পী বেশিরভাগ গাইতেন টপ্পা অঙ্গের। একসময়ে শ্রোতারা সেভাবে সাড়া দেননি কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন তিনি আসরে গাইতে উঠতেন শ্রোতাদের থেকে অনুরোধ আসতে লাগল 'আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা' গানটি গাইতে হবে। বাড়ির অভিভাবকদের ইচ্ছে পড়াশোনা শেষ করে মেয়ে গান শিখবে। ছোটবেলা থেকেই নীলিমার গীতবিতান থেকে গান মুখস্থ করার অভ্যেস ছিল। ভীষণ টান ছিল ক্ল্যাসিক্যাল গানের দিকে। ছাত্রী না হলেও গানের ক্লাসে বসে থাকতেন। সেই আগ্রহ দেখে তাঁর বাড়ির লোক গানের ক্লাসে ভর্তি করে দিলেন। মাত্র ১২ বছর বয়সে পাঠভবন থেকে সঙ্গীতভবনে গেলেন। ওখানে চার বছরের কোর্স সম্পূর্ণ করে আবার পাঠভবনে ফেরা। সঙ্গীত ভবনের কোর্স শেষ করে তারপর পরীক্ষা দিয়েছেন বলে ম্যাট্রিক পাশ করতে দু'বছর দেরি হয়। এরপর টানা বি এ পড়লেন, সঙ্গে গান চলেছে। ললিতমোহন গুপ্ত ও পঙ্কজিনীদেবীর মেয়ে নীলিমার জন্ম ১৯২৮ সালের ২৮ এপ্রিল। কলকাতা শহরে জন্ম হলেও তাঁর ছোটবেলার সঙ্গে জড়িয়ে যায় কবিগুরুর স্বপ্নস্থান শান্তিনিকেতন। সে জায়গা নীলিমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিকে নীলিমা সেন এস্রাজ শিখেছেন অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তাঁর কাছে হাতেখড়ি। রবীন্দ্রসংগীত শিখেছেন সঙ্গীত ভবনের যারা গুরু ছিলেন সবার কাছে। তবে তাঁর ভিত তৈরি করে দিয়েছেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার। গান শিখেছেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী অনুকুল ঠাকুর বলেন মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। শক্তি দিয়ে অপশক্তিকে পরাস্ত করতে হবে।

সাধক রামপ্রসাদ



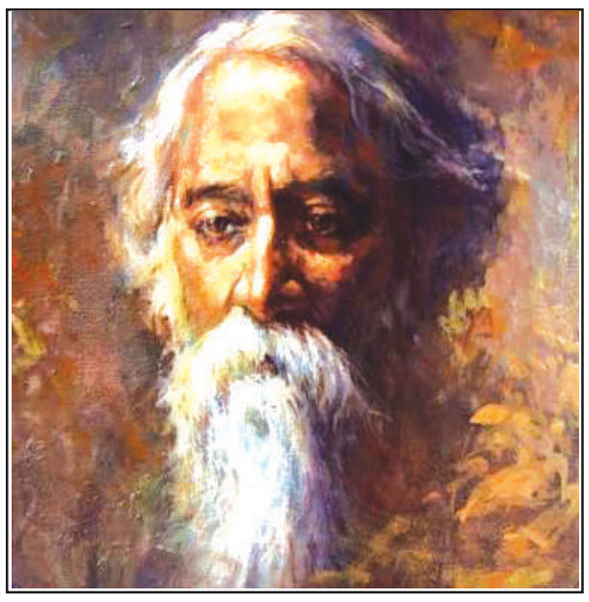
রামপ্রসাদ জানতেন, খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ। মানুষের জন্য কাজ। সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে। সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে পড়ে থাকা চলবে না। সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নত মানের কাজ করতে হবে। তবেই বিকাশ লাভ করা সম্ভব। কর্ম করে যেতে হবে। কর্মের সঙ্গে কোনও রকমভাবে আপোষ করা চলবে না। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। কালীভক্ত রামপ্রসাদ মানব দর্শনের ওপরে জোর দিয়ে শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তিনি ভক্তিসঙ্গীত রচনায় মায়ের আরাধনা করতেন।

'বিশ্বকবির রাষ্ট্রচিন্তা'- একটি রাজনৈতিক দলিল

অভিজিৎ ব্যানার্জি

''রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা...''। জীবন ও অনুভব-কর্ষিত যত ফসল রবীন্দ্রনাথ ফলিয়েছিলেন পরিমাণ ও প্রাখর্যে তা বিস্ময়কর, তাঁর অশীতিবর্ষী সুদীর্ঘ জীবনসীমা সত্ত্বেও পৃথিবীতে তুলনারহিত। তিনি মুখ্যত শিল্পী ছিলেন - এই অসংশয়িত সত্যের বাইরেও আরেক রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে থাকেন, যিনি রসস্রষ্টা নন বলে শিল্প-ভোক্তার অনুকম্পায়ীও নন। গগনবিহারী, শিল্পচৈতন্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূকে এড়িয়ে, আমরা ইচ্ছা করলে, শুধুমাত্র এক ধীমান, প্রখর বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন, পরম সামাজিক ও কর্মিষ্ঠ বাঙালির মুখোমুখিও আমরা দাঁড়াতে পারি। তাঁরও নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভাবতে প্রলুব্ধ হই, বাণী ও বর্ণের শিল্পী যদি তিনি না হতেন তাহলে চেনা-রবীন্দ্রনাথের যেটুকু অবশিষ্ট থাকবেন তাও কি 'অন্য-এক' অথচ 'সম্পূর্ণ' রবীন্দ্রনাথ নন? কবি বা শিল্পী বা সুরকার হয়তো নন, তবু রাজনীতিক, সংগঠক, প্রজ্ঞাবান দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী রূপেও অ-খণ্ডিত ও পূর্ণ এক সামাজিক ব্যক্তি - সেও কি কম আকর্ষণীয়? এমন ব্যক্তি তো থাকতেই পারেন, সব সমাজের মতো আমাদের সমাজেও, যিনি শিল্পসংবেদী নন; তাঁর কাছেও তা হলে থেকে যান আরেক জন, অ-কবি, হৃতশিল্প, কিন্তু সমাজলিপ্ত জাগতিক, রবীন্দ্রনাথ।

আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই যে, শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর ধারণাগত (conceptual) সংশ্লেষণকে স্ব-কল্পনায় চাক্ষুষ করা ও তা বাস্তবায়নের জন্যই তিনি বঙ্গ সংস্কৃতির ইতিহাসে প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষরূপে গণ্য হতেন; এবং এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি পর্যায়ে তাঁর সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও প্রত্যক্ষ কর্মসাধনার জন্য তিনি ভবিষ্যপ্রজন্মের নিকট অবশ্যপঠনীয় বলে সুদীর্ঘকাল বিবেচিত হতেন। রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রধান অসুবিধে তাঁর বিশালত্ব, বহুমাত্রিকতা ও শাবল্য; একসঙ্গে সবটুকু রবীন্দ্রনাথকে আলিঙ্গন আমাদের সাধ্যের বাইরে থেকেই যায়। রবীন্দ্রজীবনের পাঠকমাত্রেই জানেন যে, তাঁর চরিত্রে শৈথিল্য ও অন্যমনস্কতা স্বভাবপরিপন্থী ছিল। সারা জীবনে দায়িত্ব-এড়ানোর নজির তিনি কোথাও রাখেননি। প্রথম বিলেত গিয়ে ছিলেন সতেরো বছর বয়সে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মুখচোরা ছেলেটি লজ্জা কাটিয়ে মেমসাহেবদের সঙ্গে নেচেছে, খোশগল্প করেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে হেনরি মর্লির ক্লাস করতে গেছে, পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তালিম নিয়েছে - বয়োঃধর্মে এই সবই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। অতিরিক্ত দুটি ঘটনায় আমাদের মন আটকে যায়, যেহেতু বয়োঃধর্মের ব্যাকরণে তা মেলে না। সে সময়ে লিপিবদ্ধ কড়চাতে দেখা যায় ঐ তরুণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ ইংরেজ সমাজের যেমন তীব্র সমালোচক, তৎসঙ্গে প্রবাসী ইঙ্গবঙ্গ সমাজেরও; তেমনি পার্লামেন্টে গিয়ে গ্ল্যাডস্টোনের বক্তৃতা শুনতেও ভোলে না, নিজের পক্ষপাতিত্ব জানায় বঞ্চিত আইরিশদের প্রতি। ইত্যাকার



ঘটনাবলি এই অর্থে প্রতীকী যে, এই তরুণ পরবর্তী জীবনেও যে সর্বতোভাবে নির্মোহ ও সময় স্পর্শিত হয়েই কাটাবেন, তার ইঙ্গিত এখানে মিলছে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ তার জীবদ্দশায় দেশে কি বিদেশে সংঘটিত যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় সর্বদা সাড়া দিয়েছেন। স্বদেশের ভাবনাজগতে ও বিভিন্ন রাষ্ট্রিক-সামাজিক কর্মপ্রবর্তনায় তাঁর অংশগ্রহণ সর্বদাই স্বতঃস্ফূর্ত থেকেছে।

যেখানে তিনি শিল্পী নন, শুধুই সমাজকর্মী ও দেশচিন্তক এবং মননে ও অনুভবে বিশ্বনাগরিক, সেই স্বল্পচেনা রবীন্দ্রনাথের নিকটেও বাঙালির বৈদগ্ধ্যঋণ অপরিশোধ্য। কিন্তু সেই প্রসঙ্গটি দৈশিক শিল্পজগতের নয়; তার ক্ষেত্রে সভ্যতাবিবর্তনের আলোকে দেশ ও লোক-সাক্ষিক সমাজভাবনা, রাষ্ট্রচিন্তা। এবং সেখানেও যিনি সম্রাট, তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে জনৈক দেশপ্রেমী ও বিশ্বমানবিক বাঙালি ভাবুক। বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের নানা অবস্থা এবং আমার নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল আমি চিন্তা করেছি এবং কাজও করেছি। যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে, তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সঙ্গত। রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোনো-এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয়নি- জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে।- 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত', 'কালান্তর' বার্ধক্যের স্মৃতিচারণে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেনঃ 'কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না।' একটু ঘুরিয়ে এ-কথাটিই তিনি তাঁর স্বদেশানুভূতি বিষয়ে বলতে পারতেন - 'কবে যে দেশকে জানিতাম না তাহা মনে পড়ে না', কারণ বুদ্ধি ও জ্ঞান-বাহিত উপলব্ধির বহু পূর্বেই তিনি আনন্দানুভূতির সূত্রে দেশকে বোধের মধ্যে অনুভব করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর শৈশব-বাল্য-কৈশোরের সবটুকুই কেটেছিল স্বদেশপ্রেমে মাতাল পারিবারিক আবহাওয়ায়। 'জাতীয় মেলা' বা 'হিন্দু মেলা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঠাকুরবাড়িরই আনুকূল্যে ১৮৬৬ সালে, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন পাঁচ এবং আট বৎসর পরে তেরো-পেরুনো সদ্য-কিশোর তিনি পাঠ করেছিলেন তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা ঞ্জ 'হিন্দুমেলার উপহার'। অনেক পরে, তেষট্টি বৎসর বয়সে, বৃদ্ধ কবি তাঁর এক আত্মজৈবনিক ইংরেজি রচনায় ঐ বিশেষ শৈশবপরিবেশ ব্যাখ্যা করেছিলেন ঞ্জ"There was yet another movement started about this time in my country which was called National. It was not fully political– but it began to give voice to the mind of our people trying to assert their own personality."

দেশহিতৈষণার এই ভাবতরঙ্গ উদীয়মান তরুণ কবিকে উদ্দীপিত করেছিল অবশ্যই, কিন্তু বাৎসরিক ঐ মেলা যথোচিতকালে স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করলে তিনি দুঃখিত হননি, কারণ বিশ/বাইশ বছর বয়সে পৌঁছুতে-পৌঁছুতে তিনি জেনে ছিলেন যে, 'জাতীয় মেলা' যত আদর্শিকই হোক না কেন বৃহত্তর জনগণের সঙ্গে তাঁর কোনো নাড়ির বন্ধন নেই। তাঁর বয়স যখন প্রায় তিরিশ, তখন থেকে আমরা তাঁকে দেখি এ দেশের ব্রিটিশ রাজত্বের বিভিন্ন ত্রুটি, হৃদয়হীনতা ও অমানবিকতা সম্পর্কে তীব্রভাবে সমালোচনা-মুখর। আমাদের মনে না পড়েই পারে না যে, এ সেই সময় যখন তিনি পারিবারিক দায়িত্ব পালনে জমিদারি তদারকিতে গ্রাম বাংলা ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সমাজকর্মী ও রাজনীতিক হিসেবে অন্যতম মুখ্য ভূমিকা পালন অনতি দূরে অপেক্ষমাণ। রাজনীতির উপরে তাঁর আস্থা এ সময়েই হ্রাস পেতে থাকে। ১৯১৬ সালে মার্কিন দেশে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন ঞ্জ "Our real problem in india is not political. It is social. This is a condition not only prevailing in India but among all nations. I do not believe in an exclusive political interest."

তাঁর এই অবস্থান প্রত্যক্ষ অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতার ফসল ঞ্জ দেশের হিতের সঙ্গে দেশনেতাদের রাষ্ট্রভাবনা ও রাজনীতিবিজ্ঞানের যে কোনো সম্পর্ক নেই, তা তিনি অনেক ঠেকে শিখেছিলেন। তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' (১৩১১) প্রবন্ধ এবং পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে (১৩১৪) তাঁর সভাপতির ভাষণ পাঠ করলেই তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণক্ষমতা এবং মোহমুক্তির ছবি স্পষ্ট হবে। 'বিদেশী রাজা চলিয়া গেলেই দেশ যে আমাদের স্বদেশ হইয়া উঠিবে তাহা নহে।... একবার সত্য করিয়া ভাবিয়া দেখো, দেশ আমাদের হইতে কত দূরে, কত সুদূরে'- এই ছিল তাঁর সত্যকার উপলব্ধি (দ্র. 'ব্যাধি ও প্রতিকার')। অতঃপর ধীরে ধীরে রাজনীতি থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন স্বনিষ্ঠ থাকবার জন্যই। আর সেই একই কারণে দেশের হিতসাধন বলতে তিনি যা বোঝেন তারই বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে হাতে-কলমে লেগে গড়েন ।

বাঙালি বণিক দ্বারকানাথ

শঙ্করলাল কর্মকার

দেশের প্রথম কয়লাখনির গ্রাম ও সংলগ্ন মন্দিরে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। দামোদরের তীরে বসে ফুরফুরে হাওয়ায় যা অনুভূত হচ্ছিল আর যে গর্ব মনে খানিকের বাসা বেঁধেছিল সে হরপ্পা মহেঞ্জোদারো যাওয়ার চেয়েও যেন বেশি। আক্ষেপও কম না। কারণ এত কাছে। জীবনের এতদিন পরে আসা।

শিল্পোদ্যোগী দ্বারকানাথ ঠাকুর স্মৃতিবিজড়িত ঘর কয়লাখনি ও বাংলো সবই মাটিতে মিলিয়ে গেছে। মাথা তুলে এখন দাঁড়িয়ে নদীপাড়ে প্রিন্স দ্বারকানাথের মূর্তি। তলায় মার্বেল পাথরে লেখা ঐতিহাসিক স্থান বলে। দামোদর তীরে বসে মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে যাওয়া কয়লা বহনের রেলগাড়ি দেখতে দেখতে কল্পনায় ভেসে উঠছে মোটা লোহার তারে বাঁধা ডুলি। সেই ডুলিতে ভূগর্ভ থেকে উঠে আসছে কয়লা। ভাবুক নয়নে চেয়ে আছি জেটির সাইনবোর্ডের দিকে। এই পথেই হয়তো নদী পার হত একদা ওই উত্তোলিত কয়লা।

ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রণী পুরুষ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরই প্রথম ভারতীয়, যিনি রানিগঞ্জের এই নারায়ণকুড়ি গ্রামেই প্রথম কয়লা উত্তোলন করান। আকস্মিক সেখানে আসা কম আনন্দের!

বাঙালি শিল্পবিমুখ, এই অপবাদ ঘুচিয়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর সে দিন যে কারিগরি দক্ষতা দেখিয়েছিলেন তখনকার ওই ডুলির মাধ্যমে আধুনিক পন্থায় কয়লা উত্তোলন করিয়ে। দ্বারকানাথের সৃষ্টি অত্যন্ত বিস্ময়ের। সেই খনি ও বাংলোর ধ্বংসাবশেষ আজও দ্রষ্টব্যেরই নয়, অত্যন্ত গর্বেরও। আক্ষেপ সহনলাম সদ্য মাঠ থেকে তোলা ধান লেবার দিয়ে শুকিয়ে তোলার সময় এক কৃষকের মুখে। তিনি অবশ্য অবসরপ্রাপ্ত কয়লাখনি শ্রমিক। তাঁর অন্তরের জ্বালা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে এত আধুনিকীকরণের পরেও সব শেষ হয়ে গেল।

দ্বারকানাথ ঠাকুরই প্রথম ভারতীয় যিনি ব্রিটিশ শিল্পপতি তথা ইংরেজ বন্ধু উইলিয়াম কার-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কয়লাখনি গড়ে তুলেছিলেন। সংস্থার নাম দিয়েছিলেন 'কার এন্ড টেগোর কোম্পানি'। ১৮৩৫ সালে খনি-শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে দামোদর নদের তীরবর্তী নারানকুড়ি গ্রামে ওই ভূগর্ভস্থ কয়লাখনি বানানো হয়। খনি বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, বিশাল একটি কুয়োখাদ বানিয়ে তার দেওয়াল কেটে সুড়ঙ্গ তৈরি করে মাটির গভীর থেকে কয়লা খুঁড়ে বের করার পরিকল্পনা করে এই কোম্পানি। কিন্তু ভূগর্ভের কয়লা উপরে তোলা হবে কী করে? জানা যায়, খনি থেকে কিছুটা দূরে একটি ঘরে কপিকলের মতো বিশাল একটি যন্ত্র বসানো হয়। যন্ত্রের সঙ্গে প্যাঁচানো মোটা লোহার তারের উলটো প্রান্তে সার বেধে জোড়া থাকত একাধিক ডুলি। এতেই কয়লা চাপিয়ে, তার গুটিয়ে কয়লা উপরে তোলা হত। শক্তি ছিল বৈদ্যুতিক নয়, বাষ্পীয়। ঠিক যেমন ইঁদারা থেকে জল তোলা হয়। ভূগর্ভে শ্রমিকদের নিয়ে যাওয়া ও ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্যও এই ডুলি ব্যবহার করা হত। এই পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছিল 'হলেজ' পদ্ধতি। যে ঘরে যন্ত্রটি বসানো ছিল তার নাম 'হলেজ ঘর'। এই পুরো কাজটি হাতে নয়, বাষ্পীয় যন্ত্রের মাধ্যমে চালিত হত। আর এরই আধুনিকীকরণ হয় বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারে। কিন্তু জানতে ইচ্ছে নারানকুড়ি গ্রামের ওই কয়লা উত্তোলনের পরে কোথায় সরবরাহ হত? উত্তোলিত কয়লার বেশির ভাগই নাকি চলে যেত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। কিছুটা সরবরাহ হত বিহারে। খনি থেকে তোলা কয়লা গরুর গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হত নারানকুড়ি গ্রামের সীমান্তে মুক্তেশ্বরী মন্দির ঘাটের জেটিতে। সেখানে নৌকায় কয়লা চাপিয়ে তা পাঠানো হত কলকাতার কয়লা ঘাটায়। রানিগঞ্জ থেকে কয়লা পরিবহণের জন্য মুক্তেশ্বরী মন্দির জেটিও তৈরি করেছিলেন দ্বারকা নাথ। এখন সেখান থেকে নৌকা পারাপার হয় না, তবে সেই জেটির ধ্বংসাবশেষ আজও আছে। এক সময় দ্বারকানাথের মনে হয়, নৌকায় করে কয়লা পরিবহণ অত্যন্ত বিপজ্জনক, আর লাভ জনকও নয়। তাই কলকাতা থেকে রানিগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ পাতার পরিকল্পনাও করছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি তো 'নেটিভ', তাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাঁকে রেললাইন পাতার অনুমোদন দেয়নি। তবে পরবর্তী কালে ১৮৩৭ সালে ব্রিটিশ সরকারই রেললাইন পাতার কাজটি করেছে।

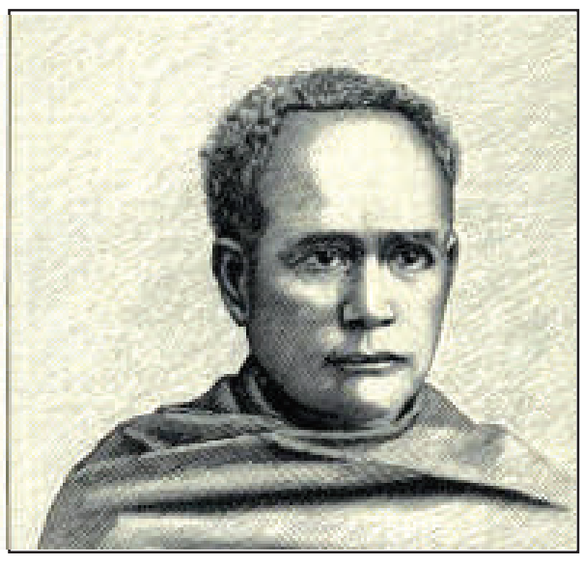
যাক, সময়াভাবে সব দেখার সুযোগ না মিললেও নদী তীরে মন্দিরটি আর স্মৃতি রক্ষার্থে দ্বারকানাথের মূর্তি মন ভুলিয়েছে। দূর দূর বহু দূর পর্যন্ত দামোদরকে দেখে আর ব্রিজের ওপরে রেকগাড়ি যে মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা নিয়ে যাচ্ছে দেখে তন্ময় হয়ে চেয়ে রইলাম। দাবি উঠেছিল প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত এই এলাকাটিকে ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থাপত্য হিসেবে ঘোষণা করা হোক, আজকের প্রজন্ম হাতে-কলমে জেনে নেবার সুযোগ পাক বাঙালির প্রথম, অনন্য শিল্প প্রয়াস। যাঁর সঙ্গে কথা হল তিনি বললেন এলাকাটি হেরিটেজ বলে স্বীকৃতি লাভ নাকি করেছে। সত্যতা জানা নেই।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র কর্মাটাড়ে সাঁওতালদের কাছে 'ডাক্তারবাবু' নামে পরিচিত

রবীন্দ্রকুমার শীল

দলিত উন্নয়নে বিদ্যাসাগর। কল কাতার শিক্ষিতদের মধ্যে থেকে বিদ্যাসাগর একেবারে হাঁপিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি শেষ জীবনে শান্তিতে বসবাস করার জন্য কর্মাটাঁড়ে চলে গিয়েছিলেন। একেবারে সাঁওতাল দের মধ্যে থেকে জীবনের শান্তি পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। বিধবা বিবাহ দেওয়ার পর বিদ্যাসাগর মনে করলেন এবারে কলকাতায় থেকে আর কোনও কাজ নেই। বিদ্যাসাগর সেই কারণে শেষ জীবন শান্তিতে থাকার জন্য বাংলা ত্যাগ করে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কর্মাটাঁড় কথাটার অর্থ হচ্ছে বিস্তীর্ণ কর্মভূমি বা করমগাছ এর ডাঙ্গা। বিদ্যাসাগর আঠারো বছর সাঁওতাল দের মধ্যে কাটান। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, কর্মা নামে এক সাঁওতালের নামে কর্মাটাঁড়)। এখানে বিদ্যার পাহাড় নন, কর্মের পাহাড় করমবুরু বা কর্ম-দেবতা। ছোটনাগপুর মালভূমি এলাকায় অনেক স্থানে বিভিন্ন গ্রামের এক নাম দেখা যায়, প্রধানত গাছের নাম, মেন কর্মাটাঁড় (হলুদ ও কেলিকদম), জামতাড়া, মাতকোমডহি (মহুয়া), সারজং ডিহি (শাল), সাপারমডিহি (শিউলিবন) ইত্যাদি। হাওয়া বদল বা বিশ্রাম নিতে বিদ্যাসাগর বাঙালি অধ্যুষিত দেওঘরের বড় বাড়ি কেনার চেয়ে সাঁওতালদের মধ্যে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কর্মাটাঁড়ের বৃক্ষবাগান সহ ছোট বাড়ি কেনা ঠিক করলেন ১৮৬৯ সালে। সাঁওতালরা ওখানকার সাত-আট ধল দিকো (বহিরাগত) বা বাঙালিদের বিশ্বাস করতো না। কারণ এই ভদ্রলোকেদের কাছ থেকে তারা জিনিস বিক্রি করলে দাম পেত না। শ্রমের মজুরি পেত না। একমাত্র বিদ্যাসাগর ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি প্রতি বছর হাজার টাকার কম্বল, কমলালেবু, খেজুর কিনে সাঁওতালদের পরিবারের মধ্যে বিতরণ করতেন। বিশেষ করে বয়স্ক সাঁওতালদের শীতের বস্ত্র দিতেন। ওষুধ, ভেষজ ও পথ্য দিতেন।

কারোর কলেরা হলে চিকিৎসা করতেন এবং নিজের হাতে রোগীর মলমূত্র পরিস্কার করতেন। দুপুর রোদে তিন মাইল হেঁটে বালকের চিকিৎসা করেছেন। সাঁওতালদের



মধ্যে থেকে তিনি কাজ করে গিয়েছেন আনন্দের সঙ্গে। সেখান কার আদিবাসী সমাজ বহিরাগতদের সম্পর্কে যে অবজ্ঞা ছিল সেটাকে তিনি দূর করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর সাঁওতালদের মধ্যে আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হন। সাঁওতাল দের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করার জন্য সেখানে একটি স্কুল খুলে ছিলেন। সেই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন তিনি স্বয়ং। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিদ্যাসাগরেরর এই নন্দন কাননের নাম দিয়ে ছিলেন 'মহর্ষির আশ্রম'। বিদ্যা সাগর সকাল বেলায় বাগানের কাজ করতেন। সেখানে বহ্নামী শাক, তেলাকুচা শাক, তুলসী সহ আরও বেশ কিছু ওষুধি গাছ লাগিয

পুলিশকে লক্ষ্য করে পরপর গুলি চালাল প্রতাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ২৫ নভেম্বরঃ ফের একবার পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি। বোলপুরের পর এবার আসানসোলের হীরাপুর। বুধবার এক কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে ধরতে গেলে পুলিশকে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যান তিনি। কয়েকদিন আগেই বোলপুরে এক কনস্টেবলকে গুলি করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় এক ব্যক্তিকে। এনকাউন্টারে মৃত্যুও হয় ওই ব্যক্তির। আর এবার আসানসোলে ফের একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। প্রতাপ ওরফে প্যাও নামে এক কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে ধরতে গেলে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয় বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে নানা অপরাধমূলক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ওই ব্যক্তি। সদ্য জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন তিনি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, খুন-ডাকাতি সহ একাধিক অপরাধের সঙ্গে জড়িয়েছে প্রতাপ দাসের নাম। দিন জেল থেকে বাড়ি ফিরেছিলেন তিনি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাঁকে ধরতে অভিযান চালায় পুলিশ। সূত্রের খবর, বাড়ি ঘিরে ফেলা হচ্ছে বুঝতে পেরেই প্রতাপ দাস পুলিশকে লক্ষ্য করে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালান ও পালিয়ে যান। তবে কারও আঘাত লাগেনি।

PWD (GOVT. OF W.B.) TENDER NOTICE

EE,PWD, Hooghly Construction Division invites online e- Tender for the following:

Tender ID(s): 2026_WBPWD_5089592_1
NIET No.: WBPWD/EE/ HCD/ NITe-22of 2026-2027
Bid submission start date (online): **26.11.2026.2026, 10:00AM.** Bid submission closingdate (online): **02.12.2026, 02:00PM.** Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ/NIT and other documents may be downloaded from: **https:// tenders.wb.gov.in**

Sd/- **J.P.Dhar**
Executive Engineer, PWD
Hooghly Construction Division.Chawkbazar, Hooghly

E-TENDER

Jahannagar Gram Panchayat **NIT No. 202/ JGP/NIT/5th SFC/2026 dated 25/11/2026** published on eNIT site on **27/11/2026** Fund: 15th SFC (2026-27) for Details Visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- **Executive Assistant (In-Charge)**
Jahannagar Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল **মৌসুমী কর্মকার** স্বামী-কাজল কর্মকার, যিনি ১/১/এইচ/৬৫, বিপ্লবী বারীন ঘোষ সরণি, উল্টাডাঙা মেইন রোড, কলকাতা-৭০০০৬৭ ঠিকানায় বসবাস করেন, তাঁর একটি মূল বিক্রয় দলিল হারিয়ে ফেলেছেন। দলিলটি এস.আর. শিয়ালদহ কার্যালয়ে নিবন্ধিত ছিল এবং ১৯৭৭ সালের ১ নম্বর বইয়ে ১৫৩ নম্বর দলিল হিসেবে নথিভুক্ত ছিল। এ বিষয়ে তিনি ২৯.১০.২০২৬ তারিখে বেলিয়াঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে একটি জিডিই নং ২৫৩৮ দায়ের করেছেন। যদি কোনো ব্যক্তির এই বিষয়টির সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো দাবি, অংশ, অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ থাকে, অথবা কোনো আপত্তি থাকে, তবে তাঁকে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানাতে হবে। উক্ত সময়ের পর কোনো দাবি উত্থাপিত হলে তা পরিত্যক্ত বলে গণ্য হবে এবং পরবর্তীকালে আর কোনো দাবি গ্রাহ্য করা হবে না।

বাগ্মিতা চৌধুরী,
আইনজীবী,
ফোন নম্বরঃ ৮৬১৭৭০১৭৩৮

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল রিঙ্কি যাদব প্রায় ০.০১২৩ একর পরিমাণ জমি ক্রয় করেছেন। এই জমিটি জেনারেল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি-র মাধ্যমে কেনা হয়েছে, যেখানে আশালতা মণ্ডল, কাশীনাথ মণ্ডল ও অন্যান্যরা সমীর কুমার বিশ্বাস এবং রামচন্দ্র দত্তকে অ্যাটর্নি হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। এই সংক্রান্ত দলিল নম্বর ০০৫৩০ (২০০২ সাল), যা হাওড়ার এ.ডি.এস.আর. অফিস থেকে নিবন্ধিত। বর্তমানে আমার মক্কেল বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও., বালি-জগাছা ব্লক ২২৯ জি.টি. রোড, বালি, হাওড়া-এর দপ্তরে একটি মিউটেশন বা নামজারি মামলা দায়ের করেছেন মামলা নং- MN/2026/0503/9909। (মৌজা বালি, জে.এল.-১৪ এল.আর. দাগ-১৯৬২৩ এল.আর. খতিয়ান-২৭৯১, ৪৬৮০, ১০৭৯৬, ২১৭৬২, ২২২৯৩ ও ২৪৮৯৮)। যদি কেউ এই বিষয়ে আপত্তি জানাতে চান, তবে তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও.-এর দপ্তরে উপস্থিত হতে পারেন।

Office of the Kshirogram Gram Panchayat

Kshirogram, Mongalkote, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender No.: 02/2026-27, e-Tender ID: 2026_ZPHD_5089269_1, _2, _3, _4, _5, _6

Notice Inviting Electronic Tender are invited by The Kshirogram Gram Panchayat for the 6(Six) Nos. different works. Bid submission closing date (online): **9-Dec-2026 at 18:55 IST.** Bid opening date (online): **14-Dec-2026 at 10:30 IST.** For details visit website **https://tenders.wb.gov.in/**

Sd/- **Prodhan**
Kshirogram Gram Panchayat

Office of the Kshirogram Gram Panchayat

Kshirogram, Mongalkote, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender No.: 01/2026-27, e-Tender ID: 2026_ZPHD_5089245_1, _2

Notice Inviting Electronic Tender are invited by The Kshirogram Gram Panchayat for the 2(Two) Nos. different works. Bid submission closing date (online): **9-Dec-2026 at 18:55 IST. Bid opening date (online): 14-Dec-2026 at 10:30 IST. For details visit website https://tenders.wb.gov.in/**

Sd/- **Prodhan**
Kshirogram Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-এলএইচএস-৩২-২৮-টিএফটিআর-২৬, তারিখ ঃ ২৩.১১.২০২৬; নিম্নলিখিত কাজের জন্য ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নতুন ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের অফিস, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন, হাওড়া-৭১১১০১-এর কর্তৃক টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-এলএইচএস-৩২-২৮-টিএফটি আর-২৬-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ কাজের নাম ঃ হাওড়া ডিভিশন - সিগন্যাল ও টেলিকম সংক্রান্ত কাজ ঃ শিডিউল এ১ - এইএন/আজিমগঞ্জ-এর অধীনে আজিমগঞ্জ-নলহাটি শাখায় ৯/২৩-২৫ কিমি অবস্থানে এলসি গেট নং. ৩২-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণ। শিডিউল এ২ - এইএন/আজিমগঞ্জ-এর অধীনে আজিমগঞ্জ-নলহাটি শাখায় ৯/২৩-২৫ কিমি-তে এলসি গেট নং. ৩২-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণের জন্য টেলিকম ব্যয়। শিডিউল বি১-এইএন/আজিমগঞ্জ-এর অধীনে আজিমগঞ্জ-নলহাটি শাখায় কিমি ১৪/৩৯-৪১-তে এলসি গেট নং. ২৮-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণের সিগন্যালিং ব্যয়। শিডিউল বি২-এইএন/আজিমগঞ্জ-এর অধীনে আজিমগঞ্জ-নলহাটি শাখায় কিমি ১৪/৩৯-৪১-তে এলসি গেট নং. ২৮-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণের জন্য টেলিকম ব্যয়। শিডিউল সি - হাওড়া ডিভিশনের জন্য বিস্তারিত এসঅ্যান্ডটি সাব-এস্টিমেট টিএফটিআর-১৬.৭৪১ টিকেএম। শিডিউল ডি - হাওড়া ডিভিশনের জন্য বিস্তারিত এসঅ্যান্ডটি সাব-এস্টিমেট টিএফটিআর - ২৪.৫৪০ টিকেএম। টেন্ডারের ধরনঃ ওপেন; বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ ₹ ২,০৭,২৫,২২৩.২৪; বায়না অর্থ/বিড সিকিউরিটী (টাকা) ঃ ₹ ৪,১৪,৫০০.০০; টেন্ডার নথির মূল্য (টাকা) ঃ ₹ ০.০০; বিডিং সিস্টেম ঃ একক প্যাকেট; টেন্ডার শুরুর তারিখ ঃ ০২.১২.২০২৬; প্রস্তাবের বৈধতা (দিন) ঃ ৬০; সমাপ্তির মেয়াদ ঃ ১২ মাস। টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময় ঃ ২৩.১১.২০২৬, সন্ধ্যা ৫টা ২৭ মিনিট; টেন্ডার শেষ হওয়ার তারিখ ও সময় ঃ ১৬.১২.২০২৬, দুপুর ৩টায়। সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে। টেন্ডারদাতারা তাদের মূল/সংশোধিত টেন্ডার শুধুমাত্র শেষের তারিখ ও সময় পর্যন্ত জমা দিতে পারবেন। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং প্রাপ্ত কোনও ম্যানুয়াল অফার উপেক্ষা করা হবে। HWH-465/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/বিআরএল, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, এন. এস. রোড, ফেয়ারলি প্লেস, পূর্ব রেলওয়ে হেডকোয়ার্টার্স, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য স্বনামধন্য ও যোগ্য ঠিকাদারদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ ই-টেন্ডার নং.ঃ ডব্লু২_৬২৩_১৬_১৮_এইচডব্লুএইচ_২০২৬-২৭, তারিখ ১৮.১১.২০২৬। স্থানসহ কাজের নাম ঃ হাওড়া ডিভিশনের অধীনে নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে স্টিল ব্রিজ গার্ডারে পেন্ট করার কাজ ঃ এস.ই. হাওড়া ইয়ার্ড শাখার ব্রিজ নং.-টিকিয়াপাড়া ফ্লাইওভার; মেইন লাইন শাখার ব্রিজ নং.- ১৭ আপ-রিভ-ডাউন, ৯৪ আপ, ১০০ আপ এবং ১৬৬এ আপ/রিভ/ডাউন; এসবিজি লুপ শাখার ব্রিজ নং.-৭৭ আপ এবং ২০৬ রিভ; বিবি লুপ শাখার ব্রিজ নং.-৮৩ আপ-ডাউন, ৯১এ আপ, ২১৫ আপ, ২১৭ আপ-ডাউন এবং ২৩০ আপ-ডাউন; তারকেশ্বর শাখার ব্রিজ নং.- ১১৮ এবং হাওড়া ডিভিশনের ভদ্রেশ্বর ঘাটের ব্রিজ নং., বি১ এবং ৯এ। কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ ৯৯,২৭,২৩২.৫০। বায়না অর্থঃ ₹ ১,৯৮,৬০০.০০। কাজ সম্পন্ন করার সময়সীমাঃ ০৬ মাস। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১৫.১২.২০২৬, দুপুর ২টা। টেন্ডার সংক্রান্ত নথিপত্রের বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইট ঃ **https://www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা উল্লিখিত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দেন। কোনো ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে না। MISC-277/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NIQ, Govt. of West Bengal

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Provision for temporary IT Infrastructure arrangement for the Cultural evening to be organised by ISCS at Lok Bhavan on 27.11.2026" **[Job No. KIT/RW/ 275 of 26-27]**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-152/KIT/Q of 26-27)

Bid Submission Closing: **26.11.2026 up to 05.00 PM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/- **Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division**

E TENDER NOTICE

Online bids are invited the year 2026-27 from bonafied contractors for listed work (Fund: 16th CFC - 2026-27) in respect of **(i) E-NIT-1064/KGP/16th CFC tied Fund 2026-27, Dated: 25/11/26**

Tender ID: 2026_ZPHD_5089475- (1 to 6)

Last date of submission: **02/12/26 upto 12.00 pm.** Opening date: **04/12/2026 at 12.00 pm.** For details information contact to the undersigned

Sd/- **Prodhan**
Kusumgram Gram Panchayet

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER

At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213.

Memo. No.: 3179/BDO/JLD-II **Dated: 25/11/2026**

NOTICE

Block Development Officer, Jhalda-II Development Block invites E-tender as follows: **NIeT No.-11(e)/BDO/JLD-II/2026-27 dt.25.11.2026,** for 02 nos. scheme **(Tender ID 2026_DM_5089487_1 to 2026_DM_5089487_2)** within the jurisdiction of Jhalda-11 Development Block. Last Date of tender submission is **07.12.2026 up to 4-00 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- **Block Development Officer**
Jhalda II Development Block

Office of the Jamna Gram Panchayat

Jamna, Purba Bardhaman

NOTICE INVITING e-TENDER No.: WB/MAN/JGP/NIT-07/2026-27)

Notice Inviting Electronic Tender are invited by the Pradhan, Jamna Gram Panchayat, Purba Bardhaman from the Bonafied and Experienced Suppliers, for 2(Two) different works. Bid Submission closing (On line)- **11-12-2026 10.00 A.M.** Bid opening date for Technical Proposals (Online)- **14-12-2026 12.00 P.M.** For details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Prodhan**
Jamna Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলদ্বয়-(১) সুদীপ্ত তাঁতী, পিতা-স্বপন তাঁতী ও (২) স্বপন তাঁতী, পিতা-পাঁচুগোপাল তাঁতী, লক্ষ্মণপুর, ডোমজুড়, হাওড়া, সোফিয়ার রহমান জমাদার, মোস্তাক রহমান জমাদার, মারুফ রহমান, আশিয়া বেগম, হাফিজা খাতুন, ও অন্যান্য ইহাদের সকলের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার জালউদ্দিন মল্লিক৷ হাসানুর রহমান জমাদার, আর খাতুন জমাদার, আফিবা বেগম ও অন্যান্য ইহাদের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার অসিম আক্রম কয়াল, এসানুর রহমান জমাদার, জেল্লের রহমান জমাদার, ও মাসানুর রহমান জমাদার ইহাদের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার সেখ আমিরুল ইসলাম- ইহাদের নিকট হইতে ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 40-2842/22, 40-2782/22, 40-2780/22 নং আমমোক্তার দলিল দ্বারা, থানা-ডোমজুড়, মৌজা- ডাসপাড়া, জেএল-৪৭, হাল ৮৭৪ ও ৯৮৯ নং খতিয়ানে হাল ৮৩নং দাগে ৮.২৫০ শতক সম্পত্তি 40-6833/22 ও 40-6834/22 নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতাদের বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের একমাসের মধ্যে BL & LRO ডোমজুড় অফিসের নিকট আপিল করিতে পারেন, অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

HIRBANDH GRAM PANCHAYAT

Vill.-Tilabani, PO-Bauridiha, Dist-Bankura, Pin-722121

NIeT No.-01/HirGP/2026-27, Date-23/11/2026

e-Tender are hereby invited by this office from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors for the different works. Fund: 16thCFC(Tied). Last date of submission of Technical Bid & Financial Bid(online) on **02.12.2026 up to 18.00 hrs.** Date of Opening of Bid at office of the Hirbandh Gram Panchayat on **04.12.2026 at 18.00 hrs.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Pradhan**
Hirbandh Gram Panchayat

HIRBANDH GRAM PANCHAYAT

Vill.-Tilabani, PO-Bauridiha, Dist-Bankura, Pin-722121

NIeT No.-02/HirGP/2026-27, Date-23/11/2026

e-Tender are hereby invited by this office from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors for the different works. Fund: 15thFC(Tied). Last date of submission of Technical Bid & Financial Bid(online) on **02.12.2026 up to 18.00 hrs.** Date of Opening of Bid at office of the Hirbandh Gram Panchayat on **04.12.2026 at 18.00 hrs.** For details visit website h**ttps://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Pradhan**
Hirbandh Gram Panchayat

ACRE — অ্যাসেটস কেয়ার অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড

১৪তম তল, ইরোস কর্পোরেট টাওয়ার, নেহরু প্লেস, নিউ দিল্লি- ১১০০১৯

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে

ACRE – ARC সংস্থা, সারফেসি আইন, 2002 এর ধারা 5 এর অধীনে, ঋণগ্রহীতার অন্তর্গত সম্পত্তির উপরস্থিত সিকিউরিটির সমস্ত আর্থিক সম্পদ অর্জন করেছে, যা অংশগ্রহণকারীর কাছা থেকে প্রাপ্ত। উক্ত ঋণ অধিগ্রহণের সূত্রে ACRE – ARC ঋণগ্রহীতার সমস্ত অধিকার, শিরোনাম এবং স্বার্থ অর্জন করেছে এবং আর্থিক নথি ঐ অধীনস্থ সিকিউরিটির অনুযায়ী ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধ করার অধিকারী হয়েছে। ACRE – ARC, ঋণগ্রহীতা হিসেবে সুরক্ষিত ঋণদাতা হয়ে, ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে সুয়ীনে সম্পত্তির উপস্থিত জামানতের অধিকার প্রয়োগ করে এবং বন্ধকী ঋণ সুবিধার অধীনে অবস্থিত সম্পত্তি উদ্ধার করার অধিকারী।

ক্রম. নং.	ঋণ হিসাব নং.	ACRE ট্রাস্ট	পোর্টফোলিও	অধিগ্রহণের তারিখ	ঋণগ্রহীতার নাম / সহ-ঋণগ্রহীতা)	মোট বকেয়া অর্থের পরিমাণ	এলপিএ ও দাবি নোটিশের তারিখ
1	15954404	TRUST 158	IDFC First Bank Limited	19- জুন-25	মনোহর পাল (ঋণগ্রহীতা) জগেন পাল (সহ-ঋণগ্রহীতা) পাল প্রোসারী শপ (সহ-ঋণগ্রহীতা)	₹ 23,91,828.75/- এ০ন	1-ফেব-21 ও 03-11-2026

সম্পত্তির বিবরণ : উক্ত জমিটি সমগ্র ও অংশবিশেষসহ মউজা সাঁসিকি, শিট নং 19/12, রেকর্ডেড খতিয়ান নং 1331, জে.এল. নং-27, অবস্থিত মৌজা সাঁসিকি, শিট নং 19, পাড়া বাকিমপুর, জেলা- উত্তর 24 পরগনা, পি.এস. রাজারগঞ্জ, পশ্চিমবঙ্গ, জেলা– বঙ্গাল, ওয়েস্ট বেঙ্গাল- 735134 এবং নিম্নলিখিতভাবে সীমারেখা দ্বারা বেষ্টিত: পূর্বে: উাবালা পাল, পশ্চিমে: নগেন পাল, উত্তরে: 10 ফিট চওড়া কাঁচা রাস্তা, দক্ষিণে: বাবু রায়।

2	10707285	TRUST 158	IDFC First Bank Limited	19- জুন-25	শ্যামল পাল (ঋণগ্রহীতা) ওতা ঘোষ (সহ-ঋণগ্রহীতা) পান্ডা ঘোষ (সহ-ঋণগ্রহীতা)	₹ 18,87,114.80 এ 29-অক্টো-26	01-ফেব-20 ও 03-11-2026

সম্পত্তির বিবরণ : উক্ত জমিটি চন্দ্রনাথ মজুমদারী সম্পত্তির অংশ, যা রাজস্ব জমি, যার পরিমাণ 8 ডেসিমেল, যা দাগ নং-653, মৌজা- পণানগর, আওজ খতিয়ান নং-638, পিএস- মৌজা, জেলা- দক্ষিণ 24 পরগনা, এস.আর.ডি. নং; ধুলিনগর, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর জরির পশ্চিম সীমান্তে মালার্দ-বেরের কাঁচা ইটের বাড়ি, যার মধ্যে প্রায় এক ইঞ্চাবোর্ড পুরানো বাড়ি রয়েছে। প্রায় এক বছরের পুরানো বাড়ির পশ্চিমের বিবেচিত্ত রাস্তা, পুর্ব দিকে ভাঙানবাড়ি, দক্ষিণ দিকে টানর বাড়ির জমি এবং উত্তর দিকে জমি। দাখলের অনুলিপি, এটি 22-07-2021 এবং দলিল নং-94 দ্বারা নথিবুক্ত।

3	15770316 AND 30907501	TRUST 158	IDFC First Bank Limited	19- জুন-25	মি. সুবাস চন্দ্র সাহ (ঋণগ্রহীতা) পুনম দেবী (সহ-ঋণগ্রহীতা)	₹ 17,55,415.31 এ 29-অক্টো-26	1- জুন-21 ও 03-11-2026

সম্পত্তির বিবরণ : উক্ত জমিটি 03 ডেসিমেল জমি, যা দাগ নং-11343, আড়াজ খতিয়ান নং- 5447, মৌজা-পাঁচগ্রাম, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পুলিশ স্টেশন- বর্ধমান, জেলা-মুর্শিদাবাদ, এবং অন্তর্গত পশ্চিম দিকে মুর্শিদাবাদ জেলার সদর পুলিশ স্টেশনের অন্তর্গত, উত্তর দিকে উত্তারীয়া আজারী চৌক, দক্ষিণ দিকে ভাঙামারীর জমি এবং পুর্ব দিকে মাষু থানার জমি। উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবর্তুত্ত বিবরণ অনুযায়ী, প্রায় উল্লিখিত জমি, ও বাড়ি, যা দাখলের রেস্থিার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

4	19665029	TRUST 158	IDFC First Bank Limited	19- জুন-25	অনুপ মন্ডল (ঋণগ্রহীতা) বর্ণালী মন্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা) খগেন মন্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা)	₹ 45,79,633.41 এ 29-অক্টো-26	02-ফেব-21 ও 03-11-2026

সম্পত্তির বিবরণ : উক্ত জমিটি 16.02 ডেসিমেল পরিমাণ জমি, যা দাগ নং-50, আর.এল. খতিয়ান নং-371, জে.এল. নং-108 এবং প্রটের এলাকা 10.28 ডেসিমেল বা- 7405 বর্গফুট, এবং দক্ষিণ অংশে 6 বিঘার মধ্যে মোট 919.55 বর্গফুট। মৌজা-বেনুয়া, পি.এস.- তোলনমুখী, জেলা-বাঁকুড়া, আড়াজ রায়া মোকসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত।

5	60353921126 1450	TRUST 178	SMFG India Home Finance Company Ltd	11-ডিস-25	মেকাইল মোল্লা (ঋণগ্রহীতা) রেজিনা বিবি (সহ-ঋণগ্রহীতা) এম এম ফিশ ট্রেডার্স (সহ-ঋণগ্রহীতা)	₹ 12,41,401.77 এ 29-অক্টো-26	05- জান-24 ও 04-11-2026

সম্পত্তির বিবরণ: উক্ত জমিটি 5.38 ডেসিমেল পরিমাণ জমি, যা আর.এস. ও এল.আর. খতিয়ান নং-1440, 873, 248/1, 283/1 ও 458/1 (মোট প্রতি ভিত্ত) এবং 3475 (প্রতি পরচা), জে.এল. নং-24, টৌজী নং-23, ইন মৌজা-সাংকরপুর, আড্যার পি.এস.- হারা, ইন ডিস্ট্রিক্ট- উত্তর 24 পরগনা, সোনাপুকুর গ্রামের পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। উক্ত জমি পূর্ব দিকে সোনাপুকুর গ্রামের জমি দ্বারা সীমাবদ্ধ, পশ্চিম দিকে মসারাফের জমি এবং উত্তর দিকে আয়েনেহা বিটি-র জমি দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং দক্ষিণ দিকে ফাঁকা জমি দ্বারা সীমাবদ্ধ। তদনুসারে, উক্ত জমি পশ্চিমবঙ্গের মৌজা মানচিত্রে ওর্সে অনুসরণ করা হয়েছে এবং অফিসের রেকর্ডে এটি বুক নং-১, খণ্ড নং-1510-2018, পৃষ্ঠা 11591 থেকে 115978 পর্যন্ত, বছর 2018।

6	60350751006 0654	ট্রাস্ট 178	এসএমএফজি ইন্ডিয়া হোম ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড	11-ডিস-25	রাজীব সরকার (ঋণগ্রহীতা) বাসবী সরকার (সহ-ঋণগ্রহীতা) পুর্ণিমা সরকার (সহ-ঋণগ্রহীতা)	₹ 11,16,252.99 (তা 03-নভ-26)	06-জুল-23 ও 04-11-2026

সম্পত্তির বিবরণ: উক্ত জমিটি 2.5 কাঠা, 5 ছটাক এবং 35 বর্গফুট পরিমাণ জমি, যা 4 ডেসিমেল মিলিয়ে তৈরি, 2টি ঘর ও 4টি আবদ্ধ ঘরসহ, যার মধ্যে 2টি আবাসিক ভবন নির্মাণাধীন রয়েছে, যা দাগ নং-411, আর.এস. খতিয়ান নং- 119 ও 128, মৌজা- খাটিয়ান নং-237, নতুন খাটিয়ান নং-715, ইন মৌজা- লিল্যাগাঁর্দ, জেলা- দক্ষিণ 24 পরগনা, সাদর-বেজিস্ট্রি অফিস, বেহালা, ওয়ার্ড নং- 126, হোল্ডিং- ব্রজমণী দেবী রোড। উক্ত জমির বিবরণে, বিক্রয়ের আন্তিত্বলে জিনিত দেবী এবং পরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উক্ত জমি 15-12-1981 তারিখে সাত গীতা দেবী (বিক্রেতা) এবং দীপ কুমার সরকার (ক্রেতা) এর নামে রেজিস্ট্রি দস্তাবেজে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং পরবর্তীতে রেজিস্টার্স অফিস গৃহীত হয়, বুক নং-1, খণ্ড নং-57, পৃষ্ঠা 110 থেকে 116, বছর-1981।

7	60553951078 9072	ট্রাস্ট 178	এসএমএফজি ইন্ডিয়া হোম ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড	11-ডিস-25	সিদ্ধার্থ ঘোষ (ঋণগ্রহীতা) সুদেব ঘোষ (সহ-ঋণগ্রহীতা) পান্টা ঘোষ (সহ-ঋণগ্রহীতা)	₹ 17,17,382.77 (তা 03-নভ-26)	05-আগ-24 ও 04-11-2026

সম্পত্তির বিবরণ: উক্ত জমিটি চলমান অস্থায়ী সম্পত্তির অংশ, যা বাস্তু জমি, যার পরিমাণ 6 ডসিমেল, যা দাগ নং-653, মৌজা- পদ্মনগর, আন্ডার খতিয়ান নং-638, পিএস- মৌজা, জেলা- দক্ষিণ 24 পরগনা, এস.আর.ও. দপ্তর, দুজিনগড়, পশ্চিমবঙ্গ, উক্ত জমির পশ্চিম সীমানায় মার্বেল-ক্রোর করা ইটের বাড়ি, যার মধ্যে প্রায় এক বছরোর পুরোনো বাড়ি রয়েছে। প্রায় এক বছরোর পুরোনো বাড়ির পশ্চিমঘর বিকোই রীত্যায়, পুর্ব দিকে জনবসতি, দক্ষিণ দিকে ট্যাকা বাড়ির জমি এবং উত্তরে ভল জমি। দাবেজ অনুসারে, এটি 22-07-2021 এবং দলিল নং-94 দ্বারা নথিভুক্ত।

8	61693951161 5273	ট্রাস্ট 178	এসএমএফজি ইন্ডিয়া হোম ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড	11-ডিস-25	জাহাঙ্গীর শেখ (ঋণগ্রহীতা) রোহিদা বিবি (সহ-ঋণগ্রহীতা)	₹ 3,77,709.51 (তা 03-নভ-26)	05-জুন-25 ও 04-11-2026

সম্পত্তির বিবরণ: উক্ত জমিটি 03 ডেসিমেল জমি, যা দাগ নং-11343, আন্ডার খতিয়ান নং-5447, মৌজা-পাঁচগ্রাম, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পুলিশ স্টেশন-নবগ্রাম, জেলা-মুর্শিদাবাদ, এর অন্তর্গত। পশ্চিম দিকে মুর্শিদাবাদ জেলার সদর পুলিশ স্টেশনের অন্তর্গত, উত্তর দিকে বর্তমান জাহাঙ্গীর শেখোর জমি, দক্ষিণ দিকের জাহাঙ্গীরের জমি এবং পুর্ব দিলোর রায়র পাশে জমি। উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত নথিভুক্ত বিবরণ অনুযায়ী, প্রায় উল্লিখিত জমি ও বাড়ি, যা নাবন লেত্তির মর্ণর মধ্যে অবস্থিত।

9	60550751055 0196/6055395 10851310	ট্রাস্ট 178	এসএমএফজি ইন্ডিয়া হোম ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড	11-ডিস-25	শঙ্কর ভাদ্র (ঋণগ্রহীতা) সরস্বতী ভাদ্র (সহ-ঋণগ্রহীতা) শঙ্কর ক্রোথ সেন্টার (সহ-ঋণগ্রহীতা)	₹ 8,65,401.84 এবং ₹ 1,75,032 (তা 03-নভ-26)	05-ফেব-23 ও 04-11-2026

সম্পত্তির বিবরণ: উক্ত জমিটি 16.02 ডেসিমেল পরিমাণ জমি, যা দাগ নং-50, আর.এস. খতিয়ান নং-371, জে.এল. নং-108 এবং প্রটের এলাকা 10.28 ডেসিমেল বা 7405 বর্গফুট। এবং মাটির তলদেশ ও বিদ্যমান গ্রাউন্ড ফ্লোরের এলাকা 919.55 বর্গফুট। মৌজা-বেনুয়া, পি.এস.- সোনামুখী, জেলা-বাঁকুড়া, আড্যার রাধা মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত।

উপরোক্ত পদক্ষেপগুলি নেওয়া হচ্ছে, কোনও পরিবর্তে নোটিশের প্রয়োগের জন্য। উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/তাদের গ্যারান্টার এবং/অথবা (যেখানে প্রযোজ্য) তারা যদি এই নোটিশের প্রাপ্তির 60 (ষাট) দিনের মধ্যে এই নোটিশে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে এই ঋণ পরিশেধ না করেন, তবে এই নোটিশের 60 (ষাট) দিনের মধ্যে সিকিউরিটাইজেশন এবং পুনর্গঠন আর্থিক সম্পত্তি আইন, 2002 এর বিধান অনুযায়ী বিক্রয় ও দখল প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হবে এবং নিরাপত্তা স্বার্থের বলবৎ করা হবে।

তারিখ: 26.11.2026, স্থান: পশ্চিম বাংলা

স্বাক্ষরিত,
এসএমএফজি ইন্ডিয়া হোম ফাইন্যান্স কোম্পানির অনুমোদিত কর্মকর্তা,
অ্যাসেটস কেয়ার & রিকনস্ট্রাকশন এন্টারপ্রাইজ ল

ডিলিমিটেশন বিল পাশ করাতে ডিএমকে-র সঙ্গে গোপন বৈঠক! ১৫-১৮ ভোটের ব্যবধানে জয়ের দাবি বিজেপির

নয়াদিল্লি, ডিলিমিটেশন বিল পাশ করাতে ডিএমকে-র সঙ্গে গোপন বৈঠক! ১৫-১৮ ভোটের ব্যবধানে জয়ের দাবি বিজেপির, বদলাচ্ছে বিরোধী শিবিরের সমীকরণ?ডিলিমিটেশন বা লোকসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্বিন্যাস বিল পাশ করাতে এবার বিরোধী শিবিরেই ভাঙন ধরানোর কৌশল নিচ্ছে বিজেপি। আর সেই অঙ্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তামিলনাড়ুর শাসকদল ডিএমকে। বিলের পক্ষে স্ট্যালিনের দলের সমর্থন আদায় করতে কেঃন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে গোপনে আলোচনা অনেকটাই এগিয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা। শুধু তাই নয়, শেষ পর্যন্ত লোকসভায় প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেরিয়ে ১৫ থেকে ১৮ ভোটের ব্যবধানে বিল পাশ হয়ে যাবে বলে আত্মবিশ্বাসী কেঃন্দ্রের এক শীর্ষ আধিকারিক। ফলে ডিলিমিটেশন বিল ঘিরে নতুন করে চা।তে শুরু করেছে রাজনৈতিক উত্তাপ।সূত্রের খবর, গত সপ্তাহেই ডিএমকে নেতৃত্বের সঙ্গে কেঃন্দ্রের আলোচনা অনেকটা এগিয়েছে। দলের সাংসদ কানিমোঝি দিল্লিতে বিজেপির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেছেন বলেও জল্পনা ছ।য়িছে। সরকারি সূত্রের দাবি, মহিলা সংরক্ষণ এবং লোকসভা কেঃন্দ্রের সীমানা পুনর্বিন্যাস-দুই বিলের ক্ষেত্রেই কেঃন্দ্রকে সহযোগিতা করতে পারে এম কে স্ট্যালিনের দল। যদিও এই বিষয়ে ডিএমকে-র তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও অবস্থান স্পষ্ট করা হয়নি, তবু বিজেপির অঃ দরমহলে আশার সঞ্চার হয়েছে।সবচেয়ে তাপর্যপূর্ণ বিষয় হল, ডিএমকে যদি সত্যিই কংগ্রেসের অবস্থান থেকে সরে এসে



পৃথক সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে বিরোধী জোটের রাজনৈতিক সমীকরণে ব।স। পরিবর্তন ঘটতে পারে। এতদিন সংসদে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে সমন্বয় রেখেই চলেছে ডিএমকে। কিন্তু ডিলিমিটেশন ও মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে তাদের অবস্থান আলাদা হতে পারে বলে জল্পনা। সেই সম্ভাবনাকেই কাজে লাগাতে চাইছে বিজেপি।এই জল্পনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে লোকসভায় আসন বিন্যাসের পরিবর্তনের সম্ভাবনা। বর্তমানে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর পাশে বসেন ডিএমকে-র লোকসভা দলনেতা টি আর বালু। কিন্তু সেই আসন পরিবর্তন করে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সুদীপ বঃ দ্যাপাধ্যায়ের পাশে বসার আবেদন জানিয়েছে ডিএমকে। আগামী অধিবেশনেই এই পরিবর্তন কার্যকর হতে পারে বলে খবর। অন্যদিকে, সুদীপ বঃদ্যোপাধ্যায়ের পাশের আসন থেকে সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবকে রাহুল গান্ধীর পাশে বসানোর সম্ভাবনাও রয়েছে। ফলে সংসদের আসন বিন্যাসেও বিরোধী শিবিরের অভ্যন্তরীণ সমীকরণের পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে।তবে শুধু ডিএমকে-র সমর্থন পেলেই যে কেঃন্দ্রের কাজ সহজ হয়ে যাবে, তা নয়। কারণ বিল পাশ করানোর জন্য লোকসভায় প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার অঙ্ক যথেষ্ট কঠিন। বর্তমানে ৫৪০ জন কার্যকর সদস্যের লোকসভায় দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন পেতে প্রয়োজন ৩৬০টি ভোট। অন্যদিকে, এনডিএ-র হাতে রয়েছে প্রায় ৩২০ জন সাংসদের সমর্থন। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার লক্ষ্যে পৌঁছতে বিজেপিকে আরও কয়েকটি দলের সমর্থন প্রয়োজন।সেই জায়গাতেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ডিএমকে-র ২২ জন সাংসদের ভূমিকা। তাদের সমর্থন মিললে এনডিএ-র পক্ষে সমর্থনের সংখ্যা বে।ে দাঁ।াতে পারে ৩৪২। এরপর শরদ পাওয়ারের এনসিপির সাত সাংসদ পাশে দাঁ।ালে সেই সংখ্যা আরও বা।বে। যদিও তাতেও ৩৬০-এর প্রয়োজনীয় সংখ্যায় পৌঁছনো যাবে না। ফলে আরও কয়েকটি দলের সমর্থন আদায় অথবা ভোটাভুটির সময় বিরোধী সাংসদদের অনুপস্থিতি কেঃে দ্রর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।এখানেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে ১৫ থেকে ১৮ ভোটের ব্যবধানে বিল পাশ হওয়ার বিষয়ে এতটা আত্মবিশ্বাসী কেন কেঃন্দ্র? বিজেপির হাতে কি আরও কিছু দলের সমর্থনের হিসাব রয়েছে? নাকি ভোটাভুটির সময় বিরোধী শিবিরের অনুপস্থিতির উপর ভরসা করছে সরকার? রাজনৈতিক মহলে এখন এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে।সব মিলিয়ে ডিলিমিটেশন বিলকে কেঃন্দ্র করে সংসদের আগামী অধিবেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। একদিকে বিরোধীদের ঐক্য ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ, অন্যদিকে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা জোগা। করতে বিজেপির তপরতা। ডিএমকে শেষ পর্যন্ত কোন পথে হাঁটে, সেটাই এখন দেখার। স্ট্যালিনের দল যদি সত্যিই কেঃন্দ্রের পাশে দাঁ।ায়, তাহলে শুধু ডিলিমিটেশন বিলের অঙ্কই বদলাবে না, জাতীয় রাজনীতিতেও তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পাতে পারে। তবে গোপন বৈঠক ও সমর্থনের জল্পনা শেষ পর্যন্ত কতটা বাস্তবে রূপ নেয়, তার উত্তর মিলবে সংসদের ভোটাভুটিতেই।

বাগেশ্বর আমার ছোট ভাই, খুব করে বকে দিয়েছি', ভণ্ড-পাগল বলে আক্রমণের পর সুর নরম রামদেবের!

নয়াদিল্লি, বাগেশ্বর আমার ছোট ভাই, খুব করে বকে দিয়েছি', ভণ্ড-পাগল বলে আক্রমণের পর সুর নরম রামদেবের! কেন হঠা সাফাই যোগগুরুর?বাগেশ্বর ধামের প্রধান ধর্মগুরু ধীরে ৃদ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী ওরফে বাগেশ্বর বাবাকে প্রকাশ্যে ভণ্ড, ধূর্ত ও পাগল বলে আক্রমণ করেছিলেন যোগগুরু বাবা রামদেব। তাঁর একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্যের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন রামদেব। বিশেষ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে বাগেশ্বরের মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন তিনি। কিন্তু সেই আক্রমণের পর এবার অনেকটাই সুর নরম করলেন যোগগুরু। জানালেন, বাগেশ্বর বাবা তাঁর ছোট ভাইয়ের মতো। নিজের লোক বলেই তাঁকে বকাঝকা করেছেন। এমনকী রামদেবের দাবি, তাঁর সেই তিরস্কারকে ভালবাসা হিসেবেই গ্রহণ করেছেন বাগেশ্বর। দুই ধর্মগুরুর সমর্থকদের মধ্যে যাতে আর কোনও বিবাদ না ছ।য়, সেই আবেদনও জানিয়েছেন তিনি।সম্প্রতি একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্য করে সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছিলেন বাগেশ্বর বাবা। কখনও বাঙালির দুর্গাপুজোর খাদ্যাভ্যাস নিয়ে মন্তব্য, কখনও আবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে আপত্তিকর তুলনা। তাঁর বক্তব্য ঘিরে বিভিন্ন মহলে সমালোচনা শুরু হয়। বিশেষ করে রামের প্রশংসা করতে গিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা টানায় ক্ষুব্ধ হন বহু মানুষ।সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে রাম ও কৃষ্ণের তুলনা করতে গিয়ে বাগেশ্বর বাবা বলেন, তোমাদের কৃষ্ণ তো বাঁকা, আমাদের রামকে দেখো। তিনি চলেন সোজা, কাজ করেন সোজা, তাঁর নামটাও অতি সহজ। নিজের দৃঢ়তা বজায় রাখেন সবক্ষেত্রে। আর কৃষ্ণের মূর্তি দেখো। ঘাড়, কোমর বাঁকিয়ে বাঁশি বাজাচ্ছেন! বাঁশি যে কেউ বাজাতে



পারে, ভগবানের কাছে ওসব কোনও ব্যাপার নয়। আর বাঁশি কোনও কাজে লাগে না, রামের ধনুকই আসল।এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই বিতর্কের ঝ। ওঠে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে এমন তুলনা টানা উচিত হয়নি বলে সরব হন বহু ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও ভক্ত। যদিও পরবর্তী সময়ে নিজের মন্তব্যের জন্য ক্ষমাও চেয়েছিলেন বাগেশ্বর বাবা, তবু বিতর্ক থামেনি।এর আগেও কলকাতায় এসে দুর্গাপুজোর সময় আমিষভোজীদের পাখণ্ডী' বলে মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। বাঙালির খাদ্যাভ্যাস ও ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করার অভিযোগে তীব্র সমালোচনার মুখে পা।ছিলেন তিনি। সেই সমস্ত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই বাগেশ্বরের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন বাবা রামদেব।রামদেবের বক্তব্য ছিল, ধর্ম নিয়ে কথা বলার আগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

তিনি বলেছিলেন, কিছু মানুষ না বেদ পড়েছেন, না দর্শন-উপনিষদ, না কোরান, না রামায়ণ, না মহাভারত। এমনকী সংবিধান ও গণতন্ত্র সম্পর্কেও জানেন না তাঁরা। অথচ নানা কথা বলে চলেছেন। ওঁরা বলেন, আমরা সনাতন ও হিঃদু ধর্মকে বাঁচাব। আরে আগে নিজেকে বাঁচাও।শুধু তাই নয়, বাগেশ্বরের নাম না করেই তাঁর মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন যোগগুরু। রামদেবের বক্তব্য ছিল, কোনও দেবদেবীর মধ্যে তুলনা টানা কিংবা একজনকে ছোট করে অন্যজনের প্রশংসা করা উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে মন্তব্য করে ক্ষমা চাওয়ার পরেও একই ধরনের বক্তব্য সামনে আসায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর মতে, সমাজে সবকিছুরই নির্দিষ্ট মর্যাদা, শৃঙ্খলা ও নিয়ম রয়েছে। সনাতন ধর্মের নামে ভণ্ডামি করা কিংবা অবতারদের অসম্মান করার অধিকার কারও নেই। এই প্রসঙ্গেই বাগেশ্বরকে ধূর্ত, ভণ্ড ও পাগল বলে কটাক্ষ করেছিলেন রামদেব।তবে এবার সেই আক্রমণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অনেকটাই নরম সুরে কথা বলতে শোনা গেল তাঁকে। রামদেব বলেন, বাবা বাগেশ্বর আমার সন্তানের মতো। তিনি আমার ছোট ভাই এবং আমার শিষ্যের মতোও। আমি ওঁর মধ্যে ভুল দেখেছিলাম এবং তাতে আমার কষ্ট হয়েছিল। তাই আমি তাঁকে বকা দিয়েছিলাম। তিনি আমার তিরস্কারকে ভালবাসা হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। আর এটাই ওঁর মহানুভবতা। এই নিয়ে আর কোনও উচ্চবাচ্য করা উচিত নয়।একইসঙ্গে দুই ধর্মগুরুর অনুগামীদের উদ্দেশেও বিশেষ বার্তা দিয়েছেন যোগগুরু। তাঁর বক্তব্য, এই বিষয়টি নিয়ে দুই পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে অযথা বিবাদ তৈরি হচ্ছে। তা কোনওভাবেই কাম্য নয়। তাই সমর্থকদের এই বিতর্ককে আর এগিয়ে না নিয়ে যাওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।অর্থা, প্রকাশ্যে বাগেশ্বর বাবার কঠোর সমালোচনা করলেও ব্যক্তিগত সম্পর্কের জায়গা থেকে তাঁকে আপনজন বলেই মনে করেন রামদেব। ভুল দেখলে নিজের লোককেও যে বকাঝকা করা যায়, সেই যুক্তিতেই আগের মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিলেন যোগগুরু। এখন দেখার, রামদেবের এই সাফাইয়ের পর দুই ধর্মগুরুর অনুগামীদের মধ্যে চলা বিতর্কে আদৌ ইতি পড়ে কি না।

সাংহাই-কলকাতা উড়ানের জরুরি অবতরণ আগরতলায়!

নয়াদিল্লি, মাঝআকাশে অসুস্থ যাত্রী, প্রাণ বাঁচাতে সাংহাই-কলকাতা উড়ানের জরুরি অবতরণ আগরতলায়! তারপর কী হল? মাঝআকাশে হঠা অসুস্থ হয়ে পড়লেন এক যাত্রী। পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠায় কোনও ঝুঁকি নিতে চাননি পাইলট। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে বিমানটিকে জরুরি অবতরণ করানো হল আগরতলার মহারাজা বীর বিক্রম (এমবিবি) বিমানবন্দরে। মঙ্গলবার সকালে সাংহাই থেকে কলকাতাগামী ইন্ডিগোর একটি আন্তর্জাতিক উড়ানে এই ঘটনা ঘটে। বিমান সংস্থার তপরতা এবং বিমানবন্র কর্তৃপক্ষের দ্রুত পদক্ষেপে অসুস্থ যাত্রীকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিসার পর তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতিও হয়। পরে ওই যাত্রীকে অন্য একটি বিমানে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে ইন্ডিগো।

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 421 Tender Notice Date: 25/11/2026

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 421/11/2026-2027** dated 25/11/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 30.11.2026. 2.00 pm)
Last date of E-Submission: 05/12/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 423 Tender Notice Date: 25/11/2026

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 423/11/2026-2027** dated 25/11/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 30.11.2026. 2.00 pm)
Last date of E-Submission: 05/12/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 420 Tender Notice Date: 25/11/2026

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 420/11/2026-2027** dated 25/11/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 30.11.2026. 2.00 pm)
Last date of E-Submission: 05/12/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 422 Tender Notice Date: 25/11/2026

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 422/11/2026-2027** dated 25/11/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 30.11.2026. 2.00 pm)
Last date of E-Submission: 05/12/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 419 Tender Notice Date: 25/11/2026

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 419/11/2026-2027** dated 25/11/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 30.11.2026. 2.00 pm)
Last date of E-Submission: 05/12/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

মাদুরো গ্রেপ্তারের আগেই তেলের চুক্তি!

ওয়াশিংটন, ২৫ নভেম্বর ঃ মাদুরো গ্রেপ্তারের আগেই তেলের চুক্তি! কোটি কোটি টাকার অনুদান, ক্ষমতার অপব্যবহারে' তদন্তের মুখে ট্রাম্পের ডেপুটি ভ্যান্সভেনেজুয়েলার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে গ্রেপ্তারের আগেই কি সে দেশের তেল বিক্রির পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে ফেলেছিল আমেরিকা? বিশ্বের অন্যতম বৃহ তেল সংস্থা ভিটোলের সঙ্গে গোপনে চুক্তির আলোচনা হয়েছিল বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, কোটি কোটি টাকার রাজনৈতিক অনুদানের বিনিময়ে ওই সংস্থাকে ভেনেজুয়েলার তেল বিক্রির বরাত পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। আর এই গোটা প্রক্রিয়ায় মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের ভূমিকা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ উঠতেই তদন্তে নেমেছে মার্কিন সেনেট। ফলে মাদুরো গ্রেপ্তার এবং পরবর্তী সময়ে ভেনেজুয়েলার তেল বাণিজ্য নিয়ে নতুন করে অস্বস্তিতে পড়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, নিকোলাস মাদুরোকে গ্রেপ্তারের আগেই ভ্যান্সের সঙ্গে ভিটোলের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী অ্যাডিসনের তেল চুক্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। সেই চুক্তি কার্যকর হলে ভিটোল প্রায় ৬ হাজার ৩০০ কোটি টাকা পর্যন্ত মুনাফা করতে পারে বলে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সূত্রের দাবি, আলোচনার সময় ভ্যান্স জানতে চেয়েছিলেন, আমেরিকা যদি ভেনেজুয়েলার তেলের নিয়ন্ত্রণ পায়, তাহলে সেই অপরিশোধিত তেল কত দ্রুত আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করা সম্ভব হবে। জবাবে অ্যাডিসন জানিয়েছিলেন, এই কাজের জন্য ভিটোলই সবচেয়ে উপযুক্ত সংস্থা।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এবার তদন্ত শুরু করেছে মার্কিন সেনেট। ডেমোক্র্যাট কংগ্রেস সদস্য ম্যাগি হাসান আগামী ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে এই সংক্রান্ত সমস্ত নথি জমা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। বিশেষ করে ভ্যান্সের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের বৈঠক, তেল বিক্রি নিয়ে আলোচনা এবং ভিটোলকে লাইসেন্স দেওয়ার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য চাওয়া হয়েছে। কীভাবে এবং কোন যুক্তিতে ওই সংস্থাকে ভেনেজুয়েলার তেল বিক্রির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখতে চাইছেন তদন্তকারীরা। অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছেন ভিটোলের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী অ্যাডিসন। দাবি করা হচ্ছে, ২০২২ সালে ভ্যান্স যখন সিনেট নির্বাচনে লড়েছিলেন, তখন তাঁর নির্বাচনী প্রচারের জন্য ৩ লক্ষ ডলার অনুদান দিয়েছিলেন অ্যাডিসন। ভারতীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা। সেই রাজনৈতিক অনুদানের কারণেই কি পরবর্তীতে ভ্যান্সের প্রভাব খাটিয়ে ভিটোলকে ভেনেজুয়েলার তেল বিক্রির বরাত পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে মার্কিন রাজনীতিতে। যদিও অভিযোগের সত্যতা এখনও প্রমাণিত হয়নি। অন্যদিকে, নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন জেডি ভ্যান্স। তাঁর মুখপাত্র মার্কিন জ্বালানি দপ্তরকে জানিয়েছেন, কোনও রাজনৈতিক প্রভাব বা ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে নয়, সম্পূর্ণ যোগ্যতার নিরিখেই ভিটোলকে তেল বিক্রির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। অ্যাডিসনও ভ্যান্সের সঙ্গে কোনও গোপন বৈঠকের কথা অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, তেল বিক্রির বিষয়ে ভাইস প্রেসিডেংটের সঙ্গে কোনও গোপন আলোচনা হয়নি। তবে এই ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন তৈরি করেছে একটি বিমানযাত্রার তথ্য। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর, অর্থাৎ মাদুরোকে গ্রেপ্তারের এক সপ্তাহ আগে অ্যাডিসনের ব্যক্তিগত বিমান এবং ভ্যান্সের সরকারি বিমান মঃটানার একই বিমানবঃদরে উপস্থিত ছিল। যদিও এই তথ্য থেকেই তাঁদের মধ্যে কোনও বৈঠক হয়েছিল বলে নিশ্চিত হওয়া যায় না। অ্যাডিসনের দাবি, মাদুরো গ্রেপ্তারের দু'দিন পর, অর্থাৎ ৫ জানুয়ারি মার্কিন জ্বালানিমন্ত্রী ক্রিস রাইট তাঁকে ফোন করেছিলেন। সেই ফোনেই ভেনেজুয়েলার তেল বিক্রির প্রস্তাব দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন তিনি।মার্কিন জ্বালানি দপ্তরও ওই ফোনের বিষয়টি স্বীকার করেছে। এরপর ৯ জানুয়ারি ভিটোল এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা ট্রাফিগুরা ভেনেজুয়েলার তেল বিক্রির জন্য বিশেষ লাইসেন্স পায়। ফলে প্রশ্ন উঠছে, মাদুরো গ্রেপ্তারের আগেই কি এই সংস্থাগুলিকে তেল বিক্রির দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়ে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল? আর যদি তা হয়ে থাকে, তাহলে রাজনৈতিক অনুদান এবং সরকারি সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনও যোগসূত্র ছিল কি না, সেটাও খতিয়ে দেখতে চাইছে মার্কিন সেনেট।এদিকে, চলতি বছরের প্রথম ন'মাসেই আমেরিকা ভেনেজুয়েলার তেল থেকে প্রাপ্ত ১২০০ কোটি ডলারেরও বেশি রাজস্ব পরিচালনা করেছে বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। এই বিপুল অঙ্কের অর্থ এবং তেল বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ ঘিরেই গোটা বিতর্ক আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। একদিকে ভেনেজুয়েলার তেল বিক্রির দায়িত্ব বণ্টন, অন্যদিকে রাজনৈতিক অনুদানের অভিযোগ। সব মিলিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের অঃদরেই নতুন অস্বস্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তবে ভ্যান্স বা অ্যাডিসনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সত্যতা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সেনেটের তদন্তে বৈঠক, যোগাযোগ এবং লাইসেন্স প্রদানের নথি খতিয়ে দেখার পরই বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে। আপাতত মাদুরো গ্রেপ্তারের আগেই তেল চুক্তির আলোচনা হয়েছিল কি না এবং সেই প্রক্রিয়ায় কোনও রাজনৈতিক প্রভাব কাজ করেছিল কি না, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে মার্কিন সেনেট।

কলকাতা পুরভোট নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা রাজ্যের!

৩-র পাতার পর- সংখ্যা ৫০ থেকে বাড়িয়ে ৬৮ করা হয়েছে। কিন্তু এই পুনর্বিন্যাসের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদালতের দ্বারস্থ হন মামলাকারীরা। তাঁদের অভিযোগ, নিয়ম মেনে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করা হয়নি। বিশেষ করে কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। সেই অভিযোগকে কেঃন্দ্র করেই কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের হয়।এরপর মামলাটি কলকাতা হাই কোর্টে বিচারাধীন থাকাকালীন পুরভোট নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেয় ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য এবং বিচারপতি অর্জুন রায় মুখোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত মূল মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কলকাতা পুরসভার নির্বাচন করা যাবে না। অর্থা, আইনি জট না কাটলে ভোটের পথে এগোনো সম্ভব নয়। হাই কোর্টের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য সরকার।সোমবার প্রথমবার এই মামলা শুনানির জন্য ওঠে সুপ্রিম কোর্টে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হয়। রাজ্য সরকারের হয়ে সওয়াল করেন কেঃন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। শুনানির সময় পুরবোর্ডের অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও কীভাবে পুর প্রশাসক ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের সুপারিশ করতে পারেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে আদালত। বিচারপতিদের এই প্রশ্ন ঘিরে রাজ্যের অবস্থান নিয়ে আইনি মহলে চর্চা শুরু হয়। সেদিন মামলার শুনানি স্থগিত রাখার আবেদন জানিয়েছিলেন তুষার মেহতা। সেই মতো বুধবার ফের শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছিল।

আমরা ভিখারি নই, নিজেদের ভাগ

৩-র পাতার পর- সিদ্ধান্তকে ভালোভাবে নেয়নি কংগ্রেস নেতৃত্ব। তার উপর জোটের আলোচনা চলাকালীনই সমাজবাদী পার্টির তরফে একতরফাভাবে পাঁচটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে দেওয়া হয়। ফলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, দুই দলের মধ্যে আদৌ কি কোনও সমঝোতা রয়েছে? নাকি জোটের নামে কংগ্রেসকে কার্যত কোণঠাসা করার চেষ্টা চলছে?সমাজবাদী পার্টির এই অবস্থানে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন কংগ্রেসের রাজ্য সহ-সভাপতি ইমরান মাসুদ। তাঁর বক্তব্য, জোটের অর্থ একে অপরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে লড়াই করা। সেখানে শরিক দলের সঙ্গে লড়াই করে কোনও লাভ হবে না। তিনি বলেন, এভাবে নিজের জোটশরিকের সঙ্গে লড়াই করে কী অর্জন করবেন? এটা তো জোট নয়। জোটে সঙ্গীরা থাকে, ভিক্ষুকরা নয়। এরপরই তাঁর স্পষ্ট বার্তা, আমরা কোনও ভিক্ষা চাইছি না। আমরা আমাদের ভাগ চাইছি। ইমরানের দাবি, কংগ্রেসের নিজস্ব প্রার্থী তালিকাও তৈরি রয়েছে। কিন্তু জোটের স্বার্থে এখনও পর্যন্ত তা প্রকাশ্যে আনা হয়নি। অর্থা, সমঝোতা না হলে নিজেদের মতো করে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামার প্রস্তুতিও রয়েছে হাত শিবিরের।অন্যদিকে, কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টির এই সংঘাতকে হাতিয়ার করতে ছাড়ছে না বিজেপি। দুই বিরোধী দলের মধ্যে আসন নিয়ে টানাপড়েনকে কটাক্ষ করেছেন উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী কেশবপ্রসাদ মৌর্য। বিরোধীদের সম্ভাব্য জোটকে ঠগবন্ধন' বলে আক্রমণ করেছেন তিনি। বিজেপির বক্তব্য, যারা নিজেদের মধ্যে আসন ভাগাভাগি নিয়েই ঐকমত্যে পৌঁছতে পারছে না, তারা কীভাবে একসঙ্গে নির্বাচনী লড়াই করবে? ফলে বিরোধী শিবিরের এই মনোমালিন্য রাজনৈতিকভাবে বিজেপির কাছে বাড়তি সুবিধা তৈরি করতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝেই এবার ড্যামেজ কংট্রোলে নেমেছেন অখিলেশ যাদব। সমাজমাধ্যমে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো জানিয়েছেন, কংগ্রেসকে মাত্র ২৬টি আসনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। তাঁর বক্তব্য, প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় ওই ২৬টি আসনের কথা বলা হয়েছে। আগামী দিনে আরও আলোচনা হবে এবং কংগ্রেসকে অতিরিক্ত আসন দেওয়ার বিষয়টিও বিবেচনা করা হবে। এমনকী কংগ্রেসকে আরও আসনের তালিকা নিয়ে আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।অখিলেশের বক্তব্য, এমন বেশ কিছু আসন রয়েছে, যেখানে কংগ্রেসের জয়ের সম্ভাবনা থাকতে পারে, অথচ সেগুলি এখনও তাদের বিবেচনায় আসেনি। সেই কেন্দ্রগুলিও আলোচনায় তুলে ধরতে পারে হাত শিবির।



উত্তর বাংলার কোচবিহরের রাশ উৎসব উপলক

প্রসবের পর অর্ধেক সেলাই করা হচ্ছে সিজারের স্থান! হচ্ছে সংক্রমণ, সাংসদকে সামনে পেয়েই চিকিৎসকের কীর্তি ফাঁস রোগী পরিবারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৫ নভেম্বরঃ সিজারের পর একবারই সেলাই হওয়ার কথা। অথচ অধিকাংশ প্রসূতিকেই একাধিকবার সেলাই করাতে হচ্ছে। সেলাইয়ের জায়গায় ঘটছে সংক্রমণও। বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে গাফিলাতির গুরুতর অভিযোগে সরব রোগীর পরিজনেরা। ক্ষোভ প্রকাশ করলেন বিধায়ক। উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন সাংসদরা। অভিযোগ, সিজারের পর কোনও প্রসূতির পেটের কাটা অংশের একাংশ সেলাই না করেই রেখে দেওয়া হচ্ছে। কারোর ক্ষেত্রে আবার সেলাই ঠিকমতো না পা।য়, ঘটছে সংক্রমণও। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের প্রায় ৫০ শতাংশ প্রসূতির ক্ষেত্রেই ঘটছে এমন ঘটনা। সম্প্রতি এমন ঘটনা সামনে আসতেই ব্যাপক শোরগোল শুরু হয়েছে। হাসপাতালের চিকিৎসকদের বিরুদ্ধেই গাফিলাতির অভিযোগে সরব হয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক। রোগীর পরিজনদের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি গোটা ঘটনা পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন সাংসদও। যদিও অভিযোগ উড়িয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, আবহাওয়া ও পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত সমস্যা ও হাসপাতালে রোগীর অত্যধিক চাপের কারণেই গত তিন মাস ধরে প্রসূতিদের মধ্যে সংক্রমণের ঘটনা ঘটছে। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের উপর শুধু বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমাই নয়, নির্ভরশীল পার্শ্ববর্তী পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার একাংশও। সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে সরকারি এই হাসপাতালের উপরে এলাকার মানুষের ভরসাও অগাধ। কিন্তু সেই হাসপাতালেই এবার উঠল গুরুতর অভিযোগ। সম্প্রতি এক প্রসূতির পরিজন দাবি করেন, সন্তান প্রসবের জন্য তাঁর স্ত্রীর সিজার অপারেশন করা হয়। ৭ দিন পর হাসপাতাল থেকে ছুটি নেওয়ার ঠিক আগে ক্ষতস্থানে ড্রেসিং করতে গিয়ে জানা যায়, তাঁর স্ত্রীর পেটের কাটা অংশের একাংশ সেলাই না করেই, এতদিন রেখে দেওয়া হয়েছিল। সেলাই না পড়া ওই অংশে সংক্রমণও হয়েছে। পরে আবার দ্বিতীয়বার সেলাই করা হয়। হাসপাতালের চিকিৎসকদের এই গাফিলাতির অভিযোগ সামনে আসতেই জানা যায়, প্রসূতি বিভাগের প্রায় ৫০ শতাংশ প্রসূতির ক্ষেত্রেই এমন গাফিলাতির ঘটনা ঘটেছে। স্বাভাবিকভাবেই অধিকাংশ প্রসূতির শরীরে গুরুতর সংক্রমণ ঘটেছে। অভিযোগকে সামনে রেখে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, স্বাস্থ্য দফতর, স্থানীয় বিধায়ক ও সাংসদের দ্বারস্থ হয়েছেন রোগীর পরিজনেরা। হাসপাতালের চিকিৎসকদের এই চূড়ান্ত গাফিলাতি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্বয়ং বিধায়ক। সাংসদ সৌমিত্র খাঁ-ও বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, ''আমি মন্ত্রী সুমনা সরকারকে জানিয়েছি। আমরা দেখছি, স্টেপ নিচ্ছি। আমরা তো ডাক্তার নই, তাই বেশি বলতে পারি না। তবে আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে, যথাস্থানে তা জানিয়েছি।'' হাসপাতালের সুপার শুভঙ্কর কয়ালের বক্তব্য, ঠিকঠাক সেলাই করা হয়নি এটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। গত তিন মাস ধরে প্রসূতিদের এই ধরনের সংক্রমণের ঘটনা সামনে আসছে। তাঁর দাবি, সেলাইয়ের সমস্যার কারে নয়, মূলত আবহাওয়া, হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত সমস্যা ও হাসপাতালে অতিরিক্ত রোগীর চাপের কারণেই এই ধরনের সমস্যা হয়েছে।

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: Name of Work: 1." Temporary IT Work of CCTV Surveillance System in connection with the proposed visit of the Hon'ble Chief Minister, Government of West Bengal, for Administrative Review Meeting at Srijani Hall, Durgapur, Paschim Bardhaman, on 27.11.2026." 2." Temporary IT Work of AV System, Display and Allied IT Infrastructure in connection with the proposed visit of the Hon'ble Chief Minister, Government of West Bengal, for Administrative Review Meeting at Srijani Hall, Durgapur, Paschim Bardhaman, on 27.11.2026." 3." Temporary IT Work of Sound System in connection with the proposed visit of the Hon'ble Chief Minister, Government of West Bengal, for Administrative Review Meeting at Srijani Hall, Durgapur, Paschim Bardhaman, on 27.11.2026." **SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No: WBPWD/EE/BIT/NIQ-146, 147 & 148 of 2026-27** Last date of submission of Quotation: **26.11.2026 up to 11:00 AM**. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**

Sd/- EE,
Bidhannagar IT Division,
PWD

হাওড়া পৌরনিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ফোনঃ ০৩৩ ২৬৬৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ৫২১৮

সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন-এর ওয়ার্কশপ বিভাগের কাজের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য, সক্ষম ও প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের দপ্তরে পাওয়া যাবে **https://www.wbtenders.gov.in**। দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০৫.১২.২০২৬, সন্ধ্যা ৬.০০টা পর্যন্ত। কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার এইচএমসি কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নংঃ TN/ED/WO.SH./001/26-27, তারিখঃ ২৩-১১-২০২৬

১১৯(১)/২৬-২৭ — সচিব
২৫.১১.২৬ — হাওড়া পৌরনিগম

দুটি ট্রেনের পুনর্নির্ধারণ

ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিংয়ের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে, উত্তর রেলওয়ের অম্বালা ডিভিসনে যমুনানগর জগাধরী স্টেশনে ০৬.১২.২৬ তারিখ থেকে ১০.১২.২৬ তারিখ ১৭.০০ ঘ. পর্যন্ত ৫ দিন প্রি-নন ইন্টারলকিং এবং ১১.১২.২৬ তারিখ থেকে ১৩.১২.২৬ তারিখ ১৫.০০ ঘ. পর্যন্ত ৩ দিন নন-ইন্টারলকিং করা হবে। ফলস্বরূপ, **১২৩২৫ কলকাতা-অম্ব অন্দৌরা গুরুমুখী সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২৬) ২ ঘন্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে অর্থাৎ কলকাতা থেকে ০৭.৪০ ঘ.-র পরিবর্তে ০৯.৪০ ঘ.-তে ছাড়বে এবং **১২৩৫৭ কলকাতা-অমৃতসর দুর্গিয়ানা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২.১২.২৬) ৩ ঘন্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে অর্থাৎ কলকাতা থেকে ১২.১০ ঘ.-র পরিবর্তে ১৫.১০ ঘ.-তে ছাড়বে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুণ ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এনআইটি/০২/২৬/৬১ তারিখঃ ২৩.১১.২০২৬। প্রিন্সিপাল চীফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে ফেয়ারলি প্লেস, ৩য় তল, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি সরবরাহ করার জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **সারণী-এঃ ক্রম নং., টেন্ডার নং., বিবরণ এবং ইএমডি যথাক্রমেঃ (১) ২০২৬১০৭৪;** সংযুক্ত অ্যানেক্সার অনুযায়ী ৪১ টি আইটেম সমন্বিত ইপি ইউনিটের (মেসার্স এস্কর্টস মেক) অতিরিক্ত যন্ত্রাংশের কিট; ৮,৪৭,১৩০। **(২) ২০২৬৩০০১;** মেধা টাইপ ৩ ফেজ ইএমইউ মোটর কোচের টিএমই-৪৮-৪৫-৬ মডেলের ৩ ফেজ এসি ট্র্যাকশন মোটরের জন্য সেন্সর সেট। ২,১৪,৩১০। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ক্রম নং. ১ ও ২ প্রতিটির জন্য ১৭.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; **(৩) ২০২৬৩০০৮;** ৩ ফেজ এসি ট্র্যাকশন মোটর টাইপ এমজেসি ২৮০-১ এর জন্য পিনিয়ন; ৩,২৯,৯৮০। **(৪) ২০২৬৩০০৭;** মেধা টাইপ ৩ ফেজ এসি ইএমইউ মোটর কোচের টিএমই-৪৮-৪৫-৬ মডেলের ৩ ফেজ এসি ট্র্যাকশন মোটরের পিনিয়ন; ২,৮৪,৬৮০। **(৫) ১৯২৫৫০৩৫;** মোটর অ্যাসেম্বলিসহ রেডিয়েটর ফ্যান ইত্যাদি সংগ্রহ; ১,২৮,৯৩০। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময় ঃ** ক্রম নং. ৩ থেকে ৫ প্রতিটির জন্য ১৬.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; **(৬) ২১২৬১০৫৯;** মার্ক-৫০ হাই ক্যাপাসিটি ড্রাফট গিয়ার ইত্যাদির জন্য পিওএইচ কিট নং ১; ২,৩৪,৭০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময় ঃ** ২২.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; **(৭) ২১২৬১৩৬০এ;** স্ল্যাক অ্যাডজাস্টার ইত্যাদি; ৬,৩৪,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময় ঃ** ২৮.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; **(৮) ২১২৬২০৯২এ;** বিএমবিএস ব্রেক সিলিন্ডার ১১ সংগ্রহ; ২,৭৯,৪৪০। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময় ঃ** ২২.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; **(৯) ১১২৬১০৭৪;** ব্রেক গিয়ার বুশ ইত্যাদির কিট; ৫,০৮,০২০। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময় ঃ** ০৯.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে;**(১০) ১০২৬২৩৩৭;** ইএলজিআই ব্র্যান্ডের জন্য টিওএইচ কিট-এর সেট; ৩,৩০,০৮০। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৪.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; **(১১) ০৫২৬১২৭৫;** ৭টি উপাদান ইত্যাদি সমন্বিত পিইউ পেইন্ট সংগ্রহ; ৪,৪৮,৩৪০। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৯.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; **(১২) ০৭২৬১১৭৭;** আরডিএসও-এর স্পেসিফিকেশন নং সি-৯৪০৭, টাইপ-II, আগস্ট ২০২৩-এর সংশোধনী রিভ.৪ অনুযায়ী রেলওয়ে কোচে ব্যবহারের জন্য উডেন বেসড ইমপ্রেগনেটেড কম্প্রেসড ল্যামিনেট সাইজ ২৮৫০ মিমি X ১২২০ মিমি X ১২ মিমি সংগ্রহ; ৩,২২,৫৯০। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৪.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; **(১৩) ২০২৬১৩৪০এ;** ট্র্যাকশন পিভটের জন্য টপ বুশ; ১,২৩,২৬০। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৫.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; **(১৪) ২০২৬৩০৮৫;** ইপি ইউনিট লেভেল-II-এর জন্য কিট (এফটিআইএল পার্ট নম্বর অনুযায়ী); ১,৫০,৫৫০। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময় ঃ** ১৬.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; **(১৫) ২০২৬১৩৯৮;** ইএমইউ-এর জন্য ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরের ফিক্সড ও মোবাইল কন্টাক্টের সেট, ১টি; ১,৭৪,৩৯০। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৭.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; **(১৬) ১১২৬১৫৭৯;** পাতলা দেয়ালবিশিষ্ট ইলাস্টোমেরিক কেবল ইত্যাদি; ৩,১২,০৯০। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৪.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; **(১৭) ০৫২৬১২২৭এ;** ডব্লুএজি-৯ ও ডব্লুএপি-৭ ইত্যাদির জন্য ট্রান্সফরমার অয়েল সংগ্রহ; ৭,০৫,০১০। **(১৮) ১০২৬১১১১;** রাবার শিট, সাইজ ৬০০ মিমি ইত্যাদি; ১,২৬,২২০। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময় ক্রম নং. ১৭** ও ১৮ প্রতিটির জন্য ১৫.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে **(১৯) ১২২৬_সিএমএসএক্সআইএনজি_** ৪৯৬৭; আরডিএসও ড্রইং নং. টি-৪৯৬৭, অল্ট-১০ অনুযায়ী ১ ইন ৮.৫ বিজি ৬০কেজি লোডে সিএমএস ক্রসিং-এর জন্য রানিং কন্ট্রাক্ট; ১৭,৪০,৭১০। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়** ২২.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; **(২০) ২২২৬১৬০৮;** ইঞ্জ. এটেজোলিজুম্যাব ১২০০ মিগ্রা; ০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৬.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; **টেন্ডারের মূল্য ঃ** ক্রম. নং ১ থেকে ২০ প্রতিটির জন্য 'ও'।

সারণী-সি ক্রম নং; টেন্ডার নং; সংক্ষিপ্ত বিবরণ; আনুমানিক টেন্ডারের মূল্য যথাক্রমে ঃ **(১) ৫২২৬৭৭৯২;** ব্রেক ডিস্ক ফাস্টেনার কিট; ৭৮,২৩,৮৭২.০০; **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ** ২১.১২.২০২৬; **(২) ৫২২৬৭৭৯৪;** হুইল মাউন্টেড ব্রেক ডিস্ক; ৬৭,৯৬,৮০০; **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ঃ** ২১.১২.২০২৬; **(৩) ৫২২৬৭৭৯৫;** হুইল মাউন্টেড ব্রেক ডিস্ক; ৫০,৬২,২০০; **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ঃ** ২১.১২.২০২৬; **(৪) ৫২২৬৭৮৫০;** হিট রিলিজ রেট টেস্টিং ইকুইপমেন্ট; ৬৫,৩৮,১৭৫; **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ঃ** ২১.১২.২০২৬। **দ্রষ্টব্য ঃ** উপরে উল্লিখিত সমস্ত টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং সকল টেন্ডারদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাদের টেন্ডার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের বিষয়ে আরও বিশদ জানতে অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটটি দেখুন। STORES-52/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br-III, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT No. : KMC/EE-III/29/8/26-27/US (1ST CALL) Name of work : **Repair of Sanitary Latrine at 86/H/12, 88 N.N Road, 45A/H/11, 48/H/3, 48 Canal East Road and others Uttaran Places in Ward No.29.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.2,99,057.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

2. NIT No. : KMC/EE-III/29/9/26-27/US (1ST CALL) Name of work : **Improvement of Uttaran Passage at 89/H/16, 103 NN Road, 55 Sastitala Road and other places in Ward No.29. (Due to laying of Sewer).** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.2,40,502.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **04.12.2026 upto 12 noon (for Sl.No.1 & 2).** Date and Time of opening of Bid : **07.12.2026 after 12 noon (for Sl.No.1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **27.11.2026 - 5 p.m. (for Sl.No. 1 & 2)** from the website **https://wbetender.nic.in (for Sl.No.1 & 2).**

The **Executive Engineer (Civil), Br-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :-

NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/083/05/2026-2027/D Name of work : **Restoration of Paver Block & I.P.S. Footpaths/Passages at 43, K.P. Lane, 1/B, Tincowrie Ghosh Lane, 20/13, I.G. Street, 124, 126 S.P.M Road, 238 K.G. Road etc. in Ward No.083.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.2,99,222.54.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **90 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **08.12.2026 - 12 noon.** Date of opening of tender : **10.12.2026 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **28.11.2026 - 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **C-ICMP (Supply Department), KMC** invites e-tender online in two bid systems for following work :-

E-NIT No. : KMC/C-ICMP(S)/33/A421/2026-2027 (2nd Call). Name of work : **Tender for spare parts of Knapsack Sprayer for Vector Control under Health Department for the F/Y 2026-2027.** Estimated Cost : **Rs.2,28,485.00.** Earnest Money : **Rs.4,570.00.** Last date and time of submission of Bid : **05.12.2026 at 2 p.m.** The tender will be opened on : **07.12.2026 at 2 p.m.** Tender documents will be available on and from **27.11.2026 from 2:30 p.m.** Details will be available in the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Civil)/BR-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/030/26-27 Name of work : **Imp. of road by laying Hot-Mix at Amritalal Mukherjee Road Bye Lane near Pre.No.85F in Ward No.125.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,44,641.34.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

2. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/015/26-27/UTTARAN/ 3RD CALL Name of work : **Maintenance of C.C. Road at Gopalnagar (Slum Area) near Pre.No.II in Ward No.142.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,62,031.89.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **05.12.2026 - 12 noon (for Sl.No.1 & 2).** The Tender will be opened on : **07.12.2026 - 12 noon (for Sl.No.1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **27.11.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).**

The **Executive Engineer (Civil), Borough-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT No. : KMC/IX/077/020/2026-2027 Name of work : **Restoration of I.P.S Passage at 29/A, Ekbalpore Lane, 30, 31, Dent Mission Road, 6,7,12,13, M.M. Ali Road and its surrounding area in Ward No.77.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.2,99,515.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

2. NIT No. : KMC/IX/078/039/2026-2027 Name of work : **Restoration of I.P. Passage at 8/3, 32 Mominpore Road and different place in Ward No.78.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.2,84,138.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **07.12.2026 - 12 noon (for Sl.No.1 & 2).** Tender will be opened on : **09.12.2026 - 12 noon (for Sl.No.1 & 2).**

3. NIT No. : KMC/IX/080/018/2026-2027/UTTARAN Name of work : **Maintenance of surface drain by desilting at Sick Lyn Uttaran in Ward No.80.** Estimated Amount (including GST and CESS) : **Rs.1,49,649.00.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.** Period of Completion : **60 Days.**

4. NIT No. : KMC/IX/080/019/2026-2027/UTTARAN Name of work : **Maintenance of surface drain by desilting at Indira Pally and Khalbari Uttaran in Ward No.80.** Estimated Amount (including GST and CESS) : **Rs.1,49,628.00.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.** Period of Completion : **60 Days.** Last date and time of submission of bid : **05.12.2026 - 12 noon (for Sl.No.3 & 4).** Tender will be opened on : **07.12.2026 - 12 noon (for Sl.No.3 & 4).** The bid forms and other details are available on and from **27.11.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1 to 4).** The website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 to 4).**

760 / 26-27

MANAPPURAM FINANCE LTD.

CIN: L65910KL1992PLC006623,
Registered Office: W - 4/ 638A, Manappuram House,
P.o. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

নীলামের বিজ্ঞপ্তি

বন্ধকীকারকগণ –তা' সে সুনির্দিষ্ট হোন বা জনসাধারণ – এতদ্বারা সামগ্রিকভাবে অবগত হচ্ছেন যে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টসমূহে বন্ধক–রাখা সোনার অলঙ্কারের জনসমক্ষে নীলাম–হাঁকার প্রস্তাবনা আয়োজিত হতে চলেছে নিম্নলিখিত শাখাগুলিতে 16.12.2026 তারিখে, সকাল 10–টা থেকে। ঋণগ্রহীতা ঋণশোধে অক্ষম গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নীলাম করছি যাঁরা রেজিস্টার্ড চিঠি দ্বারা অবগত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের ঋণ–পরিমাণের প্রেক্ষিতে অর্থপ্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছেন। নীলামে না–ওঠা দ্রব্যসামগ্রীর নীলাম অন্য যেকোনো দিনে কোনো আগাম বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই সংঘটিত হবে। স্থান বা তারিখে কোনো পরিবর্তন ঘটলে (যদি থাকে) তা' নীলামস্থলে এবং ওয়েবসাইটে কোনোরূপ পূর্ব–বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই প্রদর্শিত হবে।

বন্ধকী সামগ্রীর তালিকা :-

বাঁকুড়া, বাঁকুড়া, 0138510700005535, 5984, 6177, 0138510730031880, 4038, 4308, 4337, 4394, 4454, 4564, 4573, 4599, 4616, 4619, 4633, বিষ্ণুপুর, 0138640700005268, 5269, 5410, 5411, 5422, 5438, 5444, 5472, 5478, 0138640730039336, 9346, 9440, 9739, 9740, 9779, 9789, 9797, 9813, 9825, 9836, 9839, 9840, 9844, 0138640750000519, সোনামুখি, 0138140700005446, 5538, 5541, 6141, 6156, 6174, 6194, 6421, 6431, 6461, 6511, 0138140730031521, 4744, 4761, 5126, 5133, 5147, 5173, 5189, 5203, 5254, 5257, 5290, 5295, বর্দ্ধমান, আসানসোল, 0109330700025912, 6175, 6202, 6207, 6232, 6908, 6971, 7266, 7270, 7277, 7281, 7298, 7307, 7313, 7315, 7322, 7324, 7330, 7334, 7347, 7359, 7360, 7362, 7366, 7379, 7381, 7388, 7392, 7407, 0109330730031930, 3667, 3862, 8637, 8677, 8725, 8828, 8829, 8926, 9160, 9274, 9281, 9286, 9328, 0109330750000281, বার্নপুর রোড, আসানসোল, 0116850700037682, 8076, 8080, 8090, 8112, 8128, 8132, 8168, 8169, 8189, 8197, 8203, 8207, 8215, 9288, 9302, 9421, 9454, 9550, 9591, 9628, 9678, 9695, 9726, 9750, 9770, 9771, 9775, 9796, 9803, 9817, 9818, 9833, 9834, 9845, 9859, 9860, 9875, 9876, 9882, 9884, 9889, 0116850730047307, 8643, 8929, 9028, 0116850730058672, 8762, 9052, 9198, 9199, 9259, 9417, 9418, 9422, 9453, 9461, 9479, 9480, 9481, 9482, 9483, 9487, 9489, 9494, 9495, 9537, 9578, 9590, 9598, 9613, 9624, 9652, 9684, 9700, 9708, 9712, দুর্গাপুর, 0109140700041287, 1297, 1366, 2436, 2442, 2777, 2842, 2856, 2857, 2884, 2892, 2909, 2936, 2945, 2950, 2961, 2972, 2991, 2992, 3009, 3012, 3013, 0109140730070626, 0627, 1440, 2506, 2592, 0109140730081639, 1687, 1702, 1802, 1817, 2084, 2221, 2252, 2272, 2512, 2521, 2529, 2536, 2625, 2668, 2695, 2714, 2759, 2787, 0109140750000589, হাটতলা রোড, দুর্গাপুর, 0117370700030678, 0759, 0763, 0764, 1540, 1628, 1939, 1947, 1965, 2011, 2012, 2038, 2056, 0117370730038693, 8694, 8734, 0117370730044117, 4191, 4272, 4330, 4811, 4898, 4917, 4918, 4973, 5036, 5049, 5082, 5107, জামুরিয়া বাজার, বর্ধমান, 0132610700033392, 3417, 3481, 3504, 4702, 4793, 5213, 5221, 5232, 5239, 5250, 5261, 5275, 5313, 5317, 5323, 5328, 5341, 5369, 5376, 5379, 5393, 0132610730042863, 2940, 2941, 2942, 3274, 3354, 3606, 3736, 3749, 3752, 9365, 9514, 9679, 9743, 0132610730050369, 0372, 0447, 0468, 0511, 0538, 0559, 0587, 0589, 0664, 0673, 0687, 0694, 0716, কালনা, পশ্চিমবঙ্গ, 0115270700034263, 5042, 5431, 5437, 5496, 5527, 5533, 5534, 5557, 5559, 0115270730051874, 2114, 7365, 7534, 7679, 7811, 7898, 8068, 8250, 8265, 8347, কাটোয়া-সার্কাস ময়দান, 0117220700043475, 3478, 3480, 3481, 3482, 4219, 4247, 4576, 4587, 4589, 4593, 4600, 4644, 0117220730168925, 9211, 9338, 9354, 9444, 9470, মেমারি, 0135450700017801, 8617, 8634, 8644, 8645, 8665, 8681, 9041, 9061, 9179, 9181, 0135450730059611, 0135450730064044, 4619, 4708, 4728, 4732, 4775, 0135450750000414, রানীগঞ্জ, বর্ধমান, 0117650700037539, 7544, 7599, 7602, 7630, 7631, 7655, 8772, 9141, 9168, 9186, 9200, 9204, 9219, 9248, 9253, 9265, 9323, 0117650730031220, 1343, 2034, 2087, 2278, 2359, 8497, 8498, 8993, 9106, 9397, 9419, 9424, 9506, 9551, 9579, 9635, 9640, 9649, 9668, 9699, 9700, 9717, 0117650750000204, বীরভূম, বোলপুর পশ্চিমবঙ্গ, 0135340700028249, 8251, 8254, 8261, 8263, 8265, 8310, 9611, 9616, 9623, 9624, 9633, 9635, 9665, 9685, 9696, 9720, 0135340730045313, 6453, 6456, 6494, 9840, 9903, 9950, 9964, 0135340730050027, 0257, 0258, 0424, 0512, 0531, 0552, 0630, 0678, রামপুরহাট পশ্চিমবঙ্গ, 0135370700032720, 2818, 3228, 3369, 3407, 3481, 3500, 5276, 5303, 5311, 5373, 5375, 5377, 5385, 5405, 5409, 5420, 5426, 5443, 5501, 0135370730061856, 2055, 2057, 2361, 2522, 2523, 6777, 6922, 7180, 7393, 7407, 7481, 7482, 7504, 7562, 7563, 7606, 7615, 7645, 7691, 7692, 7694, 0135370750000171, সিউড়ি, 0135420700022960, 3486, 3536, 3555, 3599, 3615, 3633, 3635, 3654, 5178, 5241, 5508, 5512, 5514, 5537, 5547, 5564, 5570, 5579, 5588, 5598, 5600, 5609, 5615, 0135420730070174, 0212, 0213, 0398, 0401, 0544, 0742, 1167, 1189, 1224, 1225, 1622, 8096, 8273, 8282, 8395, 8427, 8559, 8674, 8981, 8989, 8998, 9066, 9073, 9075, 9085, 9087, 9115, 9116, 9140, 9209, 9231, 9234, 9260, 0135420750000545, দার্জিলিং, বর্ধমান রোড শিলিগুড়ি, 0135680700009259, 9938, 9939, 9945, 9970, 9974, 9989, 9990, 9991, 0135680730032391, 7516, 7521, 7533, 7644, 7658, 7700, 7715, 7719, 7721, 7728, 7730, দার্জিলিং, 0139390700004910, 5530, 5592, 5689, 5765, 5767, 5794, 5796, 5798, 0139390730027745, 7969, 7982, 7998, 8008, 8049, 8050, 8066, 8067, 8088, 8093, কালিমপং, 0139260700003628, 4256, 4268, 4275, 4292, 4323, 0139260730019074, 9181, 1017, 1140, 1146, 1147, 1156, 1245, 1298, 1326, কার্সিয়ং, 0139400700002747, 0139400730008996, এসএফ শিলিগুড়ি, 0139200700008490, 8504, 8519, 8879, 8896, 8900, 8963, 8976, 8977, 0139200730023830, 3887, 4113, 4447, 4519, 4585, পূর্ব মিদনাপুর, মেদিনীপুর, 0135670700016607, 6611, 6622, 6670, 7194, 7207, 7212, 7507, 0135670730078589, 9576, 9868, 9870, 0135670730080000, 0234, 4237, 4293, 4334, 4344, 4377, 4387, 0135670750000063, হুগলী, আরামবাগ, 0113280700061735, 2583, 2612, 2634, 2683, 2871, 3040, 3098, 3143, 0113280730103720, 3722, 3885, 9191, ব্যান্ডেল, 0111540700034056, 4295, 4296, 4297, 4299, 4345, 4366, 4370, 4372, 5170, 5187, 5238, 5545, 5578, 5579, 5581, 5641, 5647, 5650, 5652, 5654, 5657, 5700, 0111540730066199, 6448, 6469, 0111540730070919, 0929, 0997, 1005, 1040, 1373, 1657, 1660, 1693, 1694, 1695, 1733, 1736, 1760, 1761, 1764, 1776, 1798, 1799, 1840, 1871, 1900, 1901, 1902, 1908, 1921, চন্দন নগর, 0112670700057367, 7457, 7472, 7503, 8661, 8752, 8767, 9073, 9210, 9263, 9301, 9303, 9307, 9309, 9315, 9350, 9354, 9362, 9365, 9374, 9405, 9427, 0112670730081310, 1311, 2768, 2901, 0112670730092321, 2479, 2594, 2631, 2648, 2692, 2849, 3044, 3147, 3236, 3325, 3326, 3327,

ঐতিহাসিক জয়েও কাটেনি শঙ্কা!

কোন অঙ্কে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ টু-র নকআউটে উঠবে ইস্টবেঙ্গল?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ নভেম্বরঃ মঙ্গলবার বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ইতিহাস। প্রথম ভারতীয় ক্লাব হিসেবে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ টু-র মূলপর্বে জয় পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল। ৮৭ মিনিটে জিকসন সিং থাউনাওজামের গোলে জর্ডনের আল হুসেন এসসি-কে ১-০ হারিয়ে নকআউটের আশা জিইয়ে রাখল লাল-হলুদ শিবির। ২০২৪-২৫ মরসুমে প্রতিযোগিতার নতুন নামকরণের পর এটিই কোনও ভারতীয় ক্লাবের প্রথম সাফল্য। তবে ঐতিহাসিক তিন পয়েন্ট এলেও শেষ ষোলোর পথ মোটেই সহজ নয়। সামান্য ভুলে থমকে যেতে পারে অভিযান। পাঁচ ম্যাচ শেষে গ্রুপ 'ডি'-তে ১০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ইরাকের আল শর্তা। নকআউটের টিকিট ইতিমধ্যে পাকা। তবে দ্বিতীয় স্থানের লড়াইয়ে তিন ক্লাব। ৭ পয়েন্ট নিয়ে দু'নম্বরে ওমানের ক্লাব আল-সিব। ইস্টবেঙ্গল ও আল হুসেন-দু'দলেরই সংগ্রহে ৫ পয়েন্ট। পাঁচ ম্যাচে ১ জয়, ২ ড্র ও ২ হারে ৫ গোল দিয়ে ৭ গোল হজম করেছে মশাল বাহিনী। তবে মুখোমুখি লড়াইয়ের (হেড-টু-হেড) হিসেবে আল হুসেনকে টপকে তিন নম্বরে কলকাতার প্রধান। গ্রুপ থেকে আর একটিই দল যাবে শেষ ষোলোয়। আগামী ৮ ডিসেম্বর গ্রুপের শেষ রাউন্ড। সে দিন বাগদাদে গ্রুপ শীর্ষে থাকা আল শর্তার ঘরের মাঠে নামবে ইস্টবেঙ্গল। অ্যাওয়ে ম্যাচে জয় ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই। তিন পয়েন্ট পেলে লাল-হলুদের ঝুলিতে জমা হবে ৮ পয়েন্ট। তবে শুধু নিজেরা জিতলেই চলবে না, তাকিয়ে থাকতে হবে গ্রুপের অন্য লড়াইয়ের ফলাফলের দিকেও। সেই



ম্যাচে মুখোমুখি আল হুসেন ও আল-সিব। ইস্টবেঙ্গলের স্বার্থে জর্ডনের ক্লাব আল হুসেনকে হারাতেই হবে ওমান চ্যাম্পিয়ন আল-সিবকে। তেমনটা ঘটলে আল-সিব আটকে থাকবে ৭ পয়েন্টে, আর আল হুসেন পৌঁছে যাবে ৮ পয়েন্টে। বাগদাদে ইস্টবেঙ্গল জিতলে দুই দলের পয়েন্টই সমান (৮) হবে। সে ক্ষেত্রে মঙ্গলবারের জয়ের সুবাদে হেড-টু-হেড হিসেবে এগিয়ে থেকে গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে শেষ ষোলোয় পৌঁছে যাবে আন্তোনিও হাবাসের ছেলেরা। বাগদাদে পয়েন্ট নষ্ট করলেই বিদায় নিশ্চিত। নকআউটে যাওয়ার জন্য ইস্টবেঙ্গলের সামনে থাকা দুই শর্ত- (১) বাগদাদে জয়-আগামী ৮ ডিসেম্বর গ্রুপের শেষ ম্যাচে আল শর্তাকে তাদের ঘরের মাঠে হারাতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। তাতে লাল-হলুদের পয়েন্ট হবে ৮। (২) আল হুসেনের জয়-গ্রুপের অন্য ম্যাচে আল-সিবকে হারাতে হবে আল হুসেনের। ফলে আল-সিব ৭ পয়েন্টে আটকে থাকবে এবং হেড-টু-হেড হিসেবে আল হুসেনকে (৮ পয়েন্ট) টপকে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করবে ইস্টবেঙ্গল।

মনোনয়ন জমা দিলেন না পিটি উষা! সভাপতি পদে এবার ত্রিমুখী লড়াই

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বরঃ ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার সভাপতি পদের লড়াই থেকে সরে দাঁড়ালেন বিদায়ী প্রধান পিটি উষা। মঙ্গলবার মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনেও নাম নথিভুক্ত করেননি তিনি। ফলে আগামী ৫ ডিসেম্বরের নির্বাচনে শীর্ষ পদের দৌড়ে আপাতত ত্রিমুখী লড়াই। ২০১২ লন্ডন অলিম্পিকসে ব্রোঞ্জজয়ী শুটার গগন নারাংয়ের মুখোমুখি বিজেপি নেতা তথা তিরন্দাজি সংস্থার সচিব বীরেন্দ্র সচদেব এবং আইওএ-র প্রাক্তন সচিব ও ফেন্সিং সংস্থার বর্তমান সচিব রাজীব মেহতা। চার বছর অন্তর হওয়া এই নির্বাচনে সভাপতি ছাড়াও সিনিয়র সহ-সভাপতি, দুই সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, দুই যুগ্ম সচিব ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য পদে ভোট হবে। এবার রিটার্নিং অফিসারের স্ক্রুটিনির পালা, নাম প্রত্যাহারের শেষ দিন ২ ডিসেম্বর। চলতি মাসের শুরুতে 'স্পোর্টসপার্সনস অব আউটস্ট্যান্ডিং মেরিট' কোটায় সাধারণ সভায় নির্বাচিত আট ক্রীড়াবিদের তালিকায় জায়গা পাননি পিটি উষা। যদিও পরে আইস হকি ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া তাঁকে মনোনীত করে। উল্লেখ্য, ওই নির্বাচনের আগে ১৩ জন ক্রীড়াবিদ নাম তুলে নেন স্বেচ্ছায় নয়, চাপের মুখে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল বলে অভিযোগ তোলেন কয়েকজন।

বৈচিত্র্য নয়, আসল লক্ষ্য হোক ২০ উইকেট!

ভারতকে ডোবাচ্ছে বোলারদের রক্ষণাত্মক মানসিকতাই?

নিজস্ব প্রতিবেদন

ছবিটা বদলায়নি। লিডস, কলম্বোর এসএসসি, আর এবার ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভ। তিন শহরের পিচ ও আবহাওয়ার চরিত্র আলাদা, কিন্তু ভারতের অসহায়ত্ব হুবহু এক... পঞ্চম দিনে প্রতিপক্ষকে অলআউট করতে না পারার অপরাগতা! লিডসে ৩৭১ রান পুঁজি করেও হার কলম্বো ও ওয়েলিংটনে ড্র। অস্ট্রেলিয়া সফর থেকে ধরলে, সহায়ক পিচ বা ইংল্যান্ডের 'বাজবল' ব্যাটারদের আত্মঘাতী মেজাজ ছাড়া বিদেশের মাটিতে প্রতি চার ইনিংসে একবার প্রতিপক্ষকে অলআউট করতে ভারতীয় বোলাররা ব্যর্থ। ওয়েলিংটনে পিচ, কোকাবুরা বলের নরম হয়ে যাওয়া কিংবা বলে লালা ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন শুভমান গিল। ডাগআউটে কোচ গৌতম গম্ভীরের টুপি নিয়ে নাড়াচাড়া আর মুখেও উদ্বেগের ছাপ। কিন্তু আসল রোগটা ভেতরে-পরাজয়ের ভয় ও রক্ষণাত্মক মানসিকতা। মহম্মদ সিরাজকে একাদশ থেকে বাদ দেওয়া সেই ভাবনার স্পষ্ট প্রতিফলন। ফিট ও ছন্দে থাকলে জসপ্রীত বুমরাহর পর তিনিই দলের



সেরা উইকেট-টেকার। ফর্মের দোহাই দিয়ে তাঁকে বাইরে রেখে যে বোলিং আক্রমণ সাজানো হল, তা কাগজে-কলমে বৈচিত্র্যময় হলেও বাস্তবে ভোঁতা। বুমরাহ ও আকাশ দীপ ছাড়া বাকিদের বলে উইকেট নেওয়ার ধার কোথায়? প্রসিদ্ধ কৃষ্ণর উচ্চতা ও গতি আছে। কিন্তু লাইন-লেংথে ধারাবাহিকতা নেই। টেস্টে ৩.৯৪ ইকোনমি রেট বড্ড বেমানান প্রতি ছয় ইনিংসে একবার একশোর বেশি রান খরচ করেছেন তিনি। অন্যদিকে অংশুল কম্বোজ নিঃসন্দেহে পরিশ্রমী, হাওয়ার বিপরীতে লম্বা স্পেলে ওভারপ্রতি মাত্র ২.৫ রান দিয়েছেন। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্পেলে গতি কমে যাওয়ায় ব্যাটাররা অনায়াসে সিঙ্গলস নিয়েছেন। ২০২১-এর ইংল্যান্ড সফরে শার্দুল ঠাকুরের মতো সবুজ পিচে চতুর্থ পেসার হিসেবে কম্বোজ মানানসই, পাটা পিচে নন। মূলত ব্যাটিংয়ের হাত থাকার সুবাদেই দলে রয়েছেন তিনি। অথচ নিষ্প্রাণ পিচে বাড়তি বাউন্স ও গতির জন্য আনক্যাপড গুরনুর ব্রার (প্রথম শ্রেণির ব্যাটিং গড় মাত্র ১৩) হয়তো বেশি কার্যকর হতেন। ওয়াশিংটন সুন্দরও টিমে এসেছেন ব্যাটিংয়ের কথা ভেবেই! ম্যাচের আগের দিন পিচের সবুজ ঘাস দেখে টিম ম্যানেজমেন্ট ভেবেছিল আগাগোড়া বল সুইং করবে। পঞ্চম দিনে রবীন্দ্র জাদেজার অ্যাঙ্গেল ও গতির বৈচিত্র্য কাজে লাগানোর পরিকল্পনাও ছিল না। আসলে ব্যাটিং ধস বাঁচাতে গিয়ে বোলিংয়ের ধার কমিয়েছে ভারত। লোয়ার অর্ডারের বাড়তি রান দলকে সাময়িক বিপদ থেকে বাঁচাতে পারে, কিন্তু টেস্ট জেতায় বোলাররাই। ক্রাইস্টচার্চে নামার আগে এই রক্ষণাত্মক খোলস ছাড়তে না পারলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের পথ আরও কঠিন হতে চলেছে।

রোনাল্ডো এখন ৯৮৭

সংবাদ সংস্থা, রিয়াধ, ২৫ নভেম্বরঃ এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এলিট-এর ম্যাচে মঙ্গলবার রোনাল্ডোর দল আল নাসরে ২-১ গোলে জিতেছে কাতারের ক্লাব আল সাদের বিপক্ষে। ম্যাচের ত্রয়োদশ মিনিটে বুলেট গতির স্পট কিকে দলকে এগিয়ে নেন রোনাল্ডো। তিনি



নিজেই বক্সে ফাউলের শিকার হওয়ায় পেনাল্টি দিয়েছিলেন রেফারি। ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে ৪১ বছর বয়সি ফরোয়ার্ডের ক্যারিয়ারে মোট গোল হলো ৯৮৭টি। ২২তম মিনিটে আল সাদকে সমতায় ফেরান মোহাম্মেদ ওয়াদ। কিন্তু প্রতিপক্ষের দিকে থুতু ছুড়ে প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে তিনি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে ১০ জনের দলে পরিণত হয় দলটি। ৫২তম মিনিটে দুর্দান্ত ওভারহেড কিকে ব্যবধান গড়ে দেওয়া গোলটি করেন রোনাল্ডোর প্রাক্তন জাতীয় দল সতীর্থ জুয়াও ফেলিক্স।

১১৫ দিনে ৩৯ বার ব্যক্তিগত বিমানে চড়ে ৩২ দেশ ঘুরলেন ইনফান্তিনো, খরচ দিচ্ছে কে?

নিজস্ব প্রতিবেদন

ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর আকাশপথে ঘোরাঘুরির যেন শেষ নেই। এক দেশ থেকে আরেক দেশ। কখনো ফুটবল কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক, কখনো রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, আবার কখনো মাঠ উদ্বোধন কিংবা টুর্নামেন্টে উপস্থিতি। কিন্তু এসব সফরের পেছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে কি না, উঠেছে সেই প্রশ্নও। বিবিসি স্পোর্টের এক অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, ২৮ জুলাই বিশ্বকাপের মালিকানার অংশ বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রির পরিকল্পনার খবর প্রকাশের পর ১১৫ দিনে ৩২টি দেশ সফর করেছেন ইনফান্তিনো। এ সময় ব্যক্তিগত বিমানে চড়েছেন অন্তত ৩৯ বার। অর্থাৎ প্রতি তিন দিনে একবার। সব মিলিয়ে আকাশপথে পাড়ি দিয়েছেন প্রায় ১ লাখ ২ হাজার ৮৭০ মাইল। বিমানে কাটিয়েছেন ২১৩ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট, প্রায় ৯ দিন। সমালোচকদের প্রশ্ন, আগামী মার্চে ফিফা সভাপতি নির্বাচনে পুনর্নির্বাচিত হওয়ার প্রচারণায় নিজের পদ ও সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগাচ্ছেন না তো ইনফান্তিনো? ২০২৫ সালের একই সময়ে তিনি সফর করেছিলেন ১৮টি দেশ। এবার সেই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ। বিবিসি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইনফান্তিনোর পোস্ট, বিমানের ফ্লাইট ট্র্যাকিং তথ্য এবং কাতার এক্সিকিউটিভের বিমানের নিবন্ধন নম্বর বিশ্লেষণ করে সফরের হিসাব করেছে। কাতার এয়ারওয়েজ গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান কাতার এক্সিকিউটিভ পরিচালিত এসব ব্যক্তিগত বিমান ব্যবহার করেন ফিফা সভাপতি। কাতার এয়ারওয়েজ আবার ফিফার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। ফিফার প্রাক্তন গভর্ন্যান্স কমিটির প্রধান মিগেল মাদুরো বিবিসি স্পোর্টকে বলেছেন, ইনফান্তিনোর এই সফরগুলো 'তাঁর প্রচারণারই অংশ'। মাদুরোর ভাষায়, ''সমস্যা হলো, ফিফায় নির্বাচনী প্রচারণার অর্থায়ন নিয়ে কোনো নিয়ম নেই। সভাপতি সরকারি কাজের কথা বলে সফরে যেতে পারেন, অথচ পরোক্ষভাবে সেটি তাঁর নির্বাচনী প্রচারণায় কাজে লাগতে পারে। তবে তাঁর বিপক্ষে যাঁরা নির্বাচন



করবেন, তাঁদের পক্ষে এটা নির্বাচনী প্রচারণা হিসেবে প্রমাণ করা কঠিন।'' ইনফান্তিনোর অবস্থান অবশ্য কিছুদিন আগেও বেশ নড়বড়ে মনে হচ্ছিল। ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ (এফএফই) নামের পরিকল্পনায় বিশ্বকাপসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মালিকানার অংশ বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি। পরে পরিকল্পনাটি বাতিল হয়। তার আগে ২১১ সদস্যদেশের ফুটবল ফেডারেশনকে চিঠি দিয়ে ইনফান্তিনো জানিয়েছিলেন, প্রস্তাবটি সমর্থন করলে প্রতিটি ফেডারেশন ৪ কোটি ডলার পাবে। উয়েফার প্রাক্তন প্রধান নির্বাহী লার্স-ক্রিস্টার ওলসন প্রশ্ন তুলেছেন, ইনফান্তিনো এখন কী প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন এবং সেসব প্রতিশ্রুতির শর্ত কী? তাঁর কথা, ''এই সফরগুলোর খরচ কত এবং কে দিচ্ছে? ফুটবল সম্প্রদায়ের ওপর এর প্রভাব কী? ফিফার অর্থে ব্যক্তিগত বিমান ব্যবহার করা হলে সেই অর্থ সদস্যদেশগুলোর ফুটবল উন্নয়নে ব্যয় করাই কি ভালো হতো না?'' ফিফা সফরের সংখ্যা নিয়ে আপত্তি না তুললেও বলেছে, সব ভ্রমণই তাদের নিয়ম মেনে করা হয়েছে। তবে এসব বিমানের খরচ কে বহন করছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানায়নি সংস্থাটি। ইনফান্তিনোর সফরগুলোর মধ্যে রয়েছে ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে ক্যারিবীয় ফুটবল ইউনিয়নের সভাপতি পর্যায়ের সভা ও বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টে যোগ দেওয়া। প্যারিসে ই-স্পোর্টস বিশ্বকাপে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ ও সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তিনি। গত সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তান ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতির সঙ্গে দেখা করে উন্নয়ন পরিকল্পনায় ফিফার সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেন। পরে লাটভিয়া সফরে দেশটির ফুটবল ফেডারেশন সভাপতিকে 'আমার প্রিয় বন্ধু' বলেও উল্লেখ করেন। এ ছাড়া গত অক্টোবরে ইন্দোনেশিয়ায় ফিফা এএফএএন কাপের ফাইনালে গিয়ে ১৭টি দেশের ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ইনফান্তিনো। তাঁদের সমর্থন ও ফুটবলের প্রতি ভালোবাসার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ''একইসঙ্গে আমরা এই খেলাকে এগিয়ে নিয়ে যাব।'' সম্প্রতি ম্যানিলা সফরে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন এবং মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইন ফুটবল ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মঞ্চে গানও গেয়েছেন।

জমজমাট লড়াইয়ে আর্সেনাল-ডর্টমুন্ডের ড্র

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ২৫ নভেম্বরঃ এমিরেটস স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রোমাঞ্চকর লড়াইটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। প্রাথমিক পর্বে পাঁচ ম্যাচে তিন জয় ও দুই ড্রয়ে ১১ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচ নম্বরে আছে আর্সেনাল। তিন জয় ও এক ড্রয়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে সাতে ডর্টমুন্ড। ম্যাচে সামগ্রিকভাবে আক্রমণে এগিয়ে ছিল আর্সেনাল। ৬৩ শতাংশ সময় পজেশন রেখে গোলের জন্য ৩০ শট নিয়ে চারটি লক্ষ্যে রাখতে পারে মিকেল আর্তেতার দল। আর জার্মান ক্লাবটির ১৩ শটের চারটি লক্ষ্যে ছিল। শুরু থেকে ডর্টমুন্ডের ওপর চাপ বাড়ানোর সুফল দশম মিনিটে পায় আর্সেনাল। ননি মাদুয়েকের পাস ধরে একটু এগিয়ে যান ইয়োকেরেশ। পোস্টের দিকে একবার দ্রুত চোখ বুলিয়েই দূর থেকে বাঁকানো শট নেন তিনি, বল চমৎকারভাবে বাঁক খেয়ে জালে জড়ায়। এই মরসুমে আর্সেনালের হয়ে ১৬ ম্যাচে সুইডিশ স্ট্রাইকারের গোল হলো তিনটি। পাঁচ মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ হতে পারত, কিন্তু ক্রিস্তস জলিসের শট ঝাঁপিয়ে আটকে দেন গোলরক্ষক গ্রেগর কোবেল। ফিরতি বল মাদুয়েকের সামনে সুবিধাজনক অবস্থানে চলে আসে, কিন্তু কাজে লাগাতে পারেননি তিনি। বুন্ডেসলিগার টেবিলের শীর্ষ দল ডর্টমুন্ড এরপর ধীরে ধীরে আর্সেনালের রক্ষণে চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে। সুযোগও পায় তারা, কিন্তু ভালো অবস্থানে থেকেও উড়িয়ে মারেন ফিলিক্স এনমেচা। প্রথমার্ধের



শেষ দিকে দুরূহ কোণ থেকে গাদুর শট ফিরিয়ে দেন আর্সেনাল গোলরক্ষক কেপা আরিসাবালাগা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুটা ভালো করে ডর্টমুন্ড এবং ৫৫তম মিনিটে সমতায় ফেরে সফরকারীরা। সতীর্থের পাস ধরে বক্সে ঢুকে ডিফেন্ডার গাব্রিয়েলকে কাটিয়ে বল জালে পাঠান মাক্সিমিলিয়ান বাইয়া। ৬৮তম মিনিটে আর্সেনালের জালে বল পাঠান রিয়াল মাদ্রিদ তারকা জুদ বেলিংহ্যামের ছোট ভাই জোব বেলিংহ্যাম, কিন্তু অফসাইডের পতাকা তোলেন লাইন্সম্যান। ৭৫তম মিনিটে দারুণ এক সুযোগ হারান ইয়োকেরেশ। মার্টিন ওদেগোর চমৎকার এক ক্রস ভাসিয়ে দেন বক্সে। কিন্তু ছয় গজ বক্সের মুখ থেকে হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেননি ইয়োকেরেশ। একটু পর দ্বিতীয় গোল হজম করা থেকে কোনোরকমে বেঁচে যায় ডর্টমুন্ড। ওদেগোরের ফ্রি-কিকে দূরের পোস্টে বল পেয়ে ছয় গজ বক্সে ঠেলে দেন পিয়েরো ইনকাপিয়ে। বল ডর্টমুন্ডের গিরাসির গায়ে লেগে পোস্টে বাধা পায়। অবিশ্বাস্যভাবে বলটি আবারও গিরাসির গায়ে লেগে দ্বিতীয়বার পোস্টে আঘাত করে! চাপ ধরে রাখলেও দ্বিতীয় গোলের দেখা আর পায়নি আর্সেনাল।

বেলিংহ্যামের অসাধারণ গোল, প্রথমার্ধে ছন্নছাড়া রিয়াল মাদ্রিদের পরে গোল উৎসব

ম্যাচের প্রথম অর্ধে চেনাই গেল না রিয়াল মাদ্রিদকে। মাঠের সবখানেই ভুগতে দেখা গেল তাদের। সেই তারাই বিরতির পর আমূল বদলে গেল। প্রতিপক্ষের ওপর তৈরি করল প্রবল চাপ। শুরুর ব্যবধান ঘুচিয়ে তুলে নিল বড় ব্যবধানের জয়।

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ২৫ নভেম্বরঃ সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচটি ৫-১ গোলে জিতেছে জুজে মরিনিয়োর দল। তাদের হয়ে জোড়া গোল করেন কিলিয়ান এমবাপে। আর একবার করে জালের দেখা পান ফেদেরিকো ভালভের্দে, জুদ বেলিংহ্যাম ও ভিনিসিউস জুনিয়র। দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ জানানোর কোনো সুযোগই দেয়নি রিয়াল। প্রথমার্ধে একদম সাদামাটা দলটি পুরো ম্যাচে প্রায় ৬০ শতাংশ সময় পজেশন রেখে গোলের জন্য ২৪টি শট নেয়, এর ৯টি ছিল লক্ষ্যে। আর পিএসভি ১০ শটের ওই একটিই লক্ষ্যে রাখতে পারে। পাঁচ ম্যাচ খেলে সবগুলো জিতে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের চূড়ায় উঠেছে রিয়াল। এক ম্যাচ কম খেলা পিএসজি ১২ পয়েন্ট নিয়ে আছে দুইয়ে। পাঁচটি করে ম্যাচ খেলা কোমো ও রিয়াল বেতিসের পয়েন্টও সমান ১২ করে। ম্যাচের শেষটা রিয়ালের দুর্দান্ত হলেও শুরুটা একদম ভালো ছিল না। শুরুতেই তাদের রক্ষণ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। পঞ্চম মিনিটে নিজেদের সীমানা থেকে সতীর্থের উঁচু করে বাড়ানো থ্রু বল ধরে, সবাইকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যান ফন বোমেল, তবে তরুণ উইঙ্গারের শট পোস্টের কাছ দিয়ে বাইরে যায়। তিন মিনিট পর তাদের আরেকটি প্রচেষ্টা আয়োজকদের পাশের জাল কাঁপায়। প্রতিপক্ষের তিনটি লক্ষ্যভ্রষ্ট প্রচেষ্টার পর, একাদশ মিনিটে প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগ তৈরি করেই এগিয়ে যেতে পারত রিয়াল কিন্তু ভিনিসিউস জুনিয়রের ডি-বক্সের বাইরে থেকে কোনাকুনি শট ক্রসবার ও পোস্টের সংযোগস্থলে লাগে। এরপর কিছুটা সময় খেলার গতি কমে আসে, এবং এর মাঝেই পিছিয়ে পড়ে রিয়াল। ৩০তম মিনিটে দারুণ স্পট কিকে গোলটি করেন ইভান পেরিসিচ। নিজেদের ডি-বক্সে বাইলাইনের কাছে ডাচ মিডফিল্ডার সভেনকে ফাউল করেন রিয়ালের মিডফিল্ডার চুয়ামেনি, যদিও তা রেফারির চোখ এড়িয়ে যায়। মিনিটখানেকের বেশি খেলা



চলতে থাকে, পরে ভিএআরের পরামর্শে মনিটরে দেখে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। ২১তম মিনিটে আবার বিপদে পড়তে যাচ্ছিল রিয়াল। তবে এবার ডি-বক্সে ফাঁকায় বল পেয়েও লক্ষ্যে শট রাখতে পারেননি সভেন। বিরতির আগে আর কেউ তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারেনি। প্রথম ৪৫ মিনিটে ধারহীন রিয়াল গোলের জন্য চারটি শট নিয়ে একটিও লক্ষ্যে রাখতে পারেননি। তারাই ৫০তম মিনিটে দারুণ পাসিং ফুটবলে লক্ষ্যে প্রথম শট নিয়েই সাফল্য পায়। বাঁ দিক দিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে অন্যপাশে ক্রস বাড়ান ভিনিসিউস, সেখানে ইয়ান ডিওমান্ডে বল ধরে পাস দেন আর্দা গুল্যারকে, আর তুর্কি মিডফিল্ডারের ব্যাকহিল কাটব্যাক পেয়েই জোরাল শটে বল জালে পাঠান ভালভের্দে। গোল পেয়ে যেন আত্মবিশ্বাস আর ছন্দ একসঙ্গে ফিরে পায় রিয়াল। পরের কয়েক মিনিটে টানা কয়েকটি দারুণ আক্রমণ করে তারা। পাঁচ মিনিটের মধ্যে দ্বিতীয় গোল হতে পারত, কিন্তু বেলিংহ্যামের অ্যাক্রোবেটিক ভলি ক্ষিপ্রতায় রুখে দেন গোলরক্ষক। তবে বেলিংহ্যামকে বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারেননি মাতেই কোভার। ৬০তম মিনিটে অসাধারণ নৈপুণ্যে দলকে এগিয়ে নেন ইংলিশ তারকা। বাঁ দিক দিয়ে আক্রমণে উঠে ডি-বক্সের সামনে এমবাপেকে খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করেন মার্ক কুকুরেইয়া, সেটা আটকে দেন পিএসভির একজন। তবে বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে তিনি তুলে দেন বেলিংহ্যামের পায়ে, আর অসাধারণ দক্ষতায় বাতাসে দুবার বল জাগল করে বুলেট গতির ভলিতে ঠিকানা খুঁজে নেন তিনি। চার মিনিট পর ব্যবধান আরও বাড়ান এমবাপে। বাঁ দিক থেকে গুল্যারের পাস ডি-বক্সে ফাঁকায় পেয়ে দেখেশুনে নিখুঁত শটে গোলটি করেন ফরাসি তারকা। একচেটিয়া চাপ ধরে রেখে পরের কয়েক মিনিটে দারুণ কয়েকটি সুযোগ পান ভিনিসিউস। কিন্তু স্কোরলাইনে নাম লেখাতে পারেননি তিনি ৬৬তম মিনিটে তার আরেকটি শট পোস্টে লাগার পর, আরেকটি প্রচেষ্টা আটকে দেন গোলরক্ষক। ফল নিয়ে বাকি যা একটু অনিশ্চয়তা ছিল, তা ৮৪তম মিনিটে আরেকটি দারুণ গোলে শেষ করে দেন এমবাপে। ব্রাহিম দিয়াসের থ্রু বল ধরে ডি-বক্সে ঢুকে গোলরক্ষককে কাটিয়ে বল জালে পাঠান তিনি। এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পাঁচ ম্যাচেই জালের দেখা পেলেন এমবাপে, আসরে তার গোল হলো ছয়টি। আর সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে চলতি মরসুমে তার গোল হলো ১৮ ম্যাচে ১৯টি। তিন মিনিট পর অবশেষে গোলের দেখা পান ভিনিসিউস। মাঝমাঠ থেকে প্রতিপক্ষের সবার ওপর দিয়ে দারুণ এক থ্রু পাস বাড়ান বেলিংহ্যাম, আর অফসাইডের ফাঁদ ভেঙে ছুটে গিয়ে হেডে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে কোনাকুনি শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। গত মার্চের পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রথম গোল পেলেন ভিনিসিউস। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ১০ ম্যাচ জিতল রিয়াল মাদ্রিদ।



দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো–অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা–৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা–৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক–অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com